৫৮৮৫২
১৫/৫৮৪

SCOTT'S

LAY OF THE LAST MINSTREL.

(COMPLITE IN SIX CANTOS.)

TRANSLATED IN TO BENGALI VERSE.

BY

RAKHALDAS SEN.

কবিবর সর ওয়াল্‌টর স্কট প্রণীত

শেষবন্দীর গান।

ষষ্ঠ কাণ্ডে বিভক্ত।

শ্রীরাখালদাস সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক

পদ্যে অনুবাদিত।

CALCUTTA:

PRINTED BY RAMBRAHMA MOOKERJEE. AT THE SUCHARU PRESS. NO. 336 CHITPUR ROAD.

1875.

৪৯১.৪৪১
ক - ৯১৪
Acc ১৬০৯২
২৭/০৭/২০০৩

ভূমিকা।

সাধারণ সমীপে "শেষবন্দীর গান" নামক এই অনুবাদটি প্রথমে প্রকাশিত করিলাম। অগ্রে একপ্রকার ক্রীড়াচ্ছলে এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পরে ক্রমশঃ পরিচালন দ্বারা ইহাতে আমার নিজের অনুরাগ বৃদ্ধি হইল এবং তখনি ইহাঁকে গ্রন্থরূপে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইলাম। স্বকীয় গ্রন্থে আমার আস্থা অধিক বলিয়া উহা দোষহীন হইয়াছে, এমন বলিতে পারি না। প্রথমে পুস্তক লেখাতে গ্রন্থকর্ত্তার যে অনেক ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা থাকে, তাহা এপুস্তকে যে আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি প্রথম লেখকের দোষ ইহাতে অধিক থাকিবে, এমন-বোধ হয় না। কেননা, আমার কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে ইহাতে এক জন মহোদয় কবির কর্ত্তৃত্ব মিশ্রিত হইয়াছে। ছাত্রবোধ ইত্যাদি বহু গ্রন্থপ্রণেতা আমার স্বদেশীয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহাশয় ইহার সৌষ্টবসাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। যদ্যপি ইহা ইংরেজীর অনুবাদ না হইত এবং যদ্যপি ইহা বহু ইংরেজী নাম সমাকীর্ণ বিদেশীয় রীতি-নীতি-বিষয়ক গ্রন্থের প্রকৃত অনুবাদ না হইত, তাহা হইলে আমি তাঁহার সংশোধিত এই পুস্তক দেখিয়াই বলিতে পারিতাম, যে ইহা আমার চক্ষে একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মহোদয়ের অনুগ্রহ যেমন আমার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছে, তেমনি ইহাও বলা উচিত, যে, বন্ধুর উৎসাহ প্রথমে আমাকে সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন ও অপরাপর বন্ধু ব্যক্তিরাই আমাকে উৎসাহ দিয়া এরূপ কার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সেই উৎসাহ প্রদানও অল্প কার্য্যকর নহে, যেহেতু এ উৎসাহের অভাবে দোষগুণের আশঙ্কা করিয়া হয়ত আমি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তই হইতাম না।

অবশেষে অনুবাদ প্রণালীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বিবেচনা হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রের যেরূপ স্বভাব, আমিও সেইরূপ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অবিকল অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, যে ছাত্রদিগের অবিকল অনুবাদ অভ্যাস যত ভাল হউক না কেন, ভিন্নদেশীয় ভাষার গ্রন্থ কোন ভাষায় অবিকল অনুবাদিত হইলে সহজে কেহ তাহার গৌরব জানিতে চাহে না। তজ্জন্য কুণ্ঠিত হইয়াও অনেক স্থলে ইংরেজী ভাব বাঙ্গলা ভাবে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছি। যেখানে অত্যন্ত আবশ্যক, সেই খানেই কেবল বাঙ্গলার সঙ্গে বিবাদ করিয়াছি, অর্থাৎ অপ্রাকৃত বাঙ্গলা লিখিতে সঙ্কোচ করি নাই। পাঠকবর্গ আমার অনুবাদে আর একটি

বিশেষ দেখিতে পাইবেন, আমি এক পংক্তি ইংরেজীর বাঙ্গলাও এক পংক্তি করিয়াছি, আদর্শ গ্রন্থে যত পংক্তি ইংরেজী দেখিবেন, বাঙ্গলা অনুবাদেও অবিকল তত পংক্তি দেখিতে পাইবেন, তাহার অল্পও নাই অধিকও নাই। ইহাতে কোন কোন স্থলে কিছু কিছু সারভাগ বৃদ্ধিও হইয়াছে, কোন কোন স্থলে কিছু কিছু সারভাগ কমিয়াও গিয়াছে। পাঠক মহাশয়েরা এই সকল দেখিলে দোষ-গুণ উভয়ই বিবেচনা করিতে পারিবেন। যদি এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ রস থাকে, তাহা ইংরেজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুভব করিতে পারিবেন, আমার এরূপ বিশ্বাস হয় না, তবে যে তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য রীতি নীতির অন্ততঃ কিছুও জানিতে পারিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস-যোগ্য, তদ্বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। ইহা যে তাঁহাদের অপ্রিয়কর হইবে, এই আশঙ্কা সততই আমার মনে উদয় হইতেছে। কবিবর স্কট যেরূপ স্বাধীনতা সহকারে কাব্য লিখিয়াছেন, আমি ততদূর স্বাধীন হইতে পারি নাই, বাঙ্গালাতে যাহা নাই, তাহা আমি অনুবাদে প্রচলিত করিয়া কখন উপেক্ষিত থাকিতে পারি না। স্কটের মিলের ঠিক নাই, এবং যতিরও ঠিক নাই, আপনার ইচ্ছা মত লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলাতে যেরূপ পদ্য লেখা প্রচলিত হইয়াছে, আমাকে তাহারই অনুসরণ করিতে হইয়াছে, যথা নিয়মে মিল রাখিতে হইয়াছে, এমন কি, সকল স্তবকেই ছয় পংক্তি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং তজ্জন্য স্তবকের শেষে অনেক স্থানে পূর্ণচ্ছেদ দিতে পারি নাই। ষষ্ঠ কাণ্ডে একটু স্কটের অনুসরণও করিয়াছি।

অনেকে বলেন, ইংরেজী নামগুলি বাঙ্গলা নামে পরিবর্ত্তিত করিলে পুস্তক পাঠে যথার্থ তৃপ্তি অনুভূত হইত। কিন্তু ইংরেজদিগের কার্য্য গুলি তদবস্ত রাখিয়া তাঁহাদের কর্ত্তাদিগকে বাঙ্গালী করা অসম্ভব ও এক প্রকার অনধিকারচর্চ্চা।

শ্রীরাখালদাস সেন গুপ্ত।

গৌরীভা,
২৯এ অগ্রহায়ণ, ১২৮২, ১৮৭৫।

প/৫৪

শেষ বন্দীর গান।

প্রস্তাবনা।

সুদীর্ঘ সে পথ বাতাস শীতল,
প্রাচীন দুর্ব্বল গায়ক তায় ;
লোল গণ্ডদেশ কুন্তল ধবল,
ছিল ভাগ্যবান প্রকাশ পায।

২

এক মাত্র বীণা তাঁহার সম্বল,
রয়েছে অনাথ শিশুর করে,
এক মাত্র তিনি গায়ক কেবল
জীবিত আছেন গীতের তরে।

৩

হায় রে কপাল আর কি সে দিন,
আর কি গায়ক সমূহ আছে ;
লোকের পীড়নে অনাদরে ক্ষীণ,
বাঁচিতে বাসনা আর কি আছে !

৪

আর নাকি তিনি তুরগেতে চড়ি
করিবেন গান চাতক মত,
আর নাকি তাঁরে সমাদর করি,
সভায় করিবে হায় স্বাগত।

৫

রূপসী কামিনী যুবকের মাঝে
আর কি গানেতে তুষিবে মতি।
সে সব এখন আর নাহি সাজে,
হয়েছে বিদেশী এদেশপতি।

৬

কঠিন সময়ে (১) ক্রুর কত জন,
নির্দ্দোষ তাঁহারে দূষেছে কত।
অনাদৃত এবে করেন ভ্রমণ
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি সতত।

৭

কৃষক নিকটে সেই গীত গান,
করেছে রাজারা যাহা শ্রবণ,
(২) নিউযার্কে যবে করেন প্রয়াণ,
করেন প্রাসাদ তথা দর্শন।

---

(১) অর্থাৎ ক্রমওয়েলের শাসনের সময়, তিনি গায়কদিগের উৎসাহদাতা না হইয়া তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেন।

(২) সেলকার্ক হইতে দেড় ক্রোশ দূরে, এয়ারো নদীর তীরে নিউযার্ক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতীয় জেম্‌স্ ইহার নির্ম্মাতা। বক্লু পরিবার এখানে সময়ে সময়ে আসিয়া বাস করিতেন। কথিত আছে, মন্মায়ুথ ও বক্লুর বিধুকপত্নী এই স্থানে প্রতিপালিত হইয়াছেন। গায়ক এই স্থানে গান করিবেন, এযুক্তিসিদ্ধ বটে। এই বিধুকরমণীর নাম আনী, মন্মায়ুথ ইহার স্বামী ১৬৮৬ খৃঃঅব্দে রাজাজ্ঞায় বিনষ্ট হন।

৮

দেখিয়া গায়ক ভাবিতে লাগিল,
আর হেথা নাহি দেখি আশ্রয়,
ভাবিতে ভাবিতে গায়ক চলিল,
প্রাচীরের দ্বার উত্তীর্ণ হয়।

৯

লোহার শলাকা-গঠিত দুয়ার,
তাড়ায়েছে কত বিপক্ষ জনে।
পথিক দরিদ্র জনে অনিবার
তুষেছে সতত অতি যতনে।

১০

হেথায় সদয়া ডিয়ুকরমণী,
মলিনবদন হেরি সে জনে,
আদেশ করিল কিঙ্করে অমনি,
বিবিধ প্রকারে তার সেবনে।

১১

বিপদ তাঁহার ছিল পরিচিত
মহাকুলে তিনি যদি উদ্ভূত,
মহৈশ্বর্য্যবতী, সুন্দর গঠিত,
পতির শোকেতে সদা বিব্রুত।

১২

সেবাতে অভাব হলে পরে দূর,
সেবাগুণে শ্রম হইল গত।
অহঙ্কার ভাব উদয় প্রচুর,
করিল স্থবির প্রসঙ্গ কত।

১৩

(৩) ফ্রান্সিসের কথা হল বিবরণ,
(৪) ওয়াল্‌টার কথা হল প্রকাশ।
তাঁর মত বীর দেখিনি কখন,
কত মত কথা কহে সহাস।

১৪

বক্‌লুবংশজাত যোধগণ-কথা
কহিলা ডিয়ুকপত্নী দেবীরে,
যদি হন গান-প্রয়াসিনী তথা
শুনাবেন গান তাঁরে অচিরে।

১৫

যদিও তাঁহার হাত জড় সড়,
উৎসাহে পূরিত তথাপি তিনি,
বাজাতে গাইতে তথাপিও দড়,
শুনাবেন যদি শুনে কামিনী।

১৬

বিনীত বচন হইলে স্বীকৃত,
যত শ্রোতাদলে পান স্থবির,
শীঘ্র সভা মাঝে হয়ে উপনীত,
অনেক কামিনী দেখিলা ধীর।

১৭

স্বীকৃত হইলে হল মহাভয়,
কেননা বীণায় লইয়া করে,
দেখিলেন তাঁর হস্ত লঘু নয়,
হায় রে কেমনে তুষিবে নরে। (৫)

১৮

পূর্ব্বসুখদুঃখ হইল স্মরণ,
এতে তাঁরে হতবুদ্ধি করিল,
নারিলেন বীণা করিতে বাদন,
তথাপিও দেবী প্রশংসা দিল।

---

(৩) উক্ত ডিয়ুকপত্নীর পিতা।

(৪) ডিয়ুকপত্নীর পিতামহ। ইনি মহা-যোদ্ধা ছিলেন।

(৫) এই জন্য তাঁহার শঙ্কা উপস্থিত হইল যে, তিনি হয়ত পূর্ব্বের মত গান না গাইতে পারিয়া সভামধ্যে অপ্রস্তুত হন।

১৯

দিলেন সাহস দিলেন সময়,
সাহসে স্থবির যুড়িল তার।
উত্তম সে স্বর হইল উদয়,
তখন ভাবিল বৃদ্ধ আবার।

২০

পূর্ব্বমত গান পারিবে গাইতে,
ভেবেছিল পারিবে না যা আগে।
পায় না এগান কৃষকে শুনিতে,
শুনে মহাজনে মহানুরাগে।

২১

(৬) চার্লসের কাছে ইহা হত গীত,
হলিরুডে তিনি ছিলেন যবে।
সে গান গাইতে বিশেষ চেষ্টিত,
যদিও জানি না সহজে হবে। (৭)

২২

তারেতে দিলেন গায়ক অঙ্গুলি,
দিবা মাত্র স্বর ওই উঠিল।
কাঁপিল মাথার শুভ্রকেশগুলি,
যখন গায়ক তান ধরিল।

২৩

তখন হইল বদন সহাস,
উজলিল তাঁর চক্ষু তখন,
কবিসুখ তাঁর হইল প্রকাশ,
কভু উচ্চ কভু নীচ স্বনন।

২৪

এরূপে স্থবির চালাইল তার,
বর্ত্তমান ভাবী ভাবি সে দিন।
শ্রম বোধ তথা না হয় আর,
কিন্তু বৃদ্ধতায় ভরসাহীন।

২৫

সে ভাব সকলি হইল বিস্মৃত,
যে স্থান নাহি হয় মনে উদয়,
কবিত্বেতে তাহা হইল রচিত,
এরূপে তাহার সঙ্গীত হয়।

---

(৬) প্রথম চার্লস্।

(৭) তিনি বলিলেন, আমি সেই গান গাইতে চেষ্টিত বটে, কিন্তু জানি না, যে সে চেষ্টা সফল হইবে, কি বিফল হইবে।

প্রথম কাণ্ড।

১

(১) কাশ্মীর মন্দিরে ভোজ সাঙ্গ হল হায়,
পশেছেন নিজ কক্ষে ইহার গৃহিণী,
মন্ত্রেতে রক্ষিত ছিল এ কক্ষ তথায়,
কহিতে বিষম যাহা অদ্ভুত কাহিনী।
যীশু মেরী আমাদের মঙ্গল করিবে !
চৌকাট উত্তরি কেহ যেতে না পারিবে।

২

মুক্ত হল টেবিলের রম্য আবরণ,
নাইট বালক ভৃত্য ঢালধারী(২) সবে,
প্রশস্ত দালানোপরি করে বিচরণ,
আশ্রয় করিল কিম্বা অনল-প্রভবে। (৩)
হাউণ্ড কুকুর হয়ে মৃগয়াতে ক্লান্ত,
তৃণোপরি শয়ন করিল হয়ে শ্রান্ত।

৩

নিদ্রিত স্বপনে তারা করিছে শিকার
এস্কডেল জলা কিম্বা টিভিয়ট স্থানে।
উনত্রিংশ খ্যাতনামা নাইট দুর্ব্বার,
ঝুলায়েছে ঢাল সব কাশ্মীর দালানে।
উনত্রিংশ খ্যাতনামা ঢালী মহাবল,
অশ্বশালা হতে অশ্ব এনেছে প্রবল,

৪

উনত্রিংশ আর যত লোক সাধারণ
অপেক্ষা করিতেছিল হয়ে অবহিত,
উপরোক্ত সদ্বংশজ নাইট কজন
সম্পর্ক রাখিত খ্যাত বক্লুর সহিত।
দশ জন বীর ছিল ইহাদের মাঝে,
কটিতটে অসি আর কাঁটা পদে সাজে।

৫

ছাড়ে না ইহারা কভু সজ্জা শোভাময়,
কিবা দিন কিবা রাত্রি দেখি নিরন্তর,
সজ্জিত হইয়া নিদ্রা করিছে আশ্রয়,
তাহাদের উপাধান সাঁজোয়া প্রস্তর,
লৌহময় হস্তে তারা আহার করিয়ে,
মুখন্যস্ত লৌহজাল তুলি মদ্য পিয়ে।

৬

দশ জন ঢালী তথা অন্য দশ জন,
দশ জন রক্ষকের অপেক্ষা করিল।
ত্রিংশৎ ঘোটক কিবা বেগেতে পবন !
অশ্বশালে সুসজ্জিত উপস্থিত ছিল।

(১) ইংরেজী মূলে যাহার নাম ব্রাঙ্কসাম্ আছে, তারই নাম বাঙ্গলা অনুবাদে সুবিধা হইবে বলিয়া, কাশ্মীর দেওয়া গেল।

(২) ঢালধারী—ইংরেজীতে ইহার অর্থ এস্কয়্যার।

(৩) অনল-প্রভব—যেখানে অনল রহিয়াছে।

জ্বলিল মস্তকভূষা ঝকমক্ করি,
অঙ্কুশ সহিত তথা রেকাবউপরি।

৭

অশ্বশালে অশ্ব আর ছিল শত শত,
কাশ্মীরের এই রূপ ছিল গো আচার।
কেন এই অশ্বগণ প্রস্তুত এমত?
কেন যোদ্ধৃগণ করে এরূপ ব্যভার?
ছাউণ্ডের শব্দ তারা করিছে শ্রবণ,
শুনিতেছিল গো তারা যুদ্ধশৃঙ্গ-স্বন।

৮

সেণ্টজর্জ ক্রুস তারা সযত্ন দেখিতে,
সঙ্কেত আগুন আরো নিশীথে জ্বলিতে,
দাক্ষিণ বিপক্ষ হতে স্বদেশ রক্ষিতে,
পার্সি, স্ক্রপ, ছাউয়ার্ড আসিয়ে ত্বরিতে,
কাশ্মীর মন্দির পাছে করে আক্রমণ,
কার্লাইল নওয়ার্থ হতে করি আগমন।

৯

কাশ্মীরের রীতি নীতি হয় এই মত,
অনেক নাইট হেথা আছে বিদ্যমান;
কিন্তু তার সেনাপতি হইয়াছে হত,
এই তার তরবারি রয়েছে ঝুলান,
কবিগণ ওয়াল্টারে করিবে বর্ণন।
প্রদেশস্থ যত লোক করে পলায়ন,

১০

বর্ডারের মহাযুদ্ধে তিষ্ঠে সাধ্য কার,
এডিন্‌বরা নগরেতে প্রশস্ত পথেতে,
অসি বরষার যুদ্ধ হয় অনিবার,
প্রতিধ্বনি হল যবে চীৎকার রবেতে,
কাশ্মীরের অধিপতি পড়িল তখন,
ধর্ম্ম নারে করিবারে কলহ বারণ।

১১

পারে কি থামাতে এই বিপক্ষতা ভাব,
খৃষ্টীয়ান বিদ্যা, কিম্বা স্বদেশানুরাগ!
প্রেমিকের ভাব আর দয়ার্দ্র স্বভাব,
হায় বৃথা যায় সবে হইয়া নিরাগ;
বৃথা তারা উপসনা করে পরস্পরে,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথা ভিক্ষা করে!

১২

আপনারা পরস্পর হইয়াছে হত!
কার বংশ সেসফোর্ড করিছে ধারণ—
গর্ব্বিত এট্রিক ধরে স্কট বংশ যত।
মরিয়াছে কত লোক করি মহারণ—
এই রূপ ধ্বংস আর এরূপ ঘটন,
হবে না হবে না কভু আর বিস্মরণ!

১৩

ওয়াল্টার শয়িত আছে খাটের উপরে,
প্রতিবেশী সকলেতে কাঁদে অবিরল,
কত কত সীমন্তিনী তাঁর মৃত্যুতরে,
বিসর্জ্জিল অশ্রুজল যেন মুক্তাফল।
প্রাণেশের কাছে কিন্তু প্রেয়সী তাঁহার
না করিল রোদন হায় রে একবার!

১৪

পতিহন্তা প্রতি তাঁর প্রতিশোধ তরে,
ক্রোধেতে হয়েছে তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত,
মহা দীপ্ত অহঙ্কার, অশ্রদ্ধা অন্তরে,
নিবারিলা তাঁহারে গো হইতে দুঃখিত।
বন্ধুগণ এই রূপে করিছে ক্রন্দন,
ধাতৃক্রোড় হতে তাঁর কহিল নন্দন—

১৫

বেঁচে থাকি যদি আমি ঈশ্বর কৃপায়,
লব আমি প্রতিশোধ পিতার মরণে;
এসময়ে মাতৃগণ্ডে অশ্রু দেখা যায়,
শীতল করিতে যেন কুপিত নন্দনে।
আলু থালু বেশ আর স্বর্ণ কবরী
আসিছেন মার্গারেট-বালা ত্বরা করি।

১৬

কাঁদিছেন বহু তথা করি আগমন,
পিতার কারণ কিন্তু নহেক কেবল,
প্রেম আশালতা হত, তাই ভীত মন,
তাতেই বহিল আরো নয়নের জল।
দেখিলা মাতার রোষকষায়-লোচন,
নারিলা আর্দ্রিতে তাঁরে নিদয়া তখন।

১৭

প্রেমে অনুরক্তা ছিল যে জন তাঁহায়,
করিয়াছে যুদ্ধ সেই কার পক্ষে থাকি,
সাটহাউস বিরাজিছে মেল্‌রোজ যথায়,
দেখিবে রঞ্জিত রক্তে মেল যদি আঁখি।
জননীর প্রতি তাঁর ভয় বিলক্ষণ,
ক্রানষ্টনে তাঁরে না করিবে সমর্পণ,

১৮

বিবাহের পূর্ব্বে তবু দেখিবে মরণ।
মহাকুলে হয়েছিল তাঁর পিতা জাত,
বিথিউন বংশে হয় তাঁহার জনন,
জ্ঞাত তিনি মন্ত্রবিদ্যা— নরের অজ্ঞাত,
শিখেছেন এই বিদ্যা পাডুয়া নগরে,
ভোজবিদ্যাবলে, শুনি কহে সব নরে,

১৯

পারিতেন কলেবরে বদল করিতে,
সেণ্ট আণ্ড্রু নগরে যখন মন্ত্রবলে
চলিতেন, ছায়া কেহ না পেত দেখিতে,
যদিও রঞ্জিত গীর্জা সূর্য্যরশ্মিদলে।
কি আশ্চর্য্য! এই রূপ দেখেছ কখন!
চিরকাল এর কথা কবে কবিগণ।

২০

এ বিদ্যা কন্যারে শিক্ষা দিয়াছেন তিনি,
যত দিন তদাজ্ঞায় নাহি হয় নত
নিরাকার উপদেব, পিশাচ প্রেতিনী।
এখন এ কন্যা হয়ে স্থির চিন্তাগত,
বসেছেন ডেভিডের মন্দির উপর,
শুনিছেন তথা এক শব্দ গুরুতর।

২১

এই মহাশব্দ ছিল শোকপ্রকাশক;
টিভিয়ট নদী হতে আসিছে কি স্বন?
প্রতিহাত যাতে উপত্যকা ভয়ানক,
আসিছে কি এই শব্দ হতে বৃক্ষগণ?
পর্ব্বত হতে কি আসে এই প্রতিধ্বনি!
কি হইতে পারে বল এই গুরুধ্বনি,

২২

কাশ্মীর মন্দির হতে যাহা শুনা যায়।
এ রূপ অপ্রিয় শব্দ শুনিয়া তখনি,
কুকুর শৃঙ্খলবদ্ধ চীৎকারে তথায়,
মন্দির হইতে পেঁচা তখনি অমনি,
চীৎকার করিল ডাকি সুগভীর স্বরে।
নাইট সভ্যেরা যত সভার উপরে,

২৩

কহিল আসিছে ওই বলী প্রভঞ্জন,
অমনি আকাশ পানে সকলে চাহিল,
অবিকৃতা নিশা কিন্তু সুস্থিরা তখন।
টিভিয়ট নদী হতে যে শব্দ আসিল,
গিরিবর পার্শ্বেরে চমকি সেই ক্ষণ,
আইল রে যে নিনাদ ত্যজি বৃক্ষগণ,

২৪

আইল রে যে নিনাদ প্রতিধ্বনি মত,
আইল রে আর যেন প্রচণ্ড পবন,
চিনিলেন তিনি তাহা—মন্ত্রবল এত!
স্রোতস্বতী কহিতেছে সম্ভাষি তখন
পর্ব্বতেরে, তার যাহা সন্নিকটে ছিল,
বিদ্যাবতী অনায়াসে জানিতে পারিল।

২৫

নদী— পর্ব্বত—

ঘুমাইছ ভ্রাতঃ "আমি নহি নিদ্রাগত,
মম শৃঙ্গে শোভিতেছে শশীর কিরণ।

ক্রেকৃক্রস্ হতে আর স্কেল্‌ক হিল্ পর্য্যন্ত,
ক্ষুদ্র নদী ধারে ধারে দেখ সে এখন,
তালে তালে পরীগণ কেমন নাচিছে,
শ্যামল বর্ত্তুল কত ক্ষেত্রে নির্ম্মাইছে !

২৬

"দেখ সে কেমন তারা করিছে নর্ত্তন,
শুন সে তাদের সেই মধুর সঙ্গীত।"
নদী—
" কারারুদ্ধা সীমন্তিনী বন্দী এক জন
মিশাইছে মম জলে অশ্রু অপ্রমিত,
কাশ্মীরের মার্গারেট দুর্ভাগ্য-পীড়িত,
সুধাংশুর অংশুতলে (৪) অত্যন্ত দুঃখিত।

২৭

" জান কি হে বন্ধু তুমি গ্রহ দরশনে,
কখন্ কলহ যুদ্ধ হইবে নিঃশেষ ;
কিবা আছে যুবতীর কপাল-লিখনে,
হায় রে কে হবে এর পতি অবশেষ।"
পর্ব্বত—
"আর্থার নক্ষত্ররাশি আকাশে বিরাজে,
সুমেরু উপরে যথা অন্ধকার সাজে।

২৮

"উত্তর শার্দ্দূল (৫) দেখ কেমন অসিত,
অরিয়ন রাশি দেখ হইয়া উদয়,
মিটি মিটি জ্বলিতেছে দূরে অবস্থিত,
প্রত্যেক নক্ষত্র ওই আলো বিতরয়।
ইহাতে নিশ্চয় এই হতেছে প্রতীত,
দম্পতী-কপালে সুখ নাহিক লিখিত।

২৯

"টিভিয়ট নদীপরে কাশ্মীর মন্দিরে,
যত দিন দন্তচূর্ণ কর্ত্রীর না হয়।"
অপার্থিব শব্দ শেষে হইল সুস্থির,
সে রূপ শব্দেতে আর পবন না বয়,

(৪) পৃথ্বীতলে। (৫) নক্ষত্র পুঞ্জের নাম।

নদীপরে শব্দ আর নাহি শুনা যায়,
প্রতিধ্বনি মিলাইল পর্ব্বত চূড়ায়।

৩০

হইল এ শব্দ কিন্তু ডেভিড মন্দিরে,
হইতে লাগিল ইহা আবার শ্রবণ,
শুনাইতে যেন হায় মন্ত্রজ্ঞা নারীরে,
পুনঃ পুনঃ কর্ণে তার পশিল কেমন !
মস্তক তুলিলা সেই প্রচণ্ড কামিনী,
ক্রোধিতা হইলা আর মহাভিমানিনী।

৩১

কহিলেন পরে তিনি অতি ক্রোধ ভরে,
তোমাদের ধ্বংস যদি কোন কালে হয়,
তথাপিও মার্গারেটে না দিব সে করে।
গেলেন তখন তিনি সভা যথা রয়,
ছিল গো এখানে কত সাহসিক জন,
তাহার মধ্যেতে ক্রীড়া করিছে নন্দন।

৩২

দস্যু-সাজে সাজিলেক বালক তখন,
গ্রহণ করিল হাতে বরষার রাশি,
দালান ছাড়ায়ে তবে চলিল নন্দন।
দস্যুকর্ম্মে হয়ে অনুকরণ প্রয়াসী।
জাতশ্মশ্রু কত শত মহা যোধগণ,
বালকের সনে মত্ত হইল তখন—

৩৩

যদিও তাদের মন অত্যন্ত কঠিন,
যদিও সতত তারা একগুঁয়ে ছিল ;
কেননা যোদ্ধারা সব বিবেক-প্রবীণ
ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষম তারে জেনেছিল—
জেনেছিল করিবেক কার পরাজয়,
বক্লু বংশ উজ্জ্বল করিয়া সুনিশ্চয়।

৩৪

ভুলে গেল অভিমত বৃদ্ধা সীমন্তিনী,
অতি অল্পক্ষণ তরে—মুহূর্ত্তের তরে,

যখন দেখিলা পুত্রে সে বৃদ্ধা কামিনী,
দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল দ্বারের উপরে,
যতেক আশ্রিত হতে তখনি সত্বরে,
মহা যোদ্ধা ডিলোরেনে ডাকিলেন পরে।

৩৫

মরি কি চতুর যোদ্ধা সেই মহাবল,
তার মত বর্ষাধারী কে আছে জগতে,
সলওয়ে উত্তরিয়া টারাসের স্থল,
চক্ষুঃমুদে যাইতেন অনায়াসে পথে।
দীর্ঘলম্ফদানে আর চতুর ঘুরণে,
বিফল করেছে কত ইংলণ্ডীয় জনে।

৩৬

এস্ক কিম্বা লিডেলেতে নাহি ছিল স্থান,
দেন নি যথায় ডিলোরেন সন্তরণ,
সময়ে কি অসময়ে সতত সমান,
ডিসেম্বর মাস কিম্বা জুলাই যখন,
সময়ে কি অসময়ে সতত সমান,
কিবা ঘোরা বিভাবরী কিবা দিনমান।

৩৭

সুস্থির অন্তর তার শরীর বলিষ্ঠ
কাম্বার্লাণ্ডে দস্যুবৃত্তি সদাই করিত,
পাঁচ বার এই রূপ করিয়া অনিষ্ট
হয়েছে উভয় দেশ হইতে তাড়িত।
এই ডিলোরেনে বলে "ওহে বীরবর,
উঠ শীঘ্র করি এই অশ্বের উপর।

৩৮

"হয়ে কশাঘাত করি পথ অনুসরি,
টুইড নদীর তীরে করহ গমন,
মেল্‌রোজ আবিতে তুমি যাও শীঘ্র করি;
অন্বেষণ করগে তাহার সিদ্ধ জন,
বলিও তাহারে করে প্রণাম এজন,
বলিও এসেছে সেই সময় এখন।

৩৯

"রজনীতে তুমি বীর যেও তার সনে,
জিনিতে তথায় সেই কবরস্থ ধন,
মাইকেলের তিথি এই জানিবে ভুবনে,
চন্দ্রমা উজ্জ্বল হবে ম্লান তারাগণ,
দেখিয়া লোহিত বর্ণ ক্রুস একখান,
চিনিবে সহজে তুমি সেই গোরস্থান।

৪০

"যা পাবে তথায় তাহা যতনে রক্ষিবে,
আহার নিদ্রার হেতু হৈওনা কাতর,
কাগজ পুস্তক তাহা যা কিছু হইবে,
দেখিতে কর না কোন যত্ন বীরবর,
কেননা দেখিলে তব হইবে মরণ,
ভাবিবে হইত ভাল না হলে জনন।"

৪১

"তীব্রজব হয় মোর বিচিত্র বরণ,
টিভিয়ট্ নদীজল করে যাহা পান,
কল্য নহে সূর্য্যদেব উদিত যখন,
দেখিবে আমারে তুমি হেথা বিদ্যমান।
দূতকর্ম্মে আমা হতে কে আর তৎপর,
ফিরিব নির্ব্বিঘ্নে হেথা দেখিবে সত্বর।

৪২

"লেখা পড়া কিছু নাহি জানে এই জন,
কেমনে করিব আমি ঈশ্বর ভজন।"
এত বলি অশ্বে বীর উঠিল তখন,
ক্রমনিম্নদেশ দিয়া করিল গমন,
শীঘ্র উত্তরিলা বীর গড়ের প্রদেশে,
শীঘ্র গেলা শীঘ্রগামী টিভিয়ট্ দেশে।

৪৩

দক্ষিণে জঙ্গল রাখি চলিলা সুধীর,
মস্তকে গুবাক গুচ্ছ ঠেকিতে লাগিল,
উত্তরিলা গল্‌ডিলাণ্ড দেশের মন্দির,
বর্থইক নদী তথা উত্তীর্ণ হইল,
মোট্ হিল উচ্চদেশ করিল দর্শন,
ভূত প্রেত যেখানেতে করে বিচরণ।

৪৪

ছাউইক নগরে বহু প্রদীপ দেখিল,
ক্রমে ক্রমে যাহা হল চক্ষুর বাহির,
অশ্বগতি বীরবর দ্বিগুণ করিল,
একেবারে হাজেল্‌ডিলে দেখিল মন্দির।
ঘোটকের খট খট শবদ শুনিয়া,
কোন্ হ্যায় বলে রক্ষী উঠিল ডাকিয়া।

৪৫

"কাশ্মীরের লোক্ আমি" কহিয়া অমনি
চলিল নাইট রাখি মন্দির পাছুেতে,
টিভিয়ট অভিমুখ ত্যজিয়া তখনি,
ধীরে ধীরে বীরবর নদীর লক্ষ্যেতে,
উঠিলেন উচ্চ দেশে উত্তরাভিমুখে,
হর্মণি হিলের জলা দেখিল সম্মুখে।

৪৬

সম্মুখে তাহার, দেখ, রয়েছে পতিত
রোমীয় সে রাজপথ, বহুদূর লয়ে।
ক্ষণকাল অশ্বগতি হল শিথিলিত,
ক্ষণকাল থামিল সে ক্লান্তি যুক্ত হয়ে,
টানিলা জিনের চর্ম্ম, কঞ্চুক বন্ধন,
নিষ্কোষিলা তরবারি বিক্রমে তখন।

৪৭

মিণ্টোর পাহাড়ে শোভে সুধাকর-কর,
বার্ণহিল্ দস্যুর ছিল নিবাস যেখানে,
হস্ত আদি অঙ্গ যত সেই বীরবর,
রাখিত উচ্চেতে শ্যেনপক্ষি-বাসস্থানে,
পাহাড় হইতে সদা দেখিত সে জন,
অসহায় নর কোথা করিছে ভ্রমণ।

৪৮

হেথা হতে প্রতিধ্বনি হয়ে নিরন্তর,
দস্যুশৃঙ্গশব্দ নরে করেছে চকিত,
এ পাহাড় সন্নিকটে দুঃখিত অন্তর,
শ্রুত হবে রাখালের দুঃখের সঙ্গীত,
যখন সে শিক্ষা দিবে নিকুঞ্জ কাননে,
অসমর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রেমের দমনে।

৪৯

ডিলোরেন পায় নাই বাধা এইখানে,
রিডেল বংশের সেই সুচারু নিবাস
পাইলা; যেথানে এল পর্ব্বত উত্থানে,
হ্রদ দিয়া আসিতেছে হইয়া প্রকাশ,
স্রোতের লহরী, দেখ, হরিদ্রা-বরণ,
পিঙ্গল অশ্বের হয় কেশর যেমন।

৫০

দিয়াছে বীরেরে ক্লেশ সরিৎ সুগভীর,
কোন ক্ষতি হয় নাই সেই ক্লেশ দানে।
পশিল এদের মধ্যে অশ্ব যেন তীর,
উঠিল জলের তোড় জিনের সে স্থানে;
বারির [illegible] ঠিক, অনুমান করি,
উঠিয়াছিল গো সেই হয়ের উপরি।

৫১

লাঙ্গুল-মস্তকাবধি ঘোটক সজ্জিত,
বর্ম্ম পরি সাদী চড়ি যেতেছে তাহায়,
কেননা হইবে তারা জলেতে পতিত,
কেন বা সংযত হবে নদীবেগ তায়,
যোদ্ধার মস্তক-ভূষা সুন্দর নিশ্চয়,
ফেণাযুক্ত হয়ে আরো হল শোভাময়।

৫২

সুপ্রসন্না ছিলা তাঁরে মেরী দয়াবতী,
তাঁহার প্রসাদে তথা গেলা বীরবর।
পৌঁছিল বাউডনমুরে অতি শীঘ্রগতি,
লোহিতাক্ষ হয়ে দেখে হালিডন্ উপর,
ক্রোধেতে তাঁহার শির কাঁপিয়া উঠিল,
কত লোক মৃত হেথা মনেতে পড়িল।

৫৩

অশুভ প্রভাত হয়েছিল সেই দিন,
স্কট, কার প্রথমেতে করে যবে রণ,

চক্ষে দেখেছিল জেম্‌স ভূপতি প্রবীণ,
বিজয়ীর বন্দী হয়ে—নিশ্চেষ্ট তখন,
যখন ডাগ্লাস্, হোম সে ঘোর আহবে,
তাড়াইয়েছিল বক্লু বংশ যত সবে।

৫৪

সেফোর্ড সাহসী রণে সহসা পড়িল,
ইলিয়ট্ বর্শাঘাতে হয়ে জর জর।
আঘাতে অশ্বের গতি ক্রমশ বাড়িল,
ঘূণিত প্রদেশ পার হলেন সত্বর,
রাত্রিতে চন্দ্রের কিবা কোমল বিভায়,
মেল্‌রোজ টুইড দীপ্ত দেখিলা তথায়।

৫৫

প্রশস্ত পর্ব্বত মত, শোষক বেষ্টিত,
প্রকাণ্ড সে অট্টালিকা করিল দর্শন,
ছাউইকে যবে বীর হল উপনীত,
তখন বেজেছে আট—দুপুর এখন,
বাজিছে দুপুর ওই দেখহ এখন,
গম্ভীর এস্বর সবে করহ শ্রবণ।

৫৬

বাজিছে যে ঘণ্টা সেই বীণার মতন,
নিরন্তর বাদিত হইত যাহা তারে,
মেলরোজে উপনীত হলেন যখন,
নিস্তব্ধ হয়েছে ঘুমে দেখিল সবারে,
আস্তাবোলে রাখি অশ্ব করিয়া বন্ধন,
চলে মঠচারীরে করিতে অন্বেষণ।

৫৭

এখানে থামিল বীণা, ইহার সঙ্গেতে,
গায়কের স্বরতেজ থামিল সকল,
প্রণাম করিলা বৃদ্ধ ক্লান্ত যে গানেতে,
দেখিলেন শ্রোতা সবে হইয়া বিকল,
বোধ হল, চান তিনি তাদের নয়নে,
নিন্দা কিম্বা প্রশংসা জানিতে সেইক্ষণে

৫৮

প্রশংসা পাইতে তাঁর ছিল গো সংশয়,
আগেকার কথা তিনি বলেন বর্ণন,
অতি বৃদ্ধ আমি আর অতি নিরাশ্রয়,
তাতেই হাতের দোষ ঘটেছে এখন।
ডিয়ুকের পত্নী, তাঁর যত কন্যাগণ,
প্রশংসিল বহুমত বৃদ্ধেরে তখন।

৫৯

ছোট বড় সকলে পদবী অনুসারে,
পরে পরে প্রশংসিল করিয়া সম্মান,
আহা! কি সুস্বর লঘুহস্ত দেখি তাঁরে.
চাহিল শুনিতে তারা অবশিষ্ট গান
এইরূপে হয়ে বৃদ্ধ উৎসাহে পূরিত,
ক্ষণেক বিশ্রাম করি, আরম্ভিল গীত।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

(১) দেখিতে যদ্যপি যাও মেল্‌রোজ কেমন,
যাও, দেখ গিয়া এরে কৌমুদী উৎসবে,
কেননা প্রখররশ্মি সূর্য্যের কিরণ,
দেখায় ইহার যত দোষ গুণ সবে ;
কাল হয়ে শোভে যত খিলান যখন,
স্তম্ভযুক্ত দৃষ্ট হয় কিবা বাতায়ন।

২

মেঘাবৃত শশী যবে থাকিয়া থাকিয়া,
করিছে শীতল অংশুচয় বিতরণ,
পোস্তাগণ যত যবে ছাড়িয়া ছাড়িয়া,
দেখায় আব্‌লুস্‌ গজদন্তের মতন,
প্রতিমূর্ত্তি উপদেশ-পত্র শিরে ধরে,
উজ্জ্বল করিবে শশী তাহা নিজ করে।

৩

টুইড নদীর শব্দ শুনিবে তথায়,
শুনিবে তথায় আর পেচকের স্বর,
একাকী যাইবে সঙ্গে অপরে না যায়,
ডেভিডের হর্ম্ম্য দেখ হইয়া তৎপর,
দেখিয়া নিশ্চিত ভাব আসিতে আসিতে,
এহতে সুন্দর দৃশ্য নাহি পৃথিবীতে।

৪

ডিলোরেন থামিলেন তথায় যাইয়া,
এরূপ দৃশ্যেতে তিনি নহেন মোহিত,
দিলেন আঘাত দ্বারে তরবারি দিয়া,
অতি বীরদর্পে মহাবলের সহিত।

---

(১) এই কাণ্ডের প্রথম তিনটি স্তবক অবিকৃত পয়ারচ্ছন্দে আরও প্রাঞ্জল হইবে, এই আশয়ে নিম্নে উহার অনুসরণ করা গেল :—

দেখিতে যদ্যপি চাও, মেল্‌রোজ কেমন,
কৌমুদী-উৎসবে তথা, করহ গমন।
কেননা প্রখর রশ্মি, সূর্য্যের কিরণ,
দোষ গুণ সব তাঁর, করে বিবরণ।
যবে অন্ধকারে হয়, খিলান অসিত,
জ্যোস্নার আলোকে হয়, স্তম্ভ সুশোভিত।
যবে মেঘাবৃত শশী, প্রসারিয়া কর,
প্রদান করয়ে শোভা, মন্দির উপর।
থাকিয়া থাকিয়া যবে, যত পোস্তাগণ,
দেখায় আবলুস্‌ গজদন্তের মতন।
যবে প্রতিমূর্ত্তি সব, রৌপ্যময় হয়,
মাথায় ধরিয়া পত্র, উপদেশময়।
যবে দূরে শুনা যায়, টুইডের স্বর,
পেচক ডাকয়ে যবে, গোরের উপর।
তখন সাহসি ! কর, একাকী গমন,
ডেভিডের অট্টালিকা, কর দরশন।
দৃঢ়মনে বল, পুন, ফিরিয়া আসিতে,
এমন সুন্দর-দৃশ্য, দেখনি পৃথ্বীতে।

দ্বারবান জিজ্ঞাসিলা সহসা তখন,
কে করে আঘাত দ্বারে রাত্রিতে এখন।

৫

আগত কাশ্মীর হতে কহিলেন বীর,
খুলিল দুয়ার দ্বারী অমনি তখন ;
কেননা কাশ্মীরবাসী সমরে সুধীর,
রক্ষা করে মেলুরোজে বিপন্ন যখন ;
যতনে করিয়া বহু ভক্ত স্থান দান,
মঙ্গল উদ্দেশে করে মঠের সম্মান।

৬

ডিলোরেন কহিলেন কাশ্মীর-সংবাদ,
প্রতিহারী শির নত করি সেই বীরে,
আলো লয়ে নিঃশব্দে হইয়া শূন্যপাদ,
তাহারে লইয়ে সঙ্গে চলিল অচিরে,
সুশোভিত সেই মঠ অতি মনোহর,
নিনাদিত হল পেয়ে যোদ্ধপদ-ভর।

৭

পরিশেষে যোদ্ধবর মুকুট নমিয়া,
সিদ্ধের কক্ষের মাজে আসি প্রবেশিল,
মুখন্যস্ত লৌহময় ভূষণ খুলিয়া,
তাঁহারে এরূপ তবে কহিতে লাগিল :—
কাশ্মীর-কামিনী করে প্রণাম তোমারে,
বলিলা এসেছে সেই সময় এবারে,

৮

তাই মোরে পাঠালেন গিয়ে তব সনে,
জিনিতে তথায় সেই সমাধিস্থ ধন।
ছিলা যোগী ছাগলোম-নির্ম্মিত শয়নে,
উঠিলেন কষ্ট করি অমনি তখন।
প্রকৃত দুরন্ত কাল শত-বর্ষ শীত,
করিয়াছে তাঁর কেশ শ্মশ্রু সব সিত।

৯

করিলেন দৃষ্টিপাত বীরের উপর,
বিস্মিত হইয়ে অতি বিরক্ত নয়নে,
কহিলেন, "কি কহিলে, ওহে বীরবর,
দেখিবে ! আশঙ্কা করে দেব ভূতগণে?
আবৃত উরস মোর লৌহ-আবরণে,
কাঁটাময় অঙ্গরক্ষী শরীরে সযনে।

১০

"ষষ্টিবর্ষ সদা আমি প্রায়শ্চিত্তে রত,
প্রস্তরে রাখিয়া জানু হয়ে যায় ক্ষয়,
তথাপি এসব তুচ্ছ হয় অবিরত,
ঘুচাইতে আমার পূর্ব্বের দোষচয়,
দেখিয়া দুর্দ্দশা মোর তুমিও দেখিবে ?
পরিশেষে প্রায়শ্চিত্ত ভজনা করিবে ?

১১

"করিয়া এসব কি হে পাবে অব্যাহতি?
তবে যদি যাও ভ্রাতঃ এস মোর সনে।"
"প্রায়শ্চিত্ত কারে বলে না জানে দুর্ম্মতি,
ভজন না জানে কভু এই মূঢ় জনে,
না জানে ভজন আর না জানে সাধন,
'এভি মেরী' বিনা কিছু এ অধম জন।

১২

"রাত্রিতে যখন যাই দস্যুবৃত্তি তরে,
'এভি মেরী' বলি করি দেবীরে স্মরণ,
সবতো শুনিলে যেতে দাও শীঘ্র করে।"
তাকালেন পুনরায় বীরে সিদ্ধ জন,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব হইল স্মরণ,
ইটালী ইস্পেনে যুদ্ধ করিত যখন।

১৩

হায় গো কেমন যোদ্ধা ছিলেন সময়ে,
কেমন প্রত্যঙ্গ, অঙ্গ, সাহস কেমন,
চিন্তিয়া ক্ষণেক তিনি বীরবরে লয়ে,
চলিলেন উদ্যানেতে ; যাহার বেষ্টন,
অপূর্ব্ব ধরেছে শোভা মস্তক উপর,
পদনিম্নে কঙ্কাল নিহিত নিরন্তর।

১৪

ফুল ছিল যত আর যত লতা সব,
নিশার শিশিরে আর্দ্র জ্বলিছে কেমন !
এই সব ফুল কি গো স্বভাব উদ্ভবে ?
না,কারুকাজেতে আহা ! শোভিত এমন !
সিদ্ধ জন দেখিতেছে চন্দ্রমার শোভা,
আবার আকাশ ওই দেখে মনোলোভা !

১৫

উজ্জ্বল কিরণে ওই উত্তর প্রদেশে,
জ্বলিতেছে তারারাজি কিবা শোভাময় !
যেন তাঁর মনে হল কাষ্টাইল দেশে,
সাজিয়া সুসাজে কিবা যত যুবাচয়,
তীর সম-বেগে হয়ে চড়িছে তখন,
ছুড়িতেছে তীর আর করিছে নর্ত্তন।

১৬

আলোক দেখিয়া তিনি ভাবিলেন মনে,
পবন বাহনে ভূত উঠিছে উপরে,
লৌহময় দ্বার খুলি পশিল তৎক্ষণে,
প্রশস্ত সুদীর্ঘ সেই গীর্জার ভিতরে,
দেখিলা উচ্চেতে ছাদ শোভিত হয়েছে,
দীর্ঘ ক্ষীণ স্তম্ভে যাহা স্থাপিত রয়েছে।

১৭

খিলানের শেষ ইট গীর্জার পার্শ্বেতে,
ধরিয়াছে চতুর্দল পদ্মের গঠন,
কর্বেল-খচিত অতিশয় কৌশলেতে,
স্তম্ভের মাতলাধার ক্ষীণ স্তম্ভগণ,
উচ্চ নীচে হয়েছিল কেমন শোভিত,
বহু বর্ষাপুঞ্জ যেন মালাতে গ্রথিত।

১৮

কত কত দেহত্রাণ, ধ্বজা অগণিত,
নড়িতেছে বায়ুভরে কিবা রজনীতে,
বেদীর উপরে ওই, মসাল্লি পাতিত,
রয়েছে প্রদীপ দেখ, তার সন্নিহিতে,
সমাধি সম্মুখে তব, ওহে বীরবর !
অটর্বর্ণ সেনাপতি রথীর প্রবর !

১৯

লিডেস্ ডেলে যোদ্ধা পুন ; বীর-অগ্রগণ্য,
তুমিও পড়েছ, দেব ! দারুণ সমরে,
উচ্চাশয় ছিলে, এবে এরূপ বিপন্ন !
পূর্ব্বদিকে শশধর কিরণ বিতরে,
তাতে অতি ক্ষীণ-শিলা-স্তম্ভ বিচিত্রিত,
পাতা লতা ফুল-কাটা কেমন শোভিত !

২০

এমনি সুন্দর, মনে হয় যেন তায়,
লতা পুষ্পচয়ে বৃক্ষে জড়ায়েছে পরী,
(যেন তারা করিয়াছে আহ্লাদে, ক্রীড়ায়)
মন্ত্রে রাখিয়াছে পরে, শিলাময় করি,
লতাময় বৃক্ষ হতে শিলার সৃজন !
প্রসারিছে কর ওই সুধাংশু কিরণ,

২১

কত সিদ্ধ পুরুষ, কতই মহাজন,
অঙ্কিত রয়েছে কিবা কাচের ফলকে,
গোরের উপরে ক্রুশ লোহিত-বরণ,
ঘুরাইছে মাইকেল—সকলে চমকে,
করিতেছে দুষ্ট সয়তানের দমন,
চুম্বিছে সুধাংশু অংশু কাচেরে কেমন !

২২

বসিবার স্থান হল মর্ম্মর প্রস্তর,
(অনেক স্কটলণ্ডরাজ শুয়েছে যথায়,)
গম্ভীরে কহিলা সিদ্ধ বসি তদুপর,
"নহি আমি দুঃখী বীর চিরকাল হায়,
পেগান দেশেতে আমি করেছি ভ্রমণ,
হইয়া ঈশ্বরবাদী করিয়াছি রণ।

২৩

" বিস্মিত তোমার অস্ত্র দেখিয়া এখন,
বিস্মিত সাঁজোয়া শব্দ এখন শুনিয়া !—

হয়েছিল এই দেশে এরূপ ঘটন,
দেখেছিনু মাইকেলে আশ্চর্য্য মানিয়া,
ভয়ানক গুণী তিনি ছিলেন জগতে।
পরাতেন তিনি যবে সালামাঙ্কা হতে,

২৪

"তাঁহার সে মায়াযষ্টি, আশ্চর্য্য ঘটন!
বাজিত সকল ঘণ্টা নোটারডেমেতে।
কিছু কিছু বিদ্যা তাঁর শিখেছে এজন।
তোমারে বলিব তাহা, যে সব মন্ত্রেতে,
তিন ভাগে ভাগ হয় ইল্‌ডন পর্ব্বত,
টুইডের বেগ আরো হইয়াছে হত।

২৫

"বলিলে এসব কিন্তু মহাপাপ হয়,
বলাও থাকুক দূরে মনে যদি ভাবি,
তিনগুণ প্রায়শ্চিত্তে হবে পাপক্ষয়,
নিজদোষ মনে জানি মাইকেল্ মায়াবী,
(মৃত্যুকালে হিতাহিত হইল উদয়),
ভাবিলেন তাঁরে পাপ করেছে আশ্রয়।

২৬

ডাকিলেন মোরে পরে করিয়া ইঙ্গিত,
উপস্থিত হই আমি স্পেন দেশে গিয়া,
গেলাম যখন নহে সন্ধ্যা উপস্থিত।
কহিলেন কথ মোরে—কি কাজ বলিয়া,
তাঁহার সে ভয়ানক দুষ্ট মন্ত্রজ্ঞান।
বলিলেন যাহা তিনি —শয্যাতে শয়ান,

২৭

করি যদি আমি এবে তাহা উচ্চারণ,
চূর্ণ হবে আবী এই দেখিবে সত্বর।
পণ করিলাম মন্ত্র-পুস্তক তখন,
পুঁতিব, দেখিতে যাহা নাহি পায় নর,—
না বলিব কোথা গ্রন্থ রহে লুক্কায়িত,
যদি নাহি হয় কভু কাশ্মীর-প্রার্থিত।

২৮

কাশ্মীরের অধিপতি চাহে যে কারণ,
সে কাজ হইলে আজ লুকাইব পুন,
মাইকেলের তিথি যবে পুঁতেছি তখন,
দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে নহে তার উন।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমি করেছি প্রোথিত
গীর্জাবেদী হইয়াছে রুধিরে রঞ্জিত।

২৯

"কেননা ক্রুশের দ্বারা তাঁর রক্ষয়িতা,
তাড়াবে পিশাচে তাঁর সমাধি হইতে,
ভয়ানক রাত্রি সেই দুঃখ জনয়িতা,
যে সময়ে যাই আমি মাইকেলে রক্ষিতে
শুনিলাম কেহ যেন কহিতেছে কথা,
নাহিক বাতাস ধ্বজা উড়িতেছে তথা।"

৩০

সাহসী কি সিদ্ধ জন কহিতেছে কথা!
সাহসী ছিল না কেহ জানিতাম আগে
ডিলোরেন মত, তিনি বাকহীন তথা,
বিপক্ষ তাড়াতে যিনি যান আগে ভাগে
তিনিও হলেন ভীত, কি আশ্চর্য্য হায়
শিহরি উঠিল কেশ তাঁহার মাথায়।

৩১

দেখালেন সিদ্ধজন "ওই দেখ বীর!
ওই দেখ ক্রুশ যন্ত্রে শোভিছে কবর,
জ্বলিছে জ্বলিবে দীপ দেখহ সুধীর—
আসিতে কি পারে ভূত ইহার উপর
কোন কালে এই দীপ কভু না নিবিবে,
নিবিবে, যে দিনে শেষ বিচার হইবে।"

৩২

এত বলি সিদ্ধ গেলা কবর যথায়,
রক্ষিত হয়েছে যাহা ক্রুশ যন্ত্র দিয়া,
দেখালেন কোণে এক গরাদে তাঁহায়,
লইলা গরাদে বীর করেতে করিয়া,

সিদ্ধজন দেখালেন তখন ইঙ্গিতে,
বিশাল কবরশিলা তাঁহারে তুলিতে।

৩৩

কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি গেলেন তুলিতে,
বলিষ্ঠ শরীরে সেই কবর-প্রস্তর,
লোহার গরাদে দিয়া তুলিলা ত্বরিতে
শ্রমেতে বহিল বৃষ্টি স্বেদের নির্ঝর।
মহাকষ্টে আর অতি সাহস প্রকাশে,
সাধিল একাজ বীর বিশেষ আয়াসে।

৩৪

উজ্জ্বল আলোক এক উঠিল তখন,
চমকি উভয়ে তার অপূর্ব্ব শোভায়,
উঠিল গীর্জ্জার ছাদে করি উদ্গমন,
গ্যালারি উপরে একেবারে দেখা যায়।
পৃথিবীতে কেহ হেন দেখিনি কখন,
স্বর্গীয় আলোক এই উজ্জ্বল কিরণ।

৩৫

সমাধি হইতে ইহা উঠিয়া তখন,
সিদ্ধের বিবর্ণ মুখ, টুপি দেখাইল,
যোদ্ধার বর্ম্মের পরে করিল নর্ত্তন,
মস্তক পালকে তথা চুম্বন করিল।
মন্ত্রজ্ঞে দেখিলা তারা কবরে শায়িত,
দীপ্ত—নহে যেন এক দিবসে নিহিত।

৩৬

শুভ্রবর্ণ শ্মশ্রু তার রূপার আকার,
সপ্ততি বর্ষের বৃদ্ধ দেখায় সে জনে,
পালেষ্টান যাত্রিমত বস্ত্র ছিল যার,
স্পেন কটিবন্ধ ছিল তার সে বসনে।
সমুদ্র উতরি এসেছেন অনুমানি,
বামকরে ধৃত তার মন্ত্রগ্রন্থ খানি।

৩৭

রৌপ্য ক্রুশ ছিল তার দক্ষিণ পাণিতে,
প্রদীপ জ্বলিতেছিল জানুর নিকটে,
কান্তিমান শূর তারে বদনে দেখিতে,
তারে দেখে ভূতগণ থাকিত সঙ্কটে।
অবিকৃত মুখে তার নাহিক বিকার,
স্বর্গসুখ তার যেন ছিল অধিকার।

৩৮

সর্ব্বদাই ডিলোরেন সাহসিক মনে,
গিয়াছেন রুধিরাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র স্থানে,
করেছেন কত শত বীরেরে দলন,
হয় নাই কোনখানে ভয় তার প্রাণে—
এখানেতে কিন্তু তাঁর ত্রাস উপজিল,
শ্বাস রোধ হল আর মস্তক ঘূরিল।

৩৯

চক্ষে দেখিলেন তিনি এদৃশ্য যখন,
হতজ্ঞান হতবল হইলেন বীর,
সেইক্ষণে করিলেন স্তব সিদ্ধ জন,
গোর হতে ফিরালেন নয়ন সুধীর,
সমাধিস্থ বন্ধুজন এমনি উজ্জ্বল,
দেখিতে তাহার চক্ষু নহেক সবল।

৪০

এইরূপে সিদ্ধ সাঙ্গ করিলা ভজন,
ডিলোরেন প্রতি তবে লাগিল কহিতে :—
তব করণীয় কার্য্য কর হে সাধন,
না করিলে অনুতাপ হইবে করিতে,
কারণ দুরন্ত যত পিশাচ নিচয়,
আসিতেছে সমাধিতে যাহা লৌহময়।”

৪১

ভয়াকুল ডিলোরেন লইল তখন,
মন্ত্রগ্রন্থ খানি সেই শবহস্ত হতে,
রয়েছে দেখিল, ইহা লৌহেতে বন্ধন,
ভাবিলা, কুপিত মৃত তাঁহার কর্ম্মতে।
অত্যন্ত উজ্জ্বল সেই কবর-কিরণ,
ঝলসিল সেইক্ষণে যোদ্ধার নয়ন।

৪২

কবরে প্রস্তর পুন হইলে রক্ষিত
দুই গুণ তমস্বিনী রজনী হইল,
আকাশে চন্দ্রমা গ্রহ সবে পলায়িত—
সিদ্ধজন যোধবর প্রয়াণ করিল।
ঘূর্ণিত মস্তক তথা কম্পিত-চরণ,
খড়কিকা দ্বার পার কষ্টেতে দুজন।

৪৩

উভয়ে গীর্জার পার্শ্বে যাইবে যেমন,
আশ্চর্য্য নিনাদ তারা পাইল শুনিতে,
গীর্জার গ্যালারি মধ্যে কত ভূতগণ,
(যেখানে সকল লোক যায় গো বসিতে,)
ভাবিলা, তাহারা যেন বসিয়া খেলিছে,
নিশ্বাস ফেলিছে, উচ্চস্বরেতে হাসিছে।

৪৪

অসম্ভব শব্দ কত পাইল শুনিতে—
যত সব দৈত্যগণ মহানন্দ মন!
কেননা, দেখিল মন্ত্রে প্রকাশ পাইতে।
সত্য মিথ্যা আমি এর না জানি কখন,
বলিলা এজন, পূর্ব্বে যেরূপ শুনিল।
"এখন পলাও তুমি মহাভ্র কহিল,

৪৫

"মৃত্যুশয্যা পরে যবে করিব শয়ন,
মেরী দেবী অথবা সে মহাশিষ্য জন,
আমাদের পাপ যেন করেন মার্জ্জন।"
ভজনশালায় ফিরিলেন দুই জন,
প্রায়শ্চিত্ত বহু তথা করিল সাধন।
সমবেত প্রার্থী সবে হইল যখন,

৪৬

দেখিলা তাঁহারে তারা হয়েছে নিধন!
কুশ যন্ত্র সম্মুখেতে রয়েছে শয়িত,
ভজনাতে যোড় কর করিয়ে কেমন!
প্রাতঃকাল-সমীরণে যোদ্ধা প্রফুল্লিত,
করিলা অনেক যত্ন সাহস লভিতে,
উত্তরিলা বন্ধাদ্ধিরে দেখিতে দেখিতে।

৪৭

গোর গুলি ছিল সব আবিরে বেষ্টিয়া।
যেহেতু মন্ত্রের গ্রন্থ বক্ষঃস্থলে ছিল,
ভাবিলা, বিষম ভার রয়েছে চাপিয়া,
কাঁপিতে লাগিল সন্ধিস্থল যত তার,
আসপাস বিটপীর শুষ্কপত্র প্রায়।
মহানন্দে দেখিলেন বীরেশ হেথায়,

৪৮

টিভিয়ট নগে শোভে রবির কিরণ—
এখন দেহেতে তার জীবন আসিল,
প্রভু স্তব করিলেন সামর্থ্য যেমন।
এই রূপ রবি যবে রথ চালাইল,
কার্টার উপরে দিল কিরণ উজ্জ্বল,
করিতে লাগিল তাতে শোভি ঝলমল,

৪৯

কাশ্মীর মন্দির তথা টিভিয়ট নদী,
করিছে বিহগগণ নিজ নিজ রাব,
যতেক কুসুম কুশ প্রচুর আমোদি,
উঠিল রে নিদ্রা ত্যজি ধরি ধীর ভাব,
নীলাভ-লোহিত পুষ্প হইল বিকাশ,
পর্ব্বত গোলাপ যত হইল সহাস।

৫০

পর্ব্বত গোলাপ হতে গোলাপী বরণ,
নীলাভ-লোহিত হতে বর্ণে সমুজ্জ্বল,
উঠিলা ত্যজিয়া তাঁর সুন্দর শয়ন,
টিভিয়ট সুন্দরী রতন নিরমল,
প্রত্যূষেতে মার্গারেট বামা সীমন্তিনী
উঠিলা, পরিলা বস্ত্র ব্যস্ত হয়ে তিনি।

৫১

কেন তিনি ত্বরা করি বাঁধেন বন্ধনী?
কেন তার করযুগ কাঁপে থর থর?

কেন গো থামিলা বামা, দেখিলা অমনি
নামিতে নামিতে সেই সোপান উপর?
কেন বা থামান তিনি কুকুরে যতনে,
যথা ছিল শুয়ে সেই আপন শয়নে ?

৫২

পাছু দ্বার পার তিনি হলেন যখন,
প্রহরী কেননা তার শৃঙ্গ বাজাইল,
হায় রে সুন্দরী দেখ ব্যস্ত ত্রস্ত মন—
কি জানি বুঝিবা মাতা দেখিতে পাইল !
হাউণ্ডে করিলা বামা সান্ত্বনা যতনে,
পাছে সেই চীৎকারে জাগায় সর্ব্বজনে !

৫৩

প্রতিহারী করে নাই শৃঙ্গের বাদন—
রক্ষাপিতা পুত্র হবে বিপক্ষ কেমনে ?
সুনীল বিটপী মধ্যে করিল গমন,
যুবতী হেন্‌রীরে তথা হেরিতে নয়নে,
(২) যুবতী যুবক দোঁহে দোঁহারে পাইল,
বৃক্ষতলে সেইক্ষণে অমনি বসিল ।

৫৪

এরূপ সুখের কভু হয়নি মিলন,
যুবক যুবতী কোথা এরূপ সুন্দর !
দীর্ঘকায় যুবা ছিল দেখিতে কেমন,
মহাশূর যুদ্ধে—তবু সরল অন্তর ।
সুন্দরীও রূপে গুণে ছিল গুণান্বিত,
ধরিল সৌন্দর্য্য আরো প্রেমবিকশিত ।

৫৫

উরসে শোভিছে কিবা তাঁর পয়োধর !
তাহার উপরে ছিল কাচুলি শোভিত,
কমলনয়না যবে নাথের উপর,
কটাক্ষ করিত, আহা ! কি শোভা হইত !
এমন মিলন কভু পেয়েছ দেখিতে,
এমন প্রেমের পার তুলনা তুলিতে !

৫৬

এতক্ষণে দেবীগণ ! অনুমান করি,
শুনিছ এগান মোর অত্যন্ত আস্থায়,
কেননা এলায়ে কেশ পৃষ্ঠের উপরি,
মস্তক করিছ নত সাগ্রহের ন্যায়—
প্রেম-কথা শুনিবারে বাসনা হয়েছে,
ভাবিছ উভয়ে এরা কেমন মিলেছে ।

৫৭

কেমন যুবক মরি ! আগ্রহের সহ,
নিজ অনুরাগ করিতেছে প্রকটন,
পণ করিতেছে কভু ঘটিলে বিরহ,
নারিবে ছাড়িতে নারী গেলেও জীবন ;
লজ্জা অবনতমুখী আবার কেমন,
অস্পষ্ট সম্মতি দিয়া তোষে প্রিয়মন !

৫৮

অঙ্গীকার করিতেছে থাকিবে কুমারী ;
চিরকাল যদি দ্বন্দ্ব এইরূপে থাকে,
হেন্‌রি-ক্রানষ্টন স্বামী তিনি তাঁর নারী,
না বরিবে তাঁরে ছাড়ি অপর কাহাকে ।

---

(২) এই স্থল হইতে চৌদ্দ পংক্তি অবিকৃত পয়ারচ্ছন্দেও রচনা করা গেল ।

যুবক যুবতী দোঁহে দোঁহারে দেখিল ।
সকণ্টক বৃক্ষতলে অমনি বসিল ।।
এমন সুন্দর দৃশ্য দেখিনি কখন ।
হরিত কণ্টক বৃক্ষ শোভেনি এমন ।।
দীর্ঘকায় যুবা নহে কিছুতেই ন্যূন ।
যুদ্ধেতে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা আলাপে নিপুণ ।।
হাবভাবে সুতৎপরা সুন্দরী যুবতী ।
প্রেম অনুরাগে আরো হল শোভাবতী ।
পয়োধর ঢাকিয়াছে কাচুলি বসন ।
নিশ্বাস ফেলিতে পায় কষ্ট অনুক্ষণ ।
কটাক্ষেতে গুপ্তভাব করিছে প্রকাশ ।
যদিও কুন্তলে ঢাকা বদন সহাস ।
ইহার তুলনা আর দিব কোন জনে ।
মার্গারেট রূপবতী অতুলা ভুবনে ।।

বৃথা আশা তোমাদের হয় দেবীগণ !
হারায়েছে বীণা মোর স্বর সে মোহন।

৫৯

গাইতে প্রেমের গান লজ্জা অতি হয়,
কেশাবলী শুভ্র মোর অঙ্গ সুদুর্ব্বল,
নিস্তেজ অন্তর মোর, শিরা শুষ্ক রয়,
গাব না প্রেমের গান বার্দ্ধক্যে বিকল।
শৈবাল আবৃত চন্দনের বৃক্ষতলে,
ভদ্রের সে ভূত ধরে অশ্ব রশ্মিদলে,

৬০

মুকুট পালক যুক্ত নিজ বর্ষা তথা।
নিশ্চয় বামন নহে মনুষ্য আকার,
সত্য যদি হয় খ্যাত তার গল্প কথা।
বর্ডারের মধ্যে দূরে নিকটে আবার,
ওই ভদ্র করেছিল যখন ভ্রমণ,
রিডেস্‌ডেলে, যথা লোক করে না গমন—

৬১

শুনেছিল "হারায়েছি" শব্দ তিন বার,
ক্রীড়াগোলা হয়ে থাকে যেরূপে তাড়িত
দ্বাবিংশতি হস্ত লম্ফে, ভীষণ প্রকার,
পিশাচ আকার এক হল উপনীত !
আকারে অদ্ভুত সে অস্বাভাবিক নর,
বসিল সে ক্রানষ্টন-জানুর উপর।

৬২

ক্রানষ্টন হয়েছিল নিশ্চয় চকিত,
ত্বরা করি উতরিলা অর্দ্ধেক যোজন,
পিশাচে করিতে বহু দূরে নিক্ষেপিত।
অর্দ্ধ ক্রোশ গেলে ভদ্র দ্বিক্রোশ বামন
অগ্রগামী হবে ভদ্র, অগ্রগামী ভূত।
ক্রমে ক্রমে ভয় তাঁর হল দূরীভূত।

৬৩

তদবধি ভদ্রসনে বামন রহিল,
আহার করিয়া অল্প, কহি অল্পতর,
সহচর ভূতসনে পুনঃ না মিসিল।
কাঁপাইত হস্ত ইহা করি থর থর,
'হারাইছি' 'হারাইছি' সর্ব্বদা বলিত,
ছিল শঠ অলস ছিল সে ক্রোধান্বিত।

৬৪

লভিতেন ক্রানষ্টন কিন্তু সেবা-সুখ,
তার শুশ্রূষায় তিনি অতি আনন্দিত—
এক দিন যদি ভূত হইত বিমুখ,
তা হলে হয়ত ভদ্র হতাশে মরিত।
হোম আর হার্মিটেজ স্থানের ভিতরে,
ক্রানষ্টন-ভূত কথা কহে সব নরে।

৬৫

ভদ্র যবে চলিলেন তীর্থযাত্রা করি,
লইলেন পিশাচেরে সঙ্গে আপনার,
মেরীর গীর্জাতে গেলা চিত্তে তাঁরে স্মরি,
কেননা মেরীর স্থানে ধার্ম্মিক আচার,
পূর্ব্বে যাহা তিনি নিজে করেছেন পণ,
করিবেন অদ্য সেই ব্রত উজ্জাপন।

৬৬

ডাকিলা কাশ্মীর কর্ত্রী পেয়ে অবসর,
জন কত অশ্বারোহী—পটু বিলক্ষণ—
লিউয়ার্কে একত্রিত যত বীরবর।
ওয়াট আইল বীর সাজেতে তখন,
আইল বিক্রমশালী মহাবল জন,
ডিলোরেন আইলেন আর বীরগণ।

৬৭

সংখ্যাতে হইল তারা ত্র্যধিক ত্রিশত।
ডোগলাস হয়ে পার চলে বীর যত,
এয়ারো নদীতে অশ্ব নাচিতে লাগিল,
মেরী হ্রদ সন্নিধানে প্রত্যুষে আসিল,
গীর্জায় দেখিল নাহি কোন লোক জন,
ভূতে নিন্দি ক্রোধে তাহা করিল দহন।

৬৮

কাশ্মীরের শোভাময় সেই উপবনে,
যুবক যুবতী ছিল দাঁড়ায়ে দুজনে,
ক্রানষ্টন-অশ্ব ব্যস্ত হোল সেইক্ষণে,
দূর হতে শব্দ তার পশিল শ্রবণে,
অমনি বামন ভুত স্বহস্ত তুলিল,
দম্পতী দুজনে তথা সঙ্কেত করিল।

৬৯

অবিলম্বে গেলা তারা চকিত হইয়া,
মার্গারেট সীমন্তিনী-বৃক্ষ মধ্য দিয়া,
পালাল ঘুঘুর মত কেবা ধরে আর,
আনিল যুবার অশ্ব বামন দুর্ব্বার।
অশ্বেতে চড়িয়া যুবা পলায় সত্বরে,
ভাবিতে লাগিল সুখ-মিলন উপরে।

৭০

প্রশস্ত আখ্যান কবি গাইতে লাগিলা,
পরিশেষে ক্লান্ত হয়ে নিস্তেজ হইলা,
অনুচর ভৃত্য তবে হাসিয়া তখন,
দিল তাঁরে হাতে তুলি করিতে গ্রহণ,
পিয়ালা, সুধার ফেণা যাতে সুশোভিত,
ভিলেজের দ্রাক্ষারসে যাহা নিরমিত।

৭১

উচ্চ করি ধরি কবি ইহারে তখন,
কৃতজ্ঞতা অশ্রুজল করিলা মোচন,
আশীষিলা ডাচেসেরে আর অন্য জনে,
যাহারা তুষেছে তাঁরে সুধা বিতরণে,
অনুরাগে পান করে মত্ত হয়ে চিতে,
সকৌতুকে বামাগণ লাগিল হাসিতে।

৭২

সুমিষ্ট আসব রস—গায়ক সুজন
উৎসাহ পাইল পুন এ রসে কেমন!
হৃষ্ট তাঁরে দেখাইল, হাসিলা তখন,
কেননা অমৃত পানে হয়েছে এখন
অন্তর প্রফুল্ল, বলী যত শিরাগণ,
আরম্ভিলা গান পুন, করহ শ্রবণ।

তৃতীয় কাণ্ড।

১

কে বলে বার্দ্ধক্যে মোর শরীর দুর্ব্বল,
কে বলে হয়েছে মোর রুধির শীতল,
কে বলে আগ্রহ মোর হইয়াছে গত,
কে বলে অন্তর মোর হইয়াছে হত,
কে বলে গাব না আমি প্রেমের বিষয়,
এখন কি তাহা আমি ত্যজিব নিশ্চয়,

২

যাহা আমি গেয়েছিনু অত্যন্ত আদরে ?
মজেছিল মন মম হায় যার তরে ?
প্রেমের মধুর নাম করিয়া স্মরণ,
কেন বা সুন্দর গান না হয় এখন ?
প্রেমে মাতি বাজায় গো রাখাল বাঁশরী,
প্রেমে মাতি ভাসায় গো সবে রণতরী।

৩

প্রেমে মাতি পরে সবে উত্তম বসন,
প্রেমে মাতি সবে করে ক্ষেত্রেতে নর্ত্তন,
প্রেম-রাজ্য রাজগৃহে, শিবিরে, কাননে,
প্রেমে মাতে নর, স্বর্গে যত সুখীজনে,
প্রেমে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত প্রেম স্বর্গসুখ,
সেই প্রেমে ক্রানষ্টন নহেক বিমুখ।

৪

ভাবিতে ভাবিতে মিলনের উপরেতে,
প্রবেশিল কাশ্মীরের বৃক্ষনিকরেতে,
অনুচর তাঁর যবে চীৎকার করিল,
পরিল মুকুট ভদ্র কিম্বা না পরিল,
পাহাড় হইতে এক যুবক সত্বর,
আসিল প্রবল বেগে অশ্বের উপর।

৫

তাঁহার ঘোটক ছিল চিত্র-বিচিত্রিত,
ঘর্ম্মাক্ত শরীর তাঁর কর্দ্দম লেপিত,
রুধিরাক্ত কলেবর যুবকের ছিল,
অতি ক্লান্তি যুক্ত তাঁরে আরো দেখাইল,
করেছেন যেন সারা রজনী ভ্রমণ ;
ডিলোরেন না হবেন কেন বা এমন ?

৬

ক্লান্তিযুক্ত হইলেও কাজেতে প্রবল।
ক্রানষ্টন-মুণ্ডে করিতেছে ঝলমল
পালক, সারস পক্ষী চিহ্ন যার’পর,
দেখিল তাঁহারে বীর হইয়া তৎপর,
দুই চারি কথাতেই ক্রোধ উপজিল,
উভয়ে উভয় প্রতি ঘৃণা প্রকাশিল।

৭

প্রশ্ন শুনি ভদ্রজন কুপিয়া উঠিল,
মুখামুখী ছাড়ি শেষে যুদ্ধ আরম্ভিল,
তাঁহাদের অশ্ব যেন উভয়ে চিনিত,
উভয়ে উভয় শত্রু নিশ্চিত জানিত,

নাসা হতে শ্বাস ত্যজি অমনি ঘূরিল,
প্রভুরে সুযোগ-স্থান প্রদান করিল।

৮

অতিশয় বেগভরে ভদ্রও ঘূরিল,
নিশ্বাস ফেলিল তথা ঈশ্বরে ভজিল,
ভজিলেন ইষ্টদেবে হয়ে শুদ্ধমন,
নিশ্বাস ত্যজিলা তাঁর প্রিয়ার কারণ।
ডিলোরেন ইষ্টদেবে নাহিক ভজিল,
নাহি কভু প্রিয়াতরে দুঃখে নিশ্বাসিল।

৯

মাথা নিম্ন করি তবে বরষা ধরিয়া,
চলিলেন অশ্বগতি বীর চালাইয়া,
এদুই জনের যবে সাক্ষাৎ হইল,
বোধ হোলো বজ্রনাদে দুমেঘ মিশিল,
ডিলোরেন করিলেন বলেতে প্রহার,
শুইয়া পড়িল ভদ্র উপরে ঘোড়ার।

১০

অশ্বের লাঙ্গুল মূলে শুইয়া পড়িল,
মাথার পালক তাঁর বায়ুতে উড়িল,
ডিলোরেন বর্ষা ছিল কাষ্ঠেতে নির্ম্মিত,
ভদ্রের কবচে ঠেকি হইল চূর্ণিত,
তিনি কিন্তু যুড়িলেন কৌশলেতে যাহা,
ভেদিল বিপক্ষ-বর্ম্মে তুলা যেন তাহা।

১১

ভেদি চর্ম্ম ভেদি বর্ম্ম ভেদি সে আকুটন,
ভগ্ন হোলো পরে করি বক্ষঃ বিদারণ।
তথাপি ঘোটকোপরি আছেন বসিয়া,
পরিশেষে মহাঘাতে অজ্ঞান হইয়া,
লাফায়ে উঠিল অশ্ব ফেলিল তাহায়,
পড়িল ভূমেতে উভে হয়ে হতপ্রায়।

১২

ক্রানষ্টন চলিলেন হইয়া সত্বর,
হতজ্ঞান—দৃষ্টি নাহি শত্রুর উপর,
ঘুরায়ে ঘোটকে যুবা দেখিলা তখন,
বিপক্ষ পতিত—বুঝি নাহিক জীবন!
রুধিরাক্ত কলেবর ভূমে অচেতন!
আদেশিলা চরে রক্ত করিতে বারণ,

১৩

বীরের নিকট আর বসিয়া থাকিতে,
সন্দিগ্ধ-জীবন তাঁরে যতনে রক্ষিতে,
কাশ্মীর প্রাসাদে পুন করিতে প্রেরিত,
সরল অন্তর তাঁর হইল চলিত,
কেননা এজন তাঁর প্রিয়ার সুহৃৎ।
"এই কর্ম্ম কর তুমি হইয়া ত্বরিত,

১৪

"এখানে দাঁড়াতে আমি পারি নাক আর,
আকস্মাৎ মৃত্যু বুঝি হইবে আমার,
প্রায়শ্চিত্ত কাল মোর হবে না সঙ্গতি।"
ক্রানষ্টন এই বলি গেলা শীঘ্রগতি।
দৈত্য অনুচর তবে পশ্চাতে রহিল,
ভদ্রের আদেশ দেখ দুরাত্মা পালিল,

১৫

যদিও সৎকর্ম্মে তার নাহি ছিল মতি।
বক্ষঃস্থল বর্ম্ম যবে উঠাল দুর্ম্মতি,
অমনি দেখিল সেই মন্ত্র-গ্রন্থ খানি
রয়েছে ভাবিলা তবে মহাশ্চর্য্য মানি,
ধরিয়াছে বীর গ্রন্থ সিদ্ধমত উরে,
সেবা করা যত্ন করা সব গেল দূরে।

১৬

না জানিলা দৈত্য গ্রন্থগুণ যত ক্ষণ,
তত ক্ষণ সেবা কার্য্য করিলা বারণ,
লৌহময় আবরণ লৌহময় বন্ধ,
বহুক্ষণ দেখাইলা পিশাচের ধন্দ,
শ্রেণীবদ্ধ হয়েছিল লৌহ বন্ধগণ,
খুলিতে খুলিতে হয় আবার বন্ধন।

ব - ২৫৪
১৫৬২৭

১৭

কি সাধ্য দৈত্যের বল খুলিতে এসব ?
কেবল খুলিতে পারে পবিত্র মানব।
পরিশেষে বুদ্ধিবলে পিশাচ বামন,
করিলা মৃতের রক্তে স্পৃষ্ট আবরণ,
মুহূর্ত্তের তরে মন্ত্রপুস্তক খুলিল,
তার এক মন্ত্র ভূত পড়িতে পারিল।

১৮

কুহুকিনী শক্তি এই মন্ত্রের এমন,
যুবতী পুরুষ দেহ করয়ে ধারণ,
কারাগার-লূতাজাল হয় দরশন,
সুনিপুণ শিল্প কার্য্য—প্রাসাদে যেমন।
গুবাকের ত্বক হয় নৌকা শোভাময়,
রাখালের পর্ণশালা রাজগৃহ হয়।

১৯

যৌবনে বার্দ্ধক্য হয় বার্দ্ধক্যে যৌবন,
সকলি অলীক, সত্য নহেক কখন।
অন্য মন্ত্র যবে দৈত্য চাহিল পড়িতে,
গণ্ডেতে চপেটাঘাত হইল ত্বরিতে,
প্রবল প্রহার ঘায়ে পড়িল ধরায়,
ডিলোরেন পার্শ্বেতে শুইল মৃত প্রায়,

২০

উঠিলা শেষেতে কষ্টে হইয়া বিস্মিত,
প্রকাণ্ড "মস্তক তার কক্ষি বিধুমিত,"
কহিল " কে তুমি বড় করিলে প্রহার।"
খুলিতে পুস্তক চেষ্টা না করিল আর,
ইহাতে দেখিতে ইচ্ছা হইল বিলীন,
রক্তাক্ত গ্রন্থের বন্ধ হইল কঠিন।

২১

লুকাইলা দৈত্য ইহা জামার ভিতর।
জিজ্ঞাসা করিতে পার আমার উপর,
প্রহারিল দৈত্য কেবা ; কেমনে বলিব ?
বলিয়া কি শেষে যম-সদনে যাইব ?
এক্ষণে কুমতি দৈত্য অনিচ্ছা সহিত,
সাধিতে লাগিল তার প্রভুর বাঞ্ছিত।

২২

ভূমি হতে বীরদেহ উঠায়ে তখনি,
ক্লান্ত অশ্বোপরি ইহা রাখিলা অমনি;
কাশ্মীর প্রাসাদে পুন লয়ে গেল বলে,
দেখিতে নারিল কিছু প্রহরী সকলে।
পরিশেষে জিজ্ঞাসিলে তাহারা কহিল,
তৃণের শকট এক তারা দেখেছিল।

২৩

লয়ে গেল ইহা সেই পিশাচ সত্বর,
যথায় কামিনী রহে মন্দির উপর।
কিন্তু গুরুতর মন্ত্রে কামিনী রক্ষিত
গৃহের ভিতরে দৈত্য যাইতে নারিত।
তা না হলে দেহে দৈত্য লইত তথায়,
এরূপে, যে রূপ সেই করিল মায়ায়।

২৪

বিরক্ত হইয়া ইহা সেখানে ফেলিল,
স্রোত বয়ে ক্ষত হতে রুধির ঝরিল।
বহির্দ্বার পার হয়ে পিশাচ যাইছে,
দেখিল বালক তথা অঙ্গণে খেলিছে,
বনে লয়ে যেতে তারে তার হল মন,
সংক্ষেপে জানিহ যত সীমন্তিনীগণ,

২৫

মন্দই ইপ্সিত তার ভাল কভু নয় ;
ভুলাতে সঙ্গীর দেহ করিল আশ্রয়,
ক্রীড়া ছলে বনে তারে লইয়া যাইল,
দ্বারেতে প্রহরীগণ সাবধান ছিল,
শত্রু দেখে দ্বার সেতু পারিত ফেলিতে,
শত্রু স্থলে সারমেয় পাইল দেখিতে।

২৬

গিরিতে নদীর ধারে বালকে লইয়া,
নানা বনে শেষে দৈত্য উত্তরিল গিয়া,

বনস্থিত নদী যবে হতেছিল পার,
অগত্যা ধরিল ভূত আপন আকার।
একবার যদি তার বাসনা হইত,
বালকেরে সন্ধিস্থল ভাঙি কষ্ট দিত,

২৭

কিম্বা ক্ষীণ অঙ্গুলিতে—দীর্ঘ যাহা অতি,
গলা টিপি বালকেরে মারিত দুর্ম্মতি!
বালকের জননীরে হোলো এর মনে,
এরূপ সাহস তার হইবে কেমনে?
বালকে দেখায়ে ভয় পিশাচ চলিল,
ভয় দেখাইয়া পুন বনেতে পশিল।

২৮

ত্বরায় হইল দৈত্য স্রোতস্বতী পার,
হাসিল, বলিল "হারায়েছি" তিন বার।
সঙ্গীর দেখিয়া তবে এ পরিবর্ত্তন,
মহা ভয়ে ভীত হল বালকের মন।
শুনিয়া চীৎকার দেখি দুর্দ্দর্শ্য দর্শন,
মায়াময় দৈত্য-কথা করিয়া শ্রবণ,

২৯

কার ভয় নাহি হয় বলত আমায়?
রহিল বালক স্তব্ধ পদ্মপুষ্প প্রায়।
পরিশেষে যবে সেই কাঁপিতে কাঁপিতে,
কাশ্মীর প্রাসাদ তার লাগিল খুজিতে,
তখন তাহার মনে হইল উদয়,
দৈত্য যেন বন হতে দেখাইছে ভয়।

৩০

এরূপ করিছে যবে ভয়েতে ভ্রমণ,
দেখিল সম্মুখে উপস্থিত মহাবন।
হেথা এসেছেন তিনি একেবারে ভ্রমে,
গৃহে যেতে যত্ন করি বনে ক্রমে ক্রমে!
যতই খুঁজেন তিনি বাটী অনুক্ষণ,
ততই দেখেন তিনি গহন কানন।

৩১

পরিশেষে শুন এক হাউণ্ড কুকুর,
আসিছে নিকটে তাঁর হ'তে বহু দূর,
পথেতে দেখিল তারে বালক এখন,
ভূমিতে লইছে স্বাদ শক্রর যেমন,
বিস্মিত বালক যবে করিছে দর্শন,
কুকুর করিল মহাবেগে আক্রমণ।

৩২

বোধ হয় দেবীকুল! আহ্লাদ করিতে,
বালকের সহিষ্ণুতা যদ্যপি দেখিতে,
সুযোগ্য পুত্রের মহোদয় সে পিতার,
ভয়ে কোপে অশ্রুগণ্ডে পড়িল দুধার,
অদ্ভুত সাহসে সারমেয়ে তাড়াইল,
করস্থিত ছাতা আর উর্দ্ধেতে তুলিল।

৩৩

ভয়ঙ্কর প্রহারেতে হইয়া আহত,
করিল চীৎকার শুনি দূরেতে বিগত,
বালক উদ্দেশে তবু লাগিল লাফাতে,
তীরন্দাজ এক শীঘ্র আসিল তথাতে,
কুকুরে নিশ্চেষ্ট তথা অমনি দেখিল,
দেখিয়া ধনুকে দৃঢ় গুণ টানি দিল।

৩৪

অকস্মাৎ এক জন নিবারিল এরে,
"এডয়ার্ড মেরো নাক এই বালকেরে,"
এই বলি বন হতে আসি এক জন,
সঙ্গীর কোপন ভাব করিল দমন,
কুকুরেও করিলেন সান্ত্বনা তখন,
ইংরেজ ভদ্রের মধ্যে ইনি এক জন।

৩৫

লঙ্কা প্রদেশেতে বাস করে এই নর,
মৃগয়া ক'রিতে ইনি এমনি তৎপর,
পঞ্চ ক্রোশ দূরে লক্ষ্য বিঁধেন সহজে,
লঘুহস্ত এইরূপ বীরের আত্মজে,

কার্ম্মুখের জ্যারোপণে কে পারে জিনিতে?
সুচিকণ কেশে তাঁরে কি শোভা দেখিতে!

৩৬

এই কেশে শোভিয়াছে সুন্দর বদন,
জর্জ্জক্রুস্ তিনি হাতে করেন ধারণ,
মস্তক উপরে তাঁর মস্তক-ভূষণ,
পার্শ্বদেশে ঝুলিতেছে বাঁশরী সুস্বন,
চর্ম্মবন্ধে কিবা ইহা রয়েছে বন্ধন,
তববারি সঙ্গে রহে হত্যার কারণ।

৩৭

গাত্রে শোভিয়াছে তাঁর গাত্র-আবরণ,
(অল্প অল্প পদোপরি হইয়া নমন),
কটিতে হতেছে দৃষ্ট রম্য সারসন,
সুচিকণ তূণ তাঁর হতেছে দর্শন,
ঢাল একখান রয় বিতস্তি-প্রমাণ,
নাহি ছিল তাঁর কোন বড় দেহত্রাণ।

৩৮

যুদ্ধের নিয়ম কভু নহেক এমন,
উরুদেশে তীর শত্রু করিবে ক্ষেপণ,
গুণহীন ধনু ছিল তাঁহার পাণিতে,
দৃঢ় রজ্জু ছিল আর কুকুর বাঁধিতে,
বালকের অনিষ্টেতে নাহি তাঁর মতি,
তথাপি ধরিলা দৃঢ়রূপে শীঘ্রগতি,

৩৯

পাছে সে করয়ে যুদ্ধ কিম্বা পলায়ন।
ক্রুস্ দেখি চিনি এরে বালক তথন,
শত্রু জানি করিলেক যথামত রণ,
ধানুকী কহিল কর জর্জ্জের স্মরণ,
পুরস্কার অন্ত মোরা লভিনু এক্ষণে।
সুন্দর বদন হেরি লয় হেন মনে,

৪০

নীচকুলে জন্ম এই বালকের নয়,
"নীচ কুলে জন্ম মোর নহেক নিশ্চয়,
বক্লু-পুত্র হই আমি করহ শ্রবণ,
যদি না সহজে মোরে ছাড়হ এখন,
ওয়াল্টার আসিবে হেথায় শীঘ্র করি,
ডিলোরেন আসিবে সে বিপক্ষের অ

৪১

"আপনারে সে সময়ে রক্ষিবে কেমনে
যদ্যপি না ছাড় তুমি আমারে এক্ষণে
তীরন্দাজ আমি তোমা বীর না গণিব,
নিশ্চয় তোমারে কষ্ট দিয়া ফাঁসি দিব
ধন্য ওহে বীরপুত্র! বক্লুর নন্দন!
কৃতজ্ঞতা পরিপূর্ণ হয় মোর মন।

৪২

যদি তুমি হও সত্য এরূপ বংশজ,
যদি তুমি হও সেই বক্লুর আত্মজ,
সেনাপতি হয়ে যদি কর তুমি রণ,
হবে সাবধান আমাদের রক্ষিগণ।
শালের ধনুক পণ গুবাক যষ্টিতে,
পারিবে তা দিগে তুমি কাজে নিয়োজিতে

৪৩

আমার সহিত বৎস আইস এখন,
তোমারে ডেকোর প্রভু করিবে দর্শন,
সুপ্রসন্ন দেব বুঝি হয়েছে নিশ্চয়,
তা না হলে হেন জন বন্দী কভু হয়?

(১) এ দুই পংক্তি ইংরেজীই রহিয়াে বাঙ্গলা হয় নাই। তাহার কারণ, এরূপ ব বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় না। ইহার অর্থ এ তুমি মহাবীর হইবে এবং আমাদের বিপক্ষ চরণ করিলে আমাদিগের লোক ত্রস্ত হ আত্মরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। ভ ষ্যতে এরূপ ঘটিবে, ইহাতে আমার এত নিশ যে, ইহার জন্য তুচ্ছ তোমার গুবাকের যা পরিবর্ত্তনে আমি আমার বহুমূল্য শাে ধনুক পণ রাখিতে পারি। পণে আমার ক্ষা ভয় নাই।

ক যদিও গৃহ হতে হয় গত,
মীরবাসীরা কেহ জানে না এমত।

৪৪

শাচ দুরাত্মা ধরি বন্ধু পুত্র বেশ,
রিতেছে প্রাসাদেতে দৌরাত্ম্য বিশেষ,
কু নন্দনের ছিল ক্রীড়া-সঙ্গী যত,
ম্‌টি কাটি মারি সবে করিল বিব্রত,
ারিল উৎপাতে আর কত শত জন,
ডলিন্ গৃহিণীর ছিঁড়িল বসন।

৪৫

শ্বপার্শ্বে সিমহল রহে দাঁড়াইয়া,
াগুলিয়ারিতে তার অগ্নি ধরাইয়া,
ন্দুকী তাঁহারে বিনা দোষে সংহারিল,
বু কিন্তু কেহ ভয়ে বলিতে নারিল,
ই জন করিয়াছে কুকাজ এমন।
ারিশেষে সবে যত হর্ম্ম্যবাসী জন,

৪৬

করিলা বিশ্বাস স্থির ভাবিয়া অশেষ,
হয়েছে পুত্রের দেহে ভূতের আবেশ,
ভূতের এ মায়া যদি জানিতে পারিত,
মন্ত্রবলে সব দেবী বিনষ্ট করিত,
কিন্তু তিনি বিস্ময়েতে ব্যাকুলিত চিতে,
ডিলোরেনে সেবিছেন প্রাণে বাঁচাইতে।

৪৭

কি আশ্চর্য্য কোথা হতে যুবক পতিত,
দ্বারের চৌকাটোপরি অসু-বিরহিত!
উপদেব, দেবী, তবে ভাবিলেন হায়,
করিয়াছে বীরবরে এরূপ অন্যায়,
বোধ হয় যোধবর উপদেশে ভুলি,
দেখিয়াছিলেন গূঢ় মন্ত্র গ্রন্থ খুলি।

৪৮

ভগ্নবর্ষা বক্ষঃস্থলে এল কোথা হতে,
বিনির্ম্মিত যাহা কাষ্ঠ পার্থিব লৌহতে,
আঘাত হইতে অস্ত্র করি উত্তোলিত,
মন্ত্রবলে রক্তস্রাব করিলা স্থগিত,
পরিষ্কার করিলে সে ক্ষতে অনুচর,
কামিনী চলিল তথা হইতে সত্বর।

৪৯

ভগ্নবর্ষা লয়ে দেবী গেলা এক স্থলে,
ধুইলা রক্তাক্ত তারে অতি যত্নে জলে,
তৈল অভিষিক্ত তারে করিলেন আর,
দেখ, বামাগণ হেথা কিবা চমৎকার,
যখন কামিনী উহা ঘুরাতে লাগিল,
ডিলোরেন কষ্ট জ্ঞান স্বক্ষতে করিল।

৫০

পরিশেষে বিদ্যাবতী কহিলেন সবে,
পরিত্রাণ পেয়ে যোদ্ধা ক্ষতমুক্ত হবে,
বান্ধবের দশা দেখি কাতর-হৃদয়,
বাঁচাতে করিল বামা কষ্ট অতিশয়,
দিবা হোলো অবসান প্রদোষ আইল,
এসময়ে ঠনঠনি কার্ফু বাজিল।

৫১

স্থির সমুদয় দিক স্থির সে পবন,
নদী স্থির সব স্থির শিশির শোভন,
মন্দির উপরে বসে প্রহরিনিচয়,
হয়েছে তাদের মনে সুখের উদয়,
কেননা হইবে সুখী মার্গারেট ধনী,
সুন্দরী সরলা রমণীর শিরোমণি?

৫২

উন্নত মন্দির পরে বসি একাকিনী,
গাইছে মধুরস্বরে মধুর-ভাষিণি,
গাইছে করিছে আর তখন স্মরণ,
হরিত কণ্টক বৃক্ষ দৃশ্য সুশোভন,
স্বর্ণময় কেশ তাঁর এলায়ে পড়েছে,
সুন্দর কপোল তার করেতে রয়েছে।

৫৩

নীলবর্ণ দুই চক্ষু করি উন্মীলন,
প্রেম তারা শুক্রে বামা করিছে দর্শন,
সত্যই কি শুক্রতারা পেণ্ডিংষ্ট গিরিতে,
হতেছে উদয় এবে বামার দৃষ্টিতে,
সত্যই কি বিতরিছে উজ্জ্বল কিরণ,
বিতরে আলোক যাহা রজনী যখন ?

৫৪

সত্যই কি তারা এই হয় দরশন,
অথবা ইঙ্গিত আলো জানাইছে রণ ?
ব্যস্তচিত্তা সীমন্তিনী হইল তখন,
ফেলিল নিশ্বাস উষ্ণ আর ঘন ঘন।
দেখিয়া ইঙ্গিত আলো করিয়া ইঙ্গিত,
বাজাল ইঙ্গিতকারী বাদন ত্বরিত।

৫৫

শুনি সে গম্ভীর স্বর করিলা নর্ত্তন,
পর্ব্বত পাহাড় নদী বন উপবন,
উৎসবেতে মত্ত হয়ে যত যোদ্ধাগণ,
চমকি উঠিল সবে ব্যাকুলিত মন,
নিম্নেতে সহসা দেখ প্রাসাদ অঙ্গনে,
জ্বলিল মশাল কত অদ্ভুত জ্বলনে।

৫৬

ক্ষণেকে হতেছে দৃষ্ট মুকুট পালক,
ক্ষণেকে অদৃষ্ট উহা—নিবেছে আলোক,
দোলাইছে বর্শা দেখ বর্শাধারিগণ,
দোলায় তীরজ শরে তুষার যেমন,
হেথা দাওয়ান যার মুণ্ড শুভ্র কেশ,
ধরেছে রক্তিমাবর্ণ আলোক-আবেশ,

৫৭

দাঁড়াইলা সাহঙ্কারে পদবীর মত,
অনুজ্ঞা করিল সবে সমাগত যত,
পেণ্ডিংষ্ট-শিখরে জ্বলে ইঙ্গিত-অনল,
প্রিষ্ট্‌হার্ম সায়ারে উহা ত্রিগুণ প্রবল,
চল চল চল সবে করি দরশন,
চল চল চল করি কাশ্মীর রক্ষণ।

৫৮

জানাও টক্তিংগ তুমি জনষ্টন-বংশে,
রাখুক কাশ্মীর তারা বিপক্ষের ধ্বংসে,
লিডেস্‌ডেলেতে পুন কাজ নাই গিয়া,
আসিবে তাহারা শীঘ্র অনল দেখিয়া,
ইলিয়ট্‌ আর্ম্মষ্টঙ নিশ্চয় আসিবে,
আলটন্‌ বীরেশ চল সমরে যুঝিবে।

৫৯

জিল্‌বার্ট করহ তুমি আলোক ইঙ্গিত,
আসুক বান্ধব সবে আসুক সুহৃত,
মার্গারেট সীমন্তিনী মন্দির মস্তকে,
শুনিল করিছে মহা নিনাদ ঘোটকে,
উচ্চস্বরে সৈন্য-বর্ম্ম হতেছে বাদন,
বসিতেছে সাদী জীনে ধরিয়া যখন।

৬০

ঘোটকের পদ শব্দ লৌহ ঝন্‌ঝনি,
নেতৃবৃন্দ শব্দ আর শুনিল রমণী,
শীঘ্র চল শীঘ্র চল শুনিলা তখন,
বলিয়া চলিলা সাদী বেগেতে পবন,
চলিল সকল দিকে চলিল দেখিতে,
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব দক্ষিণে ত্বরিতে।

৬১

চলিল দেখিতে তারা বিপক্ষ আগত,
জানাইতে রণবার্ত্তা বন্ধুজনে যত,
সুচতুর অনুচর আপনার করে,
জ্বালিল উজ্জ্বল আলো ইঙ্গিতের তরে,
নিম্নের আলোকে অভ্র লোহিত হইল
কেমনা মন্দির-পারে আলোক জ্বলিল

৬২

জ্বলিল আকাশে তথা রঞ্জিত করিল,
অগ্নিবর্ণ দিবে সবে দেখিতে লাগিল,

দেখিতে দেখিতে আলো বিংশতি উঠিল,
পর্ব্বতে প্রাসাদে উচ্চে শোভিতে লাগিল,
জানাইল সবে তারা হইবে সমর,
জানিল যুদ্ধের বার্ত্তা নরে পরস্পর।

৬৩

আহা! কি সুন্দর দৃশ্য, কিবা চমৎকার,
ধরেছে আলোক দিবে তারার আকার,
পর্ব্বত হৃদয়ে তারা ফেলিছে কিরণ,
যথায় ঈগল পক্ষি করয়ে ভ্রমণ,
পর্ব্বত শিখর দেশ উজ্জ্বলতাময়,
মৃতের স্মরণ-চিহ্ন যে স্থানেতে রয়।

৬৪

আলো দেখি এডিন্‌বরা জানিল সংবাদ,
যেহেতু বিষম অগ্নি সণ্ট্রাতে প্রবাদ,
রাজপ্রতিনিধি আজ্ঞা শুনিল লোথিয়া,
করিতে লাগিল যুদ্ধ বর্ডারে যাইয়া,
কাশ্মীরে সকল লোক জাগিল রাত্রিতে,
লৌহবর্ম্ম শব্দে হর্ম্ম্য লাগিল ধ্বনিতে।

৬৫

প্রাসাদের ঘণ্টা দেখ বিপরীত স্বরে,
বাজিয়া সঙ্কেত দিল পুরবাসী নরে,
কর্ণেতে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হইল শ্রবণ,
প্রকাণ্ড প্রস্তর লৌহ দেখিতে ভীষণ।
হইল সংগ্রহ যবে মন্দির উপরে,
তাড়াতে রিপক্ষ নরে প্রহারি সত্বরে।

৬৬

প্রহরীরা শব্দ করে পরিবর্ত্ত কালে,
চৌকী দেয় অতন্দ্রিত যত দ্বারপালে,
সমূহ শব্দেতে শেষে বিরক্ত হইয়া,
হাউণ্ড্‌ বাণ্ডগ্‌ উঠে চীৎকার করিয়া,
সুসভ্যা গৃহিণী হেথা কর দরশন,
দাওয়ানের কষ্ট অংশ করিল গ্রহণ।

৬৭

অটলা সে বীরাঙ্গনা বিপদের কথা
কহিল—ছিল না তার মনে কোন ব্যথা,
নাইট সকলে আরো উৎসাহে পূরিল,
প্রবীণের সঙ্গে যুক্তি করিতে লাগিল,
শত্রুর সংবাদ কেহ জানে না নিশ্চয়,
শত্রুর সংখ্যার কথা ভাল জ্ঞাত নয়।

৬৮

সন্ধিকালে কেন শত্রু আরম্ভিল রণ,
করিল অযুত সৈন্যে দেশ আক্রমণ,
কেহ বলে ডাকি অন্য নহেক এমন,
লিডেন টিওেল হতে এসেছে কজন,
আদায় করিতে নিজ দস্যুদল-কর,
লিডেস্‌ডেল এই দলে তাড়াবে সত্বর।

৬৯

তাড়াবে রিপক্ষচয়ে অত্যল্প আয়াসে,
নিঃশেষ হইল নিশি এইরূপ ভাষে,
থামিল এখানে গান শ্রোতারা সকল,
প্রশংসা করিল করি মহা কোলাহল,
বিস্মিত হইল তারা জানিয়া তখন,
গান গেয়ে বৃদ্ধ করে জীবন ধারণ!

৭০

নাহি কি আত্মীয় কোন বৃদ্ধের—দুহিতা?
বৃদ্ধ দুঃখে দুঃখী হতে সরলা বিনীতা,
নাহি কি আত্মজ তার পিতার দোসর,
রক্ষিবে জনকে যেই মহীর উপর?
"ছিল বটে কিন্তু হায় মৃত সে নন্দন,"
কহিলা—করিয়া মুণ্ড বীণাতে নমন।

৭১

বীণা তার বৃদ্ধ কবি নাড়িতে লাগিল,
সহসা নয়ন বারি গণ্ডেতে বহিল,
স্থবির গম্ভীর স্বরে আরম্ভিল গান,
শুন ওহে শ্রোতাদল কর অবধান।

চতুর্থ কাণ্ড।

১

টিভিয়ট স্রোতস্বতি ! তব বক্ষোপর,
জ্বলে না সঙ্কেত আলো জ্বলেনাক আর,
তট দিয়া নাহি যায় যত বীরবর,
ধরি বর্ম্ম তূণ চর্ম্ম যুদ্ধেতে দুর্ব্বার।
পর্ব্বত-কন্দরে যথা করহ গমন,
নিস্তব্ধ নিথর দেখি সকলি এখন !

২

সৃষ্টির প্রারম্ভে লয়ে যত ঊর্ম্মিদল,
যে পর্য্যন্ত টুইডেতে হয়েছ পতন,
হে ধনি ! রাখাল-বংশী শুনেছ কেবল,
কভু কি শুননি তুমি সমরের স্বন ?
উপমা নহেক তব মানব জীবন,
পরিবর্ত্ত হইতেছে যাহা অনুক্ষণ,

৩

দুঃখ কথা অপকর্ম্ম যাহা কিন্তু স্মরে,
প্রথম জীবনে যাহা হয়েছে ঘটন,
বার্দ্ধক্যে পৌঁছিয়া দেখ যত সব নরে,
পূর্ব্বাপর দুঃখে দুঃখী করয়ে ক্রন্দন।
চিরকাল দুঃখী মোরে জানিবে নিশ্চয়,
এখনো আমার মনে জাগরূক রয়,

৪

সেইক্ষণ যবে মোর পুত্র বীরবর,
ডাণ্ডীপক্ষে যুদ্ধ করি হইল নিহত,
তোপমুখে পুত্র পড়ে করিয়া সমর,—
কেননা পড়িনু আমি হইনু বিগত ?
কেন দুঃখি, স্বর্গে পুত্র করেছে গমন,
গ্রাহামের সনে যেই করিয়াছে রণ।

৫

নগকুল উপত্যকা হইল চকিত ;
সর্ব্বত্র সমরবার্ত্তা হয়েছে প্রচার,
কৃষক নিচয় দেখ, সবে ভীরুচিত,
আশ্রয় লইল গিয়া পর্ব্বত গুহার ;
মেষপাল গোনিচয়, যত সব ছিল,
দুর্গের বাসেতে তারা লুকায়ে রাখিল

৬

বনিতা দুহিতা মাতা করিল রোদন,
যোধগণ হস্তে বর্ষা করিল ধারণ,
মন্দিরে করিল হেথা প্রহরী দর্শন,
উত্থিত হয়েছে ধূম অসিত বরণ,
ঘূরিয়া ঘূরিয়া ধূম আকাশে উঠেছে,
নাহি অব্যাহতি লুঠ আরম্ভ হয়েছে।

৭

সাবধান দৌবারিক সতর্কিলা সবে,
কহিলা—প্রস্তুত হও যাইবে আহবে,
লিডেল হইতে আসে টিনলেন বীর,
ত্বরমান, নদী'পরে নহেক সুস্থির,

দস্যুদল দ্বারে তাঁর করিছে আঘাত,
ভাঙ্গিছে দ্বারের তালা করিছে উৎপাত।

৮

বার্ণাবাস তিথি দিনে বিপক্ষ নিচয়,
অবরোধ করেছিল তাঁহারে নিশ্চয়,
প্রাতে কিন্তু তারা সবে করেছে প্রয়াণ,
জানে নাকি তাঁর দাপ তাহারা অজ্ঞান ?
গত সন্ধ্যাকালে হয়ে গেছে ঘোর রণ,
তা নহিলে বীর কভু করে পলায়ন ?

৯

নাহিক নিষ্কৃতি আর মোর জ্ঞান হয়,
দস্যু-অধিপতি লুঠে আসে—তেজোময় !
এরূপে প্রহরী যবে করিছে ইঙ্গিত,
বার্বিকানে টিনলিন হল উপস্থিত,
তাহার সঙ্গেতে ক্ষুদ্র অশ্ব মনোহর,
জলা ভূমি উল্লঙ্ঘিতে অত্যন্ত তৎপর,

১০

উল্লফে যেমন তেজে বিল্হোপ হরিণ।
স্ত্রীপুত্র তাহার ছিল ইহাতে আসীন,
অসজ্জিত দাস ছিল তাহাদের সনে,
বীরজায়া ছিল গুণে অতুল ভুবনে,
গর্ব্বিতা সুন্দরী করি ভূষণ ধারণ,
হাসিতে লাগিল—রণে ভীত নহে মন।

১১

টিনলেন যুবা ছিলা প্রাংশু অতিশয়,
গঠনে নহেক পুষ্ট—ক্ষীণদেহ হয়,
ভগ্ন টুপি ছিল তাঁর মস্তক উপরে,
চর্ম্মকুর্ত্তী বীরবেশ তাঁয় রক্ষা করে,
প্রশস্ত অংশেতে কিবা সুন্দর রয়েছে,
বর্ডার-বীরের অস্ত্র পৃষ্ঠেতে ঝুলেছে।

১২

দ্বিহস্ত-প্রমাণ ছিল বরষা তাঁহার;
রঞ্জিত রুধিরে করি নূতন প্রহার,
প্রকাণ্ড ধনুক তাঁর প্রকাণ্ড সে তীর,
দিয়াছেন ভৃত্য ক'রে সেই মহাবীর,
দেবীরে কহিল ডাকি টিমলেন তবে,
ইংরেজেরা আক্রমেছে স্কট্ দিগে সবে।

১৩

হাউয়ার্ড আসিছে কটি স'রিয়া বন্ধন,
ডেকার আসিছে লয়ে বহু সৈন্যগণ,
জার্ম্মান্ বন্দুকী আর কত শত জন,
আস্কার্টেনে ছিল যারা স্থির বহুক্ষণ,
কার্ফুকালে লিডেলেতে করি উত্তরণ,
দহিয়াছে এরা মোর মন্দিরে—নির্জ্জন।

১৪

নরকে যাউক বৈরী যাউক সত্বর,
পোড়েনি মন্দির মোর বর্ষের উপর,
ধান্যাগার বাসগৃহ জ্বলিল উজ্জ্বল,
তাতেই পালাতে হেথা পারিনু কেবল,
কল্য রজনীতে শত্রু করেছে তাড়ন,
ফার্গস গ্রীমসে কালো একশর জন,

১৫

আসিছে ত্বরায় অতি করি আক্রমণ,
প্রিস্টহাফে দেখি আমি দাঁড়ানু তখন,
জলামধ্যে অরাতির ঘোটকে বিধিনু,
ফার্গসে পশ্চাতে আমি রণে সংহারিনু,
আক্রোশ আমার ছিল তাহার উপর,
ফার্ষ্টারন্ তিথিতে করে চুরী দুষ্ট নর।

১৬

লিডেস্ডেল্ হতে আসি যত ক্লান্ত নর,
নিবেদিল সমাচার এরূপ সত্বর,
বিচার করিয়া স্থির করে সব নর,
তিনপ্রহরের মধ্যে টিভিয়ট, পর,
আসিবে সহস্র তিন ইংরেজ সজ্জিত,
ইতিমধ্যে বহুসংখ্য সৈন্য উপস্থিত।

১৭

টিভিয়ট্ এল্ আর এট্রিক হইতে,
আসিল আনন্দে সবে প্রাসাদে রক্ষিতে,
জিনেতে পা দিয়া তারা আরোহিল হয়ে,
কশাঘাতে জলা দেশে অশ্বে গেল লয়ে,
মিলন স্থানেতে যেই এসেছিল শেষে,
প্রিয়া স্থানে অপমান পেয়েছিল এসে।

১৮

শুভ্রবর্ণ মেরীহ্রদ বিরাজে যথায়,
ভীষণ সে গিরিবর গেমস্কু চূড়ায়,
সাজাতে ছিলেন সৈন্য বীর আর্লষ্টন,
উড়ায়ে পতাকা মহাযুদ্ধের কারণ,
লিলিচিহ্ন ঢালে তিনি করেন ধারণ,
ঢালধারে ফুলকাটা দেখিতে কেমন!

১৯

ফ্যালাতে জেম্‌স্ যবে শিবিরেতে ছিল,
সে সময়ে এই বীর মান পেয়েছিল,
পরম বিশ্বাসী ছিল রাজার এজন,
ত্যজিল তাহারে যবে অন্য প্রজাগণ।
কেহ না করিল সঙ্গে ইংলণ্ডে গমন,
এক গুঁয়া ছিল দেখ যত ভদ্রজন।

২০

কিরীট উপরে তাঁর বর্ষা বিদ্যমান,
স্মরণ করায় পদে হয় অনুমান,
সমুজ্জ্বল বাক্য বীর করেছে ধারণ,
"প্রস্তুত প্রস্তুত আছি" করিবারে রণ।
প্রবীণ নাইট এক বর্ম্মিত নির্ভয়,
আইল লইয়া সঙ্গে তার দস্যুচয়।

২১

আজর লইয়া যুদ্ধে আসিছে এজন,
"তারকা নবেন্দু" তার ফলক ভূষণ,
মার্ডিষ্টন-প্রতিপত্তি কিন্তু নাহি তাঁর,
ওকউড় মন্দিরের পূজ্য জমীদার,
কোশলোর প্রদেশেতে তার যাতায়াত,
পর্ব্বত উপরে আর নদীর প্রপাত।

২২

তাহার সে গৃহ ছিল বিপিন বেষ্টিত,
অন্ধকারময় গিরিগুহাতে স্থাপিত,
করিতেছে হম্বারবে শব্দ গোকগণ,
দস্যুদের হয় এই খাদ্য আহরণ,
ইংলণ্ড হইতে যাহা অত্যল্প আয়াসে,
আনীত হয়েছে এই ভীষণ আবাসে।

২৩

এখনো দুর্দ্ধর্ষ বীর আশ্চর্য্য সাহসি!
লুট করি যুদ্ধ কর সমরেতে পশি,
হায় রে অন্তর তব এমনি কঠিন,
এয়ারো যুবতী-প্রেমে নহেক অধীন,
তাচ্ছিল্য এখনো তুমি কর অন্য জনে,
এখনো মস্তক ক্লিষ্ট শিরস্ত্র ঘর্ষণে?—

২৪

যদি ওহে বীর, কেশ তোমার সকল,
ডিন্‌লি পর্ব্বতস্থিত তুষার ধবল ;
পঞ্চবীর আর ওই অসি লয়ে করে,
চলিল পিতার সনে, যুঝিবার তরে,
হার্ডেন্ অধিপ হতে নাইট সাহসী,
ছিল কি রে আর কেহ করে ধরি অসি?

২৫

এস্কডেল্ স্কট সবে সাহসি-প্রবর,
টডশ পর্ব্বত দিয়া আসিল সত্বর,
অসি-বলে জিনিয়াছে ভূমি বীরগণ,
অসি-বলে আজো ইহা করিছে ধারণ,
যেরূপেতে, শুন দেবি আমার বচন,
এস্কডেল্ জিনিল তোমার পিতৃগণ।

২৬

এ প্রদেশ-অধিপতি আছিল মর্টন্,
তাঁর বংশে ছিল শূর যত বিটিসন,

যুবক এ ত্রয় ছিল বিনম্র সুধীর,
কোপ-সমন্বিত যত অধীনস্থ বীর,
উদ্ধত অন্তর এরা বাক্যেতে উদ্ধত,
ভীকচিত্ত প্রভু নহে এদের সম্মত।

২৭

এস্কডেলে এসেছিল যুবক মর্টন,
আদায় করিতে কর প্রভুর কারণ,
ক্ষিপ্রচিত্ত জিলবার্টে কহিল আসিয়া,
"তোর তাত তোষ মোরে শ্রেষ্ঠ অশ্ব দিয়া"
"প্রিয় মোর তুরঙ্গম রূপে বিনিন্দিত,
সহায় আমার, হলে বিপদ পতিত,

২৮

"প্রভুর পদেতে তব কি করিতে পারে,
তোমা হতে শ্রেষ্ঠ আমি অশ্ব চালাবারে।"
কথায় কথায় ক্রোধ অগ্নি প্রজ্বলিল,
ক্রোধে অন্ধ বিটিসন কাঁপিতে লাগিল,
যদি না মর্টন আরম্ভ পালাত তখন,
মারিয়া ফেলিত তাঁরে যত বিটিসন।

২৯

মর্টন আরোহি অশ্বে কশা আঘাতিল,
এস্কডেল্ দিয়া অশ্ব চলিতে লাগিল,
আরোহী লইয়া শেষে কাশ্মীর প্রাসাদে,
উপস্থিত হোলো এসে ত্রস্ত দ্রুতপাদে,
মর্টনে দেখাল তবে বিশেষ কুপিত,
অপমান প্রতীকারে অত্যন্ত বাঞ্ছিত।

৩০

সহসা অধিপে আমি কহিনু তখন,
দুষ্ট লোকে কর প্রভু বশে আনয়ন,
পক্ষী, স্বর্ণ দিয়া যদি সংরক্ষ আমারে,
এস্কডেলে দিব তোমা ভোগ করিবারে,
এস্ক নদীতীরস্থিত বিটিসন বংশে,
সংহার আমার দিব্য রণে মহাধ্বংসে।

৩১

রক্ষহ উডকেরিয়া নামে এক জন,
বাঁচাইল যে আমারে অশ্ব বিতরণে,
সাহসী কাশ্মীরপতি দিলেন সম্মতি,
দিলেন মর্টন টাকা সশঙ্কিত অতি,
এস্কডেলে বীরবর গেলা শীঘ্র রঙ্গে,
পঞ্চ শত অশ্বারোহী চলে তার সঙ্গে।

৩২

চমূচয় রাখি তবে পর্ব্বত প্রদেশে,
নিস্তব্ধ করিল প্রভু তাদিগে আদেশে,
এস্ক নদীতীরে বীর একাকী চলিল,
সানুচর ক্ষিপ্র চিত্তে দর্শন করিল,
তাহারে ডাকিয়া শূর কহিল তখন,
"প্রভু বলি কর তুমি আমারে গ্রহণ।

৩৩

"নহি আমি নহি সত্য মর্টনের মত,
স্কটবংশে ইহা কেবা নহে অবগত,
দাও মোরে দাও তব তুরগ সুন্দর,
না দিলে কাঁদিবে শেষে হইয়া কাতর,
তিন বার করি যদি শৃঙ্গের নিনাদ,
ধ্বনিত হইবে রাজ্য গণিবে প্রমাদ।"

৩৪

হাসিয়া কহিল তাঁরে যত বিটিসন,
"রেখে দাও ক্ষুদ্র তব শৃঙ্গের ধমন,
ক্ষিপ্রচিত্ত, তুমি ইহা জানিবে নিশ্চয়,
স্কট সঙ্গে রণে কভু পরাজিত নয়,
কাশ্মীরে ফিরিয়া যাও তুমি পদব্রজে,
লয়মল কাঁটা লয়ে ক্লিষ্টপাদ রজে।"

৩৫

উচ্চে নিনাদিল বীর যবে শৃঙ্গ লয়ে,
পর্ব্বতে হরিণকুল চমকিল ভয়ে,
পুনরায় বীর শৃঙ্গে করিল ধমন,
সাজিল অপর নগে যত সৈন্যগণ,

যখন তৃতীয় বারে হইল বাদন,
পেণ্ট্‌ল্যাণ্ড গিরিবরে উথলিল স্বন।

৩৬

অশ্বারোহী এল যেন তড়িত্‌ সম্পাত,
দেখিলে বিস্মিত হতে অশ্ব প্রতিঘাত,
পড়িল ভূমেতে সাদী বরষা ভাঙ্গিল,
ক্ষিপ্রচিত্ত যত কথা পূর্ব্বে বলেছিল,
প্রত্যেক কথাতে বিটিসনে এক জন,
মারিল কাশ্মীর পক্ষ করি মহারণ।

৩৭

অসি লয়ে অধিপতি শেষেতে যাইয়া,
ক্ষিপ্রচিত্ত কাটিলেন দ্বিখণ্ড করিয়া,
বিটিসন রক্ত যথা নদীতে মিসিছে,
ক্ষিপ্রচিত্ত দেশ লোকে তাহারে কহিছে,
নির্ম্মূলিল স্কট সব যত বিটিসনে,
কেবল রাখিল তারা প্রাণে এক জনে।

৩৮

এস্ক নদী তীর হোলো বিজিত এখন,
কেবল সুন্দর শুক্ল অশ্বের কারণ,
সেলেড হুইটবাজ হেড্‌শ এল আর,
আসিল অনেক সৈন্য অসংখ্য অপার,
এয়ারো প্রাসাদ, হিগুহফ গিরিবর,
উড্‌হাউস্‌লি হতে আসিল সত্বর।

৩৯

নর হয় ধনুর্ব্বাণ কে করে বর্ণন,
যুদ্ধের সঙ্কেত ইহাদের বেলেগুন্,
এ হতে সাহসী সৈন্য বর্ডর উপরে,
যায় নাই কভু অবরোধ রক্ষা তরে,
কাশ্মীর কামিনী যবে সহায়ে দেখিল,
উন্নত অন্তর তাঁর নাচিতে লাগিল।

৪০

আহ্বান করিলা দেবী পুত্রেরে তখন,
পিতৃবন্ধু সনে মৈত্র করিতে স্থাপন,
যুঝিবে বিপক্ষ সনে কেমনে, শিখিতে,
"বালক লয়েছে বয়ঃ সমর করিতে,
দেখেছি তাহারে তীর ধনুকে যুড়িতে,
বাণেতে সুদূর লক্ষ্যে সচ্ছন্দে বিঁধিতে,

৪১

"দ্রোণকাক নীড় রয় শিখরী উপরে
তাহারে বিঁধেছে বীর তীক্ষ্ণধার শরে,
রক্তক্রুশ শোভা পায় ইংরেজ-বক্ষেতে,
দ্রোণকাক নীড় হতে বড় এপ্রস্থেতে,
হে ভ্রাতঃ হুইট্‌স্লেড্‌ ইহাকে শিখাও
খেলা; পিতৃচর্ম্ম ধরি সঙ্গে সঙ্গে যাও।"

৪২

পুত্র কোথা? তার স্থানে পিশাচ বামন!
কামিনী কথায় নাহি করিল গমন;
বালক ভয়েতে ভীত হইয়া তখন,
চীৎকার করিল আর করিল রোদন,
যুদ্ধভয়ে ভীত হয়ে কাঁদিতে লাগিল,
কামিনীরে আসি তবে সঙ্গীরা কহিল,

৪৩

নিশ্চয় পিশাচ কৃত এপরিবর্ত্তন,
সাহসী বালক ভীত নহিলে এখন?
মহতী কামিনী তবে হইলা কুপিতা,
ধরিলা লজ্জার চিহ্ন বিষম-লজ্জিতা,
দূর হ কুলের কালী—লোকের অজ্ঞাত।
"দূর হ নহিস তুই বক্লু বংশজাত।

৪৪

"ওয়াট্‌ টিন্‌লিন যাও এ পাপের সনে,
এস এরে রাখিয়া রাক্ষলবর্ণ বনে,
হায় রে দিয়াছে কোন দুষ্ট দৈত্য শাপ,
এরূপ কুপুত্র লয়ে পাব পরিতাপ!"
ওয়াট টিন্‌লিন সে মহান সঙ্কটে,
দৈত্য-বালে লয়ে গেল বিপিন নিকটে।

৪৫

বিবিয়ানা রূপে হয়ে দুরাত্মা উঠিল,
অতি ভার অনুভূত অশ্বের হইল,
ভারেতে উন্মাদ হয়ে অশ্ব লম্ফ দিল,
লৌহের শৃঙ্খল রশ্মি কিছু না মানিল,
টিন্‌লিন্ ওয়াট আয়াসে অতিশয়,
কিছু দূরে লয়ে গেল অশ্বেরে—নির্ভয়।

৪৬

নদীপার কালে দেখ আশ্চর্য্য ঘটন,
স্রোতে ভূত নিজ মূর্ত্তি করিল ধারণ,
(স্বপনে আকার দৃষ্ট তাহার যেমন),
হুত হুত বলি ভূত ছুটিল তখন,
পলাল-পিশাচ দুষ্ট হাসিয়া দৌড়িয়া,
টিন্‌লিন ওয়াট ধনুক টঙ্কারিয়া,

৪৭

মহোদ্যমে তদুদ্দেশে এড়িল রে বাণ,
কাটিয়া করিল তার অংশ খান খান,
যদিও হে দৈত্যকুল অমর সমরে,
আঘাতের ক্লেশ যদি গেল শীঘ্র পরে,
তথাপিও দুরাচার করিল চীৎকার,
টিনলিন্ ফিরিলেন দেখি এ ব্যাপার।

৪৮

উঠি টিনলিন এক শৈলের উপরে,
দেখিল কাশ্মীর হর্ম্ম্যে ভাল দৃষ্টি করে,
যুদ্ধের সে কোলাহল শুনিতে পাইল,
আগত ইংরেজ শত্রু জানিতে পারিল,—
গহন কানন মধ্যে বিমিশ্রিত স্বরে,
বাজাইছে বংশী যত মানব বর্ডরে।

৪৯

তুরঙ্গের হ্রেষারব সহজে চিনিল,
সৈনিকের পদক্ষেপ বুঝিতে পারিল,
ক্ষণে ক্ষণে শুনা গেল সুগম্ভীর স্বরে,
রণঢক্কা বাজিতেছে সমরের তরে,
সুদীর্ঘ পতাকাচয় লোহিত-রঞ্জিত,
কানন উপরে কিবা রয়েছে শোভিত।

৫০

শ্যামল গুল্মের মধ্যে হইয়া উজ্জ্বল,
শোভিছে মুকুট চর্ম্ম বরষা সকল,
খাদ্যআহরক যত অশ্বারোহিগণ,
কাঁটা মারি তুরঙ্গে করিল আগমন,
পশ্চাতে আসিল দেখ ঘন সুসজ্জিত,
কেওাল ধানুকী সবে হরিত-ভূষিত।

৫১

আসিছে ধাইয়া ওই শুনি ভেরীরব,
আসিছে কানন হতে যোধগণ সব,
রক্ষিত বিপত্তিকালে যত ধম্বিগণে,
প্রস্তুত কুঠারী সৈন্য ডেকারের সনে,
আর্থিঙ-নিবাসী সৈন্য সামান্য ত নয়,
শ্বেত পরিধানে ক্রুশ যাহাদের রয়।

৫২

পতাকা উড়ায়ে এই বংশধরগণ,
এনেছে একার বশে করি ঘোর রণ,
কবিদল সঙ্গে হর্ষ করিছে প্রকাশ,
"ডেকারের জয় যার বর্ডরে নিরাস।"
এদের পশ্চাতে আসে বলী শত্রুদল,
হায় রে বেতনভোগী অর্থাধীন বল।

৫৩

তুমুল সংগ্রাম এরা করিবে নিশ্চয়,
কনরেড ইহাদের পূজ্য প্রভু হয়,
রাইনের তীর হতে আনি সৈন্যদল,
বিক্রয় করিল অর্থ কারণ কেবল,
শিবির এদের গৃহ অস্ত্রই আইন,
জানেনাক দেশ এরা নহে পরাধীন।

৫৪

নহেক এদের বেশ ইংলণ্ডীয় মত,
বজ্র মন্দ্র তোপ এরা ব্যাভারে সতত,

হরিদ্রাক্ত আবরণ কোঁচান সুচিত্র,
বারুদ আধার কূপ বসন বিচিত্র,
এদের দক্ষিণ জানু নহে আচ্ছাদিত,
কেন না সময়ে এরা প্রাচীরে উঠিত।

৫৫

যাইতে যাইতে এরা কর্কশ ভাষায়,
জার্মান-বিবাদ গীত সর্ব্বক্ষণ গায়,
কোলাহল এইরূপে বাড়িতে লাগিল,
সঙ্গী কবি উচ্চৈঃস্বরে বংশী বাজাইল,
হেথায় বিটপিতলে হাউয়ার্ড-চর,
সত্বর আসিল চড়ি অশ্বের উপর।

৫৬

তাঁহার সে অস্ত্রিদল তীক্ষ্ণ অসি লয়ে,
রহিল পশ্চাতে সৈন্যব্যূহরক্ষ হয়ে,
এর মধ্যে কত ছিল নাইট যুবক,
পুরস্কার পেতে ব্যস্ত আগ্রহ-পুলক,
উষ্ণীষে, দস্তানা পরে এই শূরগণ
বল্লভার রূপা চিহ্ন করেছে ধারণ।

৫৭

আসিল এরূপে তারা উত্তম সজ্জিত,
বহু সংখ্যা তাহাদের হোলো প্রকটিত,
থেকে থেকে তারা করে হুঙ্কার প্রদান,
"রক্ষিবেন জর্জ দেব ইংলণ্ড-সন্তান,"
ইংরেজ সৈনিক সবে ফেলিল নয়ন,
কাশ্মীর মন্দির পরে অতিব্যস্তমন।

৫৮

কাশ্মীরের সন্নিকটে ইংরেজেরা ছিল,
ধনুক টঙ্কার শব্দ শুনিতে পাইল,
দুর্গের প্রাচীরে আর পোস্তার উপরে,
দেখিল বরষা অস্ত্র রহে স্তরে স্তরে,
মন্দির উপরে ছিল ফাল্কান কাল্‌ভার,
করিতে বিপক্ষ পক্ষে সহজে সংহার।

৫৯

তোপের ধূমেতে গাঢ় তমিস্র হইল,
সৈনিক কঞ্চুক হতে বিদ্যুৎ জ্বলিল,
মন্দির উপরে আর চূড়ার উপরে,
উষ্ণপিচ দ্রবসীস ধূমোদ্গার করে,
ডাকিনী-কটাহ ধূম উদ্গারে যেমন,
দেখিতে দেখিতে সেতু হইল পতন।

৬০

দরজা উদঘাটি করি অশ্বে আরোহণ,
করিলেন দাওয়ান বহিঃ আগমন,
মস্তক পর্য্যন্ত তিনি অস্ত্রেতে সজ্জিত,
বর্ম্মের উপরে তাঁর শ্মশ্রু বিরাজিত,
বার্দ্ধক্যে বিব্রত নহে ঋজুভাবে বসি,
চালালেন হয়ে তিনি বল্‌গা ধরি কসি।

৬১

তাঁহার শাসনে অশ্বগতি হ্রাস হলে,
অল্প অল্প লম্ফে অশ্ব অগ্রসরি চলে,
সন্ধি চিহ্ন দক্ষ করে হয় দরশন,
ত্বগ্‌হীন যষ্টি হস্ত করেছে ধারণ,
তাঁহার পশ্চাতে একজন অনুচর,
ধরেছে দস্তানা দীর্ঘ বর্ষার উপর।

৬২

স্থবিরে আসিতে তবে করি নিরীক্ষণ,
হাউয়ার্ড ডেকার অধ্যক্ষ দুই জন,
ব্যূহের সম্মুখে শীঘ্র করিল গমন,
প্রবীণ নাইট বাক্য করিতে শ্রবণ,
"দস্যু-অধিপতি যত ইংরেজ সগণ,
বক্লুর গৃহিণী এবে জিজ্ঞাসে কারণ—

৬৩

"সন্ধি ভাঙি কেন সবে এসেছ হেথায়?
কেন আরোহেছ অশ্বে অরাতি সজ্জায়,
কেণ্ডাল-নিবাসী কিম্বা জিল্‌সলাণ্ড বাসী
এসেছ হেথায় হয়ে কি ধনে প্রয়াসী?

তে বাসনা নাকি স্কট্‌লণ্ড দেশে,
ফিরে যা ফিরে যা মানে ফিরে যা স্বদেশে

৬৪

"অনিষ্ট করিস্ যদি তৃণে-স্পর্শদানে,
বিরক্ত করিস্ যদি মন্দিরাবমানে,
সামান্য পক্ষীও যদি তাতে ভীত হয়,
শিরোপরি মেরী দেবী আছেন নিশ্চয়,
তোরা কি দহিবি বল আমাদের দেশ;
কাম্বার্লাণ্ড দহি অগ্রে করিব নিঃশেষ।"

৬৫

ডেকার প্রভুর ছিল, স্বভাব কোপন,—
নম্রভাবে হাউয়ার্ড করিয়া শ্রবণ,
কহিল "দেবীরে তুমি কহ দাওয়ান,
দর্শন মোদের যেন করেন প্রদান,
মোদের সৈনিক দূত নিবেদিবে তাঁরে,
এসেছি কেন বা মোরা কিবা করিবারে।

৬৬

পেয়ে দেবী মহাশয়া সংবাদ তখন,
দুর্গের বাহিরে করিলেন আগমন,
স্কটবীর যত সব বরষা ধরিয়া,
রহিল সৈনিক দূতে প্রতীক্ষা করিয়া,
হাউয়ার্ডের তখ্‌মা করি পরিধান,
তাহাঁর সে সিংহচিহ্ন করিয়া আদান,

৬৭

সুন্দর বালক এক সঙ্গেতে করিয়া,
(বিস্ময় মানিল দেবী যাহারে দেখিয়া।)
বাহিরিল সেই দূত সহসা তখন,
করিল দেবীরে প্রভু বৃত্তান্ত বর্ণন,
"অনিচ্ছুক প্রভু মোর অত্যন্ত বিরক্ত,
যেহেতু যুবতী সনে সমরে আসক্ত,

৬৮

"কিন্তু সহিবেন তিনি ইহা বা কেমনে,
পশ্চিম প্রদেশ লুঠে তব দস্যুজনে,
তোমার যথেচ্ছাচারী আত্মীয় স্বজন,
দহিছে লুঠিছে হয়ে বর্ব্বর-দুর্জ্জন,
হায় দেবি ! উচিত কি তোমার এ হয়,
করিতে মন্দিরে স্বীয় দস্যুর আলয় ?

৬৯

"অন্য কিছু মোরা আর না চাহি এখন,
ডিলোরেনে প্রভুরে করহ সমর্পণ,
নিশ্চয় পাইবে দুষ্ট বিদ্রোহের ফল,
কাথবার্ট প্রদেশেতে সে দিনে কেবল,
করেছিল দুরাত্মা ষ্টেপ্টন আক্রমণ,
মাস্‌গেরেভের ভূমি করেছে লুণ্ঠন।

৭০

"একাকিনী তুমি তাহে বিধবা আবার,
দুষ্টেরে শাসন করা কঠিন তোমার,
তাই বলি কর তুমি প্রাসাদে পোষণ,
প্রভুর সৈনিক দল এই বীরগণ,
অসম্মত হোলে পরে দিয়া ওয়ারিসন,
নাশিবে তোমার বলে এই বীরগণ।

৭১

"লইবে বালকে আর লণ্ডন নগরে,
চাকর করিয়া রাজা এডয়ার্ড তরে।"
নিবর্ত্তিলা হেথা দূত কাঁদিল বালক,
উঠিতে মাতার ক্রোড়ে হইল শাবক,
সাহায্য যাচিল দেখি বন্ধুপরিচিত,
করিল উৎসঙ্গে যেতে উদ্যম বিহিত।

৭২

মুহূর্ত্তের তরে দেবী হোলো ব্যাকুলিত,
সহাস নয়নে বারি হোলো উপস্থিত,
ফিরিলেন তিনি যত বীরগণ পানে,
রুষ্ট হোলো তারা সবে তাঁর দৃষ্টিদানে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস উষ্ণ ফেলিলেন তিনি,
তখনি নিশ্বাস কিন্তু চাপিলা কামিনী।

৭৩

আর্দ্রা দুঃখে তবু প্রভাবিনী বীরাঙ্গনা,
কহিলা ইংরেজদূতে করিয়া গঞ্জনা,
"মহোদার প্রভু তব কহগে তাঁহারে,
স্ত্রীসঙ্গে আগত যেই যুদ্ধ করিবারে,
করিবেন ডিলোরেন বলগে নিশ্চয়,
পণেতে আপনে মুক্ত যদি আজ্ঞা হয়।

৭৪

"কিম্বা গল্প যুদ্ধে বীর নিষ্কৃতি পাইবে,
মাস্‌গ্রেভ তার সনে যতনে যুঝিবে,
কাম্বার্লাণ্ডে নাহি দূত! নাইট এমন,
উলিয়ম চিনে নাক যাহারে কখন,
ডোগ্লাস দিয়াছে তারে নাইটের পদ,
আলক্রসে যে সময়ে বিষম বিপদ।

৭৫

"এ বিভ্রাটে ডেকার হতেন নিপতিত,
হলেন তুরঙ্গে কিন্তু শীঘ্র পলায়িত,
ডিলোরেন অভিষেক দেখে বীরবর,
মাতার উপরে দেব আছেন ঈশ্বর,
উদ্ধারিব অল্পায়াসে আপন পুত্রেরে,
বন্ধুজনে না ফেলিব বিপক্ষের ফেরে।

৭৬

"কখন নাশিব আমি বৈরীদলে বাস,
এতে যদি তারা করে বিরক্তি প্রকাশ,
তাতেও না ভীত দূত! হয় এই জন,
অক্লেশে করিব রণে তাদের নিধন,
চীৎকারি করিব যবে যুদ্ধ আরম্ভণ,
উপস্থিত আত্মকৃত্য তাদের তখন।"

৭৭

কহিয়া প্রশংসা ইচ্ছা করিলা গর্ব্বিণী,
হলেন কুপিত অতি অর্লাষ্টন যিনি,
ওয়াট হার্ডেন বলে ভেরী নিনাদিল,
সহসা পতাকা-ধ্বজা উচ্চেতে উড়িল;
আকাশে চীৎকার ধ্বনি হোলো মহাস্বরে,
"মেরীর দোহাই দাও বক্লু পুত্র তরে।"

৭৮

এই চীৎকারেতে মেশে ইংরেজ-চীৎকার,
ইংরেজ-বরষা নত হল একধার,
কেণ্ডালের ধম্বী দিল কোদণ্ডে টঙ্কার,
কবিদের রণভেরী নাদিল দুর্ব্বার,
হংসের পালক বাণ ছুটিল তখন,
পাছু হতে অশ্বারোহী এল এক জন।

৭৯

কহিল ইংরেজদলে শ্বাস প্রক্ষেপিয়া,
"বিপদে পড়িল কেন তোমাদের হিয়া,
সাধিছ এখানে থাকি সবে কোন্ কর্ম্ম,
চারি দিকে রণরাজে সম্মুখেতে হর্ম্ম্য,
নাচিছে দ্বিশতদল অতুল আহ্লাদে,
পড়িয়াছে মৃগরাজ তাহাদের ফাঁদে।

৮০

"রুবার্সল শিরোভাগে ডোগ্লাস প্রবীর,
সৈন্যদল লয়ে আছে সাগ্রহ সুধীর,
সিন্ধুউর্ম্মি সম কত বর্ষাধারী জন,
রহিয়াছে তার সনে শরৎশস্য-ঘন,
লিডেল উপরে হোথা নিজ বল লয়ে,
মাক্ষ্যয়েল রয়েছেন সতর্কিত হয়ে।

৮১

"(লইয়া ঈগল ক্রুশ বিশ্বাসের মূলে),
ফিরে যেতে নাহি দিবে জিনি অরিকুলে,
জেড্ উড্ এস্ক আর টিভিয়ট ডেল্,
আসিয়া দিয়াছে আঙ্গাসের কাছে ঠেল,
লডার্ডেলবাসী আর মার্সবাসী যত,
হোমের নিকটে সবে হয়েছে আগত।

৮২

"নর্দাম বার্লণ্ড হতে হয়েছি তাড়িত,
করিয়াছি বহু দিন হেথায় অতীত

ইংলণ্ডের পক্ষে তবু আমার অন্তর,
না পারি সহিতে মন্দ ইহার উপর,
সারারাতি করিয়াছি অশ্ব আরোহণ,
বলিতে পশ্চাতে শত্রু করে আগমন।"

৮৩

"আসুক তাহারা তাহে নাহি করি ভয়,
পিতৃগর্ব্ব এই মোর মস্তকেতে রয়,
জান না কি জুডো পিতা করেছে বিজয়,
গালিলিতে প্যালথ এ বায়ুতে দোলয় ?
এখনি শোভিবে ইহা কাশ্মীর উপরে,
বিপক্ষ সাহায্য সৈন্যে পরিতপ্ত করে।

৮৪

"ভূমিসম কর হাত বন্দুক সকলে,
গুণ দাও তীরন্দাজ ধনুকে সবলে,
আইস কুঠারধারী কাশ্মীর উপরে,
ডেকারের জয় সবে কহ উচ্চস্বরে,
হাউয়ার্ড শুন বন্ধু অবহিত হয়ে,
ভেব না এখন আমি বলিতেছি ভয়ে,

৮৫

কে না জানে মহা কার্য্যে কিম্বা মহারণে,
শ্বেত সিংহ নাহি ধায় পশ্চাত ধাবনে,
দেখ কিন্তু এই সব সৈন্য সুশিক্ষিত,
অল্প, তথা হতে পারে রণে পরাজিত.
স্কটেরা সহস্র দশ মোরা শুধু তিন,
কেননা হইব তবে পরাজয়ে লীন ?

৮৬

"কাশ্মীর দেবীর কথা করিগে শ্রবণ;
সাহায্যে বিশ্বাস তাঁর নাহি যতক্ষণ,
ডিলোরেন মাস্‌গ্রেভ বীর দুই জন,
প্রশংসিত মল্লযুদ্ধ করুক এখন,
জিনিলে জিনিব মোরা হারে যদি হারি,
মরে যদি মাসগ্রেভ ক্ষতি নহে ভারি।

৮৭

"হারুক জিনুক মোরা যাইব চলিয়া,
পরাজয় মৃত্যু লজ্জা ভয় এড়াইয়া।"
দস্যু অধিপের কথা শুনিল ডেকার,
শুনিয়া বিমূঢ় হোলো কোপের আধার,
সাহসের কর্ম্মে কিন্তু ত্যজিল তখন,
অনিচ্ছা কষ্টেতে করি নিজে সংযমন।

৮৮

বর্ডর প্রদেশে কিন্তু বীর দুই জন,
মিত্রভাবে পরে আর ভ্রমেনি কখন,
সামান্য বিষয় এরে লোকে বটে কয়,
রুধিরের স্রোত কিন্তু অন্য দিনে বয়,
ইংরেজদলের দূত অমনি চলিল,
কাশ্মীর প্রাসাদ কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

৮৯

বাজাইয়া ভেরী বেগে কহিল বচন,
স্কটিস্ প্রবীর যত শুনিল তখন,
মাস্‌গেরেভের হয়ে তখন আহ্বানি
ডিলোরেনে, মহাবীর ভয়ে নাহি মানি,
স্কটগণ-পদে এক দস্তানা রাখিল,
মল্লযুদ্ধ কথা শেষে কহিতে লাগিল।

৯০

"রঙ্গভূমি মধ্যে যদি মাসগ্রেভ বীর,
ডিলোরেন নাইটেরে করে পরাজিত,
যুবক কাশ্মীর-স্বামী সহজে সুধীর,
বংশের প্রতিভূ হয়ে থাকিবে বিনীত,
মাস্‌গ্রেভ হারে যদি ডিলোরেন-পাশে,
ডিলোরেন স্বাধীনতা পা ব অনায়াসে।

৯১

"ঘটুক না যাহা কেন ইংরেজ নিচয়,
অক্ষত, না ক্ষতি করি যাইবে আলয়,
কুশলে যাইবে ফিরে আপনার দেশে,
কাম্বার্লাণ্ডে যেন কভু নহে রণবেশে,

নিকটে সহায় বল না জানি তখন,
সম্মতি দিলেন ইথে স্কটনেতৃগণ,

৯২

কাশ্মীরের কর্ত্রী কিন্তু করিল বারণ।
যদিও এদের ছিল বীরান্তঃকরণ,
জেড্‌উড লুঠ যবে ইংরেজেরা করে,
রাজপ্রতিনিধি কার্য্যে নিন্দার্হ সময়ে,
নিশ্চয় জানিবে এই গৃহিণী মহতী,
সাহস করেনি স্পষ্ট বলিতে সম্প্রতি

৯৩

মন্ত্রবিদ্যা কথা তন্ত্রবিদ্যা কথা তায়,
জানিল প্রভাবে যার আসিছে সহায়,
কথাবার্ত্তা স্থির হোলো সকলে সম্মত,
রঙ্গস্থল করা হবে বীর-মনোমত,
প্রাসাদ সম্মুখে এক ক্ষেত্রের উপরে,
নির্দ্দিষ্ট হইল স্থান মল্লদের তরে।

৯৪

নিরস্ত্র, লইয়া করে স্কটিস্‌ কুঠার,
দশ দণ্ড বাকী যবে থাকিবে নিশার,
ডিলোরেন আসিবেন যদি রোগমুক্ত,
নতুবা তাহার স্থলে লোক উপযুক্ত,
আপনে রক্ষিতে আর প্রভুরে রক্ষিতে,
সাহসিক মাস্‌গ্রেভে আর পরাজিতে।

৯৫

জানি আমি সুনিশ্চয় বহু কবিগণ,
প্রকাশে নিজের গানে এযুদ্ধ কথন,
বলে তারা মল্লযুদ্ধ হয়োপরি হবে,
পূর্ণগতি অশ্বে চড়ি মল্লগণ রবে,
তরবারি তূণ বর্শা তাহারা ধরিবে,
সংলগ্ন এসব অস্ত্র যুদ্ধেতে ভাঙিবে।

৯৬

সানন্দ গায়ক মোর এপথ-দর্শক,
পাইয়াছি শিক্ষা আমি যখন যুবক,
সর্ব্বদা এরূপ যুদ্ধ কি প্রকারে হয়,
জানিতেন তিনি ভাল নিশ্চয় নিশ্চয়,
অর্চিবল্ড মহাত্মার যুদ্ধের নিয়ম,
ডোগ্লাসের কাছে ছিল যেরূপ ধরম।

৯৭

উদ্ধত স্বভাবে যদি কেহ ব্যঙ্গ করে,
কিম্বা যদি গালি দেয়, তিনি ক্রোধভরে
ত্যজেন বিপক্ষোদ্দেশে এরূপ বচনে,
আসুক করুক যুদ্ধ বিরলে মৎসনে,
উপহাসে এককালে অতি ক্রোধ করি,
লইলা রিউন গায়কের প্রাণ হরি!

৯৮

টিভিয়টকূলে মাতি ঘোরতর রণে,
উভয়ের রক্তপাত করিলা দুজনে,
কণ্টক বৃক্ষের তলে দেখিবে এখন,
রয়েছে শত্রুর তার কবর স্থাপন,
হায় সে শান্তির কথা কেন বা বলিব,
বলি, গুরুহত্যা পাপ-সংস্পৃষ্ট হইব?

৯৯

তাঁহার যে দণ্ড দেখি উস্‌নাম সুন্দরী
সকলে, ছিঁড়িল কেশ পরিতাপ করি,
নিষ্পেষিল হস্তে আর গায়কের তরে,
জেড্‌উড এয়ারেতে মহাজন মরে,
তাঁহার মরণ হোলে শিষ্যেরা মরিল,
অভিমানে যেন তারা মহীরে ত্যজিল।

১০০

পাপ-দেহ মোর তাই রহে বিদ্যমান,
একাকী এখন আমি করি যুদ্ধ-গান,
কি দুঃখ আমার কহ চিন্তিয়া আমারে,
আর কি প্রাচীন গান পাব শুনিবারে,
ভ্রাতা কবিগণ যবে হইয়াছে হত,
কেননা তখন মোর ঈর্ষা হবে গত?

১০১

নিবর্ত্তিলা কবি ; হৃষ্টা রমণী সকলে,
প্রশংসিল গানে তাঁর মহা কুতূহলে,
বিবিধ কথায় পুন উৎসাহ কথায়,
তুষিলেন কবিজনে সারল্যে দয়ায়,
ডিউক-পত্নীরা সবে বিস্ময় মানিল,
কবিজন যবে গানে কহিতে লাগিল—

১০২

লোকের অজ্ঞাত সেই কার্য্য পুরাতন,
কলহ বিষয় যাহা নাহিক স্মরণ,
কাননের কথা যথা সহর নির্ম্মিত,
মন্দিরের কথা এবে শ্বাপদ-আশ্রিত,
রীতির বিষয়—এবে নহে প্রচলিত,
যোধের বিষয়—এবে কবরে শয়িত !

১০৩

প্রতিকূলা কীর্ত্তি স্বেচ্ছাচারিণী এখন,
করে কি তাদিগে ইষ্ট স্থান বিতরণ ?
বহু কষ্ট করি তারা পায়নি যে মান,
চাটুকার জনে এবে সে মান বিধান !
নিশ্চয় এখন বটে আশ্চর্য্য বিষয়,
এব্যক্তি তাদের কীর্ত্তি গানেতে ঘোষয় ।

১০৪

হাসিলেন কবি হেথা আনন্দিত-মন,
প্রশংসাতে তুষ্ট নহে কবি কোন্ জন ?
পরিশ্রমী তাহাদের নির্ম্মল-হৃদয়.
তুচ্ছ প্রশংসাতে তারা সদা সুখী হয়,
কাব্য গ্রন্থ বার্দ্ধক্যেতে যদি কেহ করে,
উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা তবু নরে নাহি মরে ।

১০৫

নিস্তেজ কল্পনা-স্রোত প্রশংসা-বর্দ্ধিত,
উৎসাহ পাইয়া যথা দীপ্ত উদ্দীপিত,
হাসিয়া কহিল বৃদ্ধ কর অবধান,
আরম্ভিল আর তার দীর্ঘীকৃত গান ।

পঞ্চম কাণ্ড।

১

কে বলে ইহারে তুচ্ছ ঃ—ভ্রমে কি তাহারা?
বলে যারা কবিপ্রিয় কবির মরণে,
ম্রিয়মাণ এস্বভাব কাঁদে ভক্তহারা!
না হয় বিমুখ তার শ্রাদ্ধ সমাপনে,
বলে যারা নগচূড়া, গুহাদেশ তার,
সে কবির জন্য কাঁদে পাইয়া বিকার।

২

বলে যারা নদীরূপে পর্ব্বত ক্রন্দনে,
গন্ধরূপে পুষ্প করে অশ্রু বিসর্জ্জন,
বলে যারা কবিপ্রিয় দুঃখী কুঞ্জবনে,
উত্তরে গভীর কাঁদি যতেক চন্দন,
বলে যারা নদীগণ শিখায় যতনে,
গাইতে দুঃখের গান যত ঊর্ম্মিগণে।

৩

নিশ্চয় পারে না এরা সমাধি উপরে,
বিলাপিতে অচেতন মৃতব্যক্তি তরে,
কিন্তু স্রোতস্বতী বন অথবা পবন,
করে দুঃখ শব্দ দুখে করিয়া শ্রবণ,
তাদের বিলাপ, যারা হইত বিস্মৃত,
যদি না কবির গানে থাকিত জীবিত।

৪

কবি হয় যাহাদের জীবন-প্রভব,
কবি সনে মৃত্যু যারা করে অনুভব,—
যুবতীর আত্মা এবে প্রেত নিরাকার,
কাঁদে দেখি লুপ্ত তার সে প্রেম ব্যাপার,
বৃক্ষ হতে ফুল হতে করয়ে ক্রন্দন,
কবির উপরে যাহা হয় গো পতন,

৫

নাইটের আত্মা এবে ত্যজিয়া আকার,
দুঃখ করে প্রান্তরেতে রণক্ষেত্রে তার,
পবন উপরে চড়ি দুঃখ-গান-গায়,
বেড়ায় সতত আরো যথায় তথায়,
সেই বীর সদা যার যুদ্ধ বিচরণ,
রণময় গানে সদা হয় প্রকটন,

৬

তুষার আবৃত নগে উঠিয়া এখন,
দেখিছে রাজত্বে—পূর্ব্বে ছিল যা আপন
মরণে তাহার এবে নাহিক প্রভেদ,
সে পদ ক্ষমতা তার পেয়েছে নির্ব্বেদ।
দেখিয়া কাঁদিছে দুঃখী নির্জ্জন গুহায়,
রোদনে তাহার দেখ নদী বৃদ্ধি পায়।

৭

সকলেই কাঁদে তারা ব্যাকুল এখন,
দেখি কবিবীণা ছিন্ন তাহার মরণ।
থামেনিক আক্রমণ এখনো যখন,
সন্ধি কথা যখনও হয়নি স্থাপন,
কাশ্মীরনিবাসী সবে মন্দিরে উঠিলা.
আসিছে বহুল সৈন্য দেখিতে পাইলা।

৮

সৈন্য-পদধূলি মেঘ হোলো দরশন,
অশ্বপদ-শব্দ হোলো অস্পষ্ট শ্রবণ,
সৈন্যদল দেখ সবে ধূলায় ধূসর,
উজলিছে থাকি থাকি পেয়ে দিনকর,
রণময়ী ধ্বজা সব স্পষ্ট প্রকাশিল,
কাশ্মীর রক্ষিতে যত মিত্রেরা আসিল।

৯

কি কাজ কহিয়া কত সাহসিক বংশ,
মধ্য মার্চ্চ হতে এই কাশ্মীরে আসিল,
রুধির-হৃদয় লয়ে সৈন্যমুখ-অংশ,
ডোগ্লাসের ভয়ঙ্কর নাম জানাইল,
কি কাজ কহিয়া আর সে অশ্বদলন ?
সপ্ত বর্শা পাঠায়েছে ওয়েডর্ বরণ,

১০

সমরের তরে ব্যূহ তাহারা করেছে,
তূণ হতে সুইণ্টন মহাস্ত্র তুলেছে,
এই বাণে পুরাকালে বীর মহাশয়,
ক্লারান্সকে করেছেন যুদ্ধে পরাজয়।
কি কাজ কহিয়া আর বীর কত শত,
লামার্মুর, মার্স্ হতে হতেছে আগত।

১১

টুইডের তীরবাসী কত সৈন্যচয়,
ডান্বারের চিহ্ন লয়ে সমাগত হয়।
আসিতেছে হেপবার্ণ এদলে মিশিয়া,
সমুন্নত পর্ব্বতের উপরে ভ্রমিয়া,
বীরপদ-ভরে পৃথ্বী পাইলেক ভার,
"হোম্ হোম্" বলি তারা করিল চীৎকার।

১২

কাশ্মীর করিল বহু নাইট প্রেরণ,
মিত্রদলে সাদরেতে করিতে গ্রহণ,
ইহাদের মধ্যে ছিল সেনাপতি যত,
অর্চ্চিল নাইটকুল সবে বহুমত,
এসন্ধির কথা আর তাদের কহিল,
মল্লযুদ্ধ দিন কবে তাহা জানাইল,

১৩

(মাস্গ্রেভ্, ডিলোরেন্ মল্ল দুই জন।)
করিল কাশ্মীর কর্ত্রী সবে অভ্যর্থন,
যেন তারা মল্লযুদ্ধ করয়ে দর্শন,
স্বীকারে করিতে সবে কাশ্মীরে ভোজন,
প্রেমে মাতি আরো তথা সুহৃদ্ভাবে মাতি,
সম্ভাষিয়া স্কট্গণে তুষিলা অরাতি।

১৪

ইংরেজ সকলে ভোজে করিল আহ্বান,
তাদের ডাকিতে চলিলেক দাওয়ান,
ডাকিতে গেলেম তিনি ভদ্রয়ানা করে,
শত্রুদলে আহ্বানিতে কাশ্মীর ভিতরে,
তাঁহার প্রার্থনা এই হাউয়ার্ড শুনিল,
সাহসী নাইট এর হতে কেবা ছিল ?

১৫

নিরস্ত যখন তিনি, নাহি যবে রণ,
বিনম্র স্বভাব তিনি ভদ্রের ভূষণ,
সদা ক্রোধী সেই মূঢ় ডেকার দুর্জ্জন
দলিয়া প্রার্থনা. রহে শিবিরে তখন,
হয়ত হে দেবি তুমি হেথা জিজ্ঞাসিবে,
বিপক্ষ এ দুইদল কেমনে মিশিবে ?

১৬

উভয়ে উভয়ে যারা সতত ঘৃণিত,
এখন তাহারা পুন হবে একত্রিত ?
সামরিক আত্মা লয়ে মাতি মহারণে,
রক্তস্রাব মহা ক্রোধ ত্যজিবে কেমনে,
লুঠিয়াছে মারিয়াছে উভয়ে উভয়,
জাতি ধর্ম্মে ব্যবসায়ে যারা অরি হয়,

১৭

সেই তারা মিশিয়াছে টিভিয়ট-তীরে,
সেই তারা ডুবায়েছে যুদ্ধ হর্ষ-নীরে,
ভয় ক্রোধ তারা করিয়াছে বিসর্জ্জন,
বিদেশেতে মিলিয়াছে যেন ভাতৃগণ,
সেই হস্ত এই যাহা বর্শা ধরেছিল,
এখনো যাহাতে তথা বর্ম্মচিহ্ন ছিল ;

১৮

সন্তাবেতে ন্যস্ত হোলো বিপক্ষের করে,
শিথিলিল মুখ-জাল দেখ সব নরে,

অনেকে অনেকে নিজ বান্ধব দেখিয়া
করিল ভোজন সঙ্গে আহ্লাদে মাতিয়া,
কেহ বা মদ্যের বাটী সবে চালাইল,
কেহ পাশা দাবা খেলি দিন কাটাইল।

১৯

কেহ বা আহ্লাদময় করি মহাধ্বনি,
মহোৎসবে মাতে যথা মাতিল তেমনি,
কিন্তু সবে জানিবে গো এরাই নিশ্চয়,
মাতিবে সমরে যদি ভেরীশব্দ হয়,
উভয় বিপক্ষদল এবে একত্রিত,
উভয় বিপক্ষ-হস্ত এবে মিত্রীকৃত,

২০

তখনি করিবে ক্ষেত্র রক্তেতে প্লাবিত,
টিভিয়টে হর্ষশব্দ হতেছে উত্থিত,
উচ্চতর রণশব্দে হয়ে বিদূরিত,
মৃতের অস্পষ্ট শব্দে হয়ে অপনীত।
এই যে ছুরিকা সবে করিছ দর্শন,
যাতে খাদ্য কাটি সবে করিছে ভোজন,

২১

এখনি হইবে রক্ত কোষেতে আবৃত,
সন্ধি হতে এবিগ্রহ নহে অপ্রাকৃত,
আশ্চর্য্য ইহারে কেহ বলে না কখন,
বর্ডারে সতত ইহা হয় গো ঘটন,
তথাপি কাশ্মীরে এবে কাশ্মীর সহরে,
বিগ্রহ ঘুচিল হর্ষ করে সব নরে।

২২

সত্য বটে দিন গেল প্রদোষ আসিল,
দিন গেল বটে কিন্তু উৎসব রহিল,
লৌহবারে বিরচিত বাতায়ন দিয়া,
ঝকৃর্মকে ঝাড় সব হর্ম্ম্য উজলিয়া,
মহোচ্চ কাশ্মীর সেই প্রাসাদ সুন্দর,
বিভক্ত করেছে যাহা সুস্তম্ভ নিকর,

২৩

চিত্রিত বরগা তার বাজিল তখন,
গানশব্দে প্রতিহত বাজিল বাসন,
অন্ধকার ক্ষেত্রেতে আবার বহুবার,
"হেথা এস" "কোথা গেলে" হইল চীৎকার,
সার্থভ্রষ্ট কোন জনে সৈন্যেরা যখন,
ডাকিল সঙ্কেত বাক্য করি উচ্চারণ।

২৪

সিধুপানে মত্ত কত শত যোদ্ধৃজন,
প্রশংসিল ডোগ্লাসেরে ডেকারে তখন,
ক্রমেতে রজনী যবে বাড়িতে লাগিল,
তার সঙ্গে এ চীৎকার মিশায়ে যাইল,
কাশ্মীর পাহাড়ে তুমি কি শুনিবে আর,
বিনা টিভিয়ট্ শব্দ মৃদুভাব যার,

২৫

বিনা প্রতিহারি-ধ্বনি, যখন সে জন
অংশীদারে নিজভার করে সমর্পণ ?
অথবা সে শব্দ বিনা কাশ্মীর নিম্নেতে,
উত্থিত হতেছে যাহা হাতুড়ি ঘায়েতে,
কেননা ব্যাপৃত তথা আছে সব নর,
কাষ্ঠ আর রেন্‌বহু নির্ম্মিতে তৎপর ?

২৬

রঙ্গ ভূমি এতে জান আটক হইবে,
যাহাতে বীরেরা মল্লযুদ্ধেতে মাতিবে,
উঠিলেন মার্গারেট্ কামিনী রঙ্গেতে,
না দেখিয়া মাতৃক্রোধ তাঁর অপাঙ্গেতে,
অথবা উঠিয়া তিনি করিলে গমন,
বক্ষেতে চাপিল শ্বাস বহু যুব জন।

২৭

অসংখ্য যুবার ছিল চির অভীপ্সিত,
কাশ্মীর-সুন্দরী-পাণি করিতে গৃহীত,
ব্যাকুলিতা তিনি, মন তাঁহার চিন্তিত,
নিজ কক্ষে নিজে ধনী করিলা শায়িত,

ছিক হলেন তিনি গাঢ় নিদ্রাগত,
মল শয্যায় তন্বী উঠিলা সতত।

২৮

ভাত দেখিলা শেষে করি গাত্রোত্থান,
ন্যে সকলে কিন্তু রয়েছে শয়ান,
চ শত বীর যোদ্ধা রয়েছে নিদ্রিত,
থমে হইলা দেখ সুন্দরী উত্থিত,
খিলা উঠিয়া বামা অন্তর অঙ্গণ,
াসাদ পার্শ্বেতে যাহা হতেছে দর্শন।

২৯

থায় অশ্বের শব্দ অশ্বের দলনে,
াদিয়াছে সারাদিন অতি কষ্ট মনে,
দুখিলা নিস্তব্ধময় তথাপিও হায়,
ন্ ঝন্ শব্দ দেখ দূরে শুনা যায়,
ীরবেশে এক জন ওই কে আসিছে,
ভূষিত মস্তক যুবা ওই যে তুলিছে,

৩০

সদয়া ঈশ্বরী মেরী! প্রাণনাথ নাকি!
নিরাপদ যথা তিনি উস্‌নামে থাকি,
শত্রুর কাশ্মীর হর্ম্যে ভ্রমেন একাকী,
নির্ভয় পদেতে যেন নহেন বিপাকী,
নারিলা সুন্দরী ভীতা করিতে ইঙ্গিত,
কি জানি কি হবে সবে রয়েছে নিদ্রিত!

৩১

সহসা উঠিয়া তাঁর নাশিবে পরাণ!
মূল্যবান মুক্তা করে মেরী পরিধান,
মার্গারেট অশ্রু তাহা হতে মূল্য যার,
পারে কি গো এক দিনো রক্ষিতে সংহার,
কি বিপদ তার কিন্তু – জানিহ নিশ্চয়,
অদ্ভুত মন্ত্রের বল ব্যর্থ নাহি হয়,

৩২

বালক ভৃত্যের—যেই শঠ অতিশয়—
প্রভুতে সে মন্ত্রবল ভূত প্রদর্শয়,

আশ্চর্য্য! মন্ত্রেতে হল সাহসী নাগর,
হার্মিটেজ সমাগত কোন বীরবর,
প্রতিহার-ভূমি বীর করি উত্তরণ,
বিনা বিসম্বাদে উত্তরিলা সে প্রাঙ্গণ।

৩৩

প্রকৃতি যথায় বহু ছিল উপস্থিত,
কি কুহকে পারে কোন্ শক্তির সহিত,
অঙ্কিতে সুন্দরী সেই বামার নয়ন,
দেখিয়া চিনিয়া প্রাণনাথেরে তখন,
ভয়েতে বিস্ময়ে তিনি হয়ে অভিভূত,
নারিলেন নাথ কাছে হতে অভিদ্রুত।

৩৪

কন্দর্পের বলে এরা হইল বিজিত,
দেখিলা সুন্দরী নাথ পদেতে পতিত,
জানি না কি অভিসন্ধি মন্দ অভিপ্রায়,
ছিল সে হিংস্রক দুষ্ট ভূত মনে হায়,
যাহাতে ঘটালে এই সুখের দর্শন,
অনুভূত স্বর্গ-সুখ প্রেমেতে যখন।

৩৫

মৎসরী যখন ভূত হয়েছে প্রমাণ,
কেমনে সে এতে করে হর্ষ অনুমান,
অথবা হইতে পারে ভূত দুষ্টাশয়,
ভেবেছিল ভ্রান্ত প্রেম ঘটাবে নিশ্চয়,
দুঃখ, পাপ, ঘৃণিত লজ্জায় পরিশেষে,
ক্রানষ্টনে মারিবেক সে পাপ আবেশে।

৩৬

সুন্দরী কামিনী পরে সেই প্রেমবশে,
পাইবে বিষম লজ্জা হারাইবে যশে,
পার্থিব বিক্রম কিন্তু সক্ষম কি করে,
বলিতে প্রেমের ভাব প্রেমিক অন্তরে?
পবিত্র যে প্রেম ঈশ করেন বিধান,
করেন কেবল তাহা মানুষে প্রদান।

৩৭

মাতালের মত্তভাব নহেক ইহার,
আগ্রহ যাহার শীঘ্র করে পলায়ন,
উৎকট বাঞ্ছাতে ইহা থাকে না আবার,
মলেও ইহার নাহি নিবৃত্তি কখন,
হায় রে প্রেমের ভাব আন্তরিক ভাব,
কোমল রেশম কিম্বা সুবর্ণ স্বভাব।

৩৮

হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম মনেতে মনেতে,
বাঁধে নরে একেবারে সুদৃঢ় বাঁধেতে।
মার্গারেট ক্রানষ্টনে ত্যজিয়া এখন,
শুনহ এখন সবে যুদ্ধ-বিবরণ,
শৃঙ্গধারী করিলেক শৃঙ্গের নিনাদ,
রণভেরী শুনি সবে হইল উন্মাদ।

৩৯

শীঘ্র তবে মল্লযুদ্ধ করিতে দর্শন,
রঙ্গভূমে সাজি সবে হোলো উপনীত,
চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হোলো বহু বর্ষাগণ,
পত্রহীন বৃক্ষ যেন এট্রিকেতে স্থিত,
কাশ্মীর প্রাসাদে তারা চাহিতে লাগিল,
দেখিতে মল্লেরা কোন্ সময়ে আসিল।

৪০

পরস্পর প্রিয় যোদ্ধা লইয়া তখন,
বীরেরা করিল বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভণ,
কাশ্মীর-কামিনী এবে হইল আকুল,
উপস্থিত হোলো শেষে বিপদ-সঙ্কুল,
ডিলোরেন পরিবর্ত্তে কে করিবে রণ,
হার্ডেন্ করিবে কিম্বা বীর আর্লষ্টন্।

৪১

সম্পর্ক দেখায়ে কিম্বা দেখায়ে সদ্ভাব,
পরস্পর দেখাইল বিপক্ষে বিভাব।
এইরূপ কলহ হয়নি বহুক্ষণ,
ডিলোরেন ওই নিজে করে আগমন,
দুর্দ্ধর্ষ দেখান তাঁরে ক্ষত হতে মুক্ত,
শরীর তাঁহার সব কবচেতে যুক্ত।

৪২

আসিয়া ধরিল নিজ যুদ্ধের সে মান,
কামিনী অব্যর্থ মন্ত্র করিলেক জ্ঞান,
কলহ ত্যজিল আর যত বীরগণ,
রঙ্গভূমে মল্লদ্বয়ে করিল গ্রহণ,
মহতী দেবীর সেই রেশমের রশি
ধোরে তাঁরে আনিলেক হাউয়ার্ড্ সাহসী

৪৩

বর্ম্মহীন তাঁর পার্শ্বে বেড়াতে বেড়াতে,
কহিলেক যুদ্ধকথা সুসভ্য ভাষাতে,
মহার্হ বসন তার—গ্রীবা আবরণ,
চর্ম্মের কুতনী পরে করিছে শোভন,
অস্ত্র করা যাহা ছিল শাটিনে কর্ত্তিত,
পিঙ্গল পাদুকা কাঁটা স্বর্ণ সুনির্ম্মিত।

৪৪

পোলাণ্ড-ঊর্ণাতে তার অঙ্গরক্ষীকৃত,
মোজা তার রৌপ্যময় জরিতে জড়িত,
মার্চ দস্যু অনুভূত বিল্‌বোয়র্ অসি,
কটিতে প্রশস্ত কটিবন্ধ রাখে কশি,
ইতর ভাষাতে তাই জানিবে নিশ্চয়,
"কটিবন্ধ উইল্" হাউ্য়ার্ড্ নাম হয়।

৪৫

হাউয়ার্ড্ পশ্চাতে আর কামিনী পশ্চাৎ
মার্গারেট আসিলেন সুন্দর ঘোড়াতে,
শ্বেত নাসা আবরণ, মুখ-আবরণ,
সুসিত গোলাপ মাল্য করেছে বর্দ্ধন,
নীলাভ তাঁহার আলুলায়িত কবরী,
পায়ের রুমাল তার ভুমির উপরি।

৪৬

মহান্ আঙ্গাস্ বসি তাঁহার পাশেতে
উৎসাহ দিলেন তাঁরে সদুপদেশেতে,

টাহার সাহায্য বিনা দেখ বিড়ম্বনা,
সুন্দরী নারিল রশ্মি করিতে যোজনা,
আস্‌ঙ্গাস্ বুঝিলা বামা হইয়াছে ভীত,
দেখিতে সে যুদ্ধে মল্লদ্বয়ে একত্রিত।

৪৭

ভয়ের কারণ কেবা জেনেছে তখন,
উদ্বিগ্ন কেবল মাত্র সুন্দরীর মন,
বসিল সমাতৃবামা সিংহাসনোপরে,
আহা! সেই রঙ্গভূমি সমুজ্জ্বল করে,
বক্লুর দায়াদ হোলো জয়-পুরস্কার,
আনিল ইংরেজে তারে নিকটে সবার।

৪৮

সাক্সনী বালক নিজ দশারে ভুলিয়া,
রহিল দেখিতে রণ উৎসুক হইয়া,
নাইটের দর্পে দর্পী রঙ্গভূমে রঙ্গে,
উদ্ধত ডেকার, হোম, বেড়ায় তুরঙ্গে,
লৌহদণ্ড করিয়াছে ইহারা ধারণ,
করে যথা রণক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দগণ।

৪৯

প্রত্যেক মল্লেরে করি যথোচিত মান,
সূর্য্যতাপ বায়ুসুখ করিল বিধান,
দূত সুগভীর স্বরে করিল ঘোষণ,
রাজা, রাণী, নেতৃনাম করিয়া গ্রহণ,
নহেক কাহার জেন, এ অনুমোদিত,
আকার প্রকারে সেই করিয়া ইঙ্গিত

৫০

সহায়তা করিবেক কোন মল্লজনে,
বিষম বিপাকে পড়ি মরিলে জীবনে,
নিস্তব্ধ হইয়া সবে একথা শুনিল,
পরিশেষে দূতদ্বয় কহিতে লাগিল,

৫১

ইংরেজ দূত—

"রিচার্ড মাস্‌গ্রেভ্ রহে দাঁড়ায়ে এখানে,
সমর্থ, বিশ্বাসী মল্ল, সৎকুল সম্ভুত,
দোষী ডিলোরেন্ হতে শোধের আদানে,
করিতে উৎকট দ্বেষ আরো দূরীভূত,
বলিছেন তিনি এই ডিলোরেন্ স্কট,
বর্ডার আইন মতে কৃতঘ্ন শঠ,
বলিছেন, করেছেন অসির আশ্রয়,
প্রমাণিতে ইহা ঈশ হউন সদয়।"

৫২

স্কট দূত—

"হেথায় দাঁড়ায়ে রহে ডিলোরেন বীর,
বিশ্বাসী সৎকুলজাত রণেতে সুস্থির,
বলিছেন ইনি কভু ধরি রণ সাজ,
কখন করেন নাই ঘৃণিত কুকাজ,
বলিছেন আরো, ঈশ হউন সদয়,
করিবে মাসগ্রেভে বীর প্রমাণ নিশ্চয়,
তিনি তো নহেক দোষী এদোষে কখন,
মাস্‌গ্রেভ বলিতেছে অলীক বচন।"

৫৩

ডেকার প্রভু—

"আরম্ভহ রণ মল্ল সাহসী দুজন,
কোথা তূরীধারী তূরী করহ বাদন!"

৫৪

হোম প্রভু—

"করিবে নির্দ্দোষী মল্লে ঈশ্বর রক্ষণ!"
টিভিয়ট তব তীরে হইল সে স্বণ,
তূরীর শব্দেতে যবে শৃঙ্গের নিনাদে,
ফেলিলেক বীরদ্বয়ে রণবিসম্বাদে,

রঙ্গ মধ্যে চর্ম্ম লয়ে বীর দুই জন,
সাবধানে করিলেক স্বপদ ক্ষেপণ,
সীমন্তিনীগণ মোর না হয় উচিত,
তোমাদের সুখী কর্ণে করিব বিব্রত,

৫৫

কিরীট ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ লাগিয়া অস্ত্রেতে,
কেমন সে নদী হোলো রক্তের স্রোতেতে,
কেন না উৎকট এই সংগ্রাম নিশ্চয়,
উভয় মল্লের মধ্যে কেহ ন্যূন নয়,
যদ্যপি তোমরা হতে মহাবীর জন,
বর্ণিতাম ভালরূপে একথা তখন।

৫৬

কেননা দেখেছি রণে বিদ্যুৎ কিরণ,
বেয়োনেট-ফলা আমি করেছি দর্শন,
দেখেছি লোহিত লোহে হয়েরে ছুটিতে,
করিয়াছি ঘৃণা যুদ্ধ ত্যজিতে ত্বরিতে,
মরিতে নাহিক ভয় জীবনে প্রয়াস,
আহা হা যুদ্ধেতে বীর পাইলা বিনাশ !

৫৭

বিষম আঘাতে ক্ষেত্রে হয়েছে পতিত,
বৃথা চেষ্টা, মাসগ্রেভ ! হইতে উত্থিত,
আরকি উঠিতে তুমি পারিবে এখন,
রক্তেতে আপ্লুত—যাক কোন বন্ধুজন,
মুখাবগুণ্ঠন করিবারে বিবরিত,
গ্রীবা-আবরণ আঁটা তথা এলায়িত।

৫৮

তাঁহারে ফেলিতে দিক নিশ্বাস প্রশ্বাস,
কিম্বা কাজ নাহি তারে নাহিক বিশ্বাস,
যাও পুরোহিত তুমি যাও হে ত্বরিত,
তথায় যাইয়া কর উচিত বিহিত,
করহ তাহারে যত পাপেতে মোচন,
করুক অভাগা আহা ! স্বর্গেতে গমন।

৫৯

ত্বরায় চলিল তবে শুচি পুরোহিত,
অনাবৃত পদ হোলো রুধিরে রঞ্জিত,
রঙ্গভূমে চলিলেন সত্বর যখন,
উচ্চ নাদে মন নাই না করি শ্রবণ,
(প্রবুদ্ধ এ ভেরীশব্দ জয়ের কারণ).
করিলা পতিত বীরে ধরি উত্তোলন।

৬০

আহা ! সে সুসিত শ্মশ্রু শোভিল কেমন
তার কাছে বসি সিদ্ধ ভজিল যখন,
শূলবিদ্ধ যীশুমূর্ত্তি ধরিয়া করেতে,
এখনো ধরিছে সিদ্ধ বীরের চক্ষেতে,
এখনো করিছে বৃদ্ধ কর্ণে অবধান,
শুনিতে অস্পষ্ট প্রায়শ্চিত্তের বিধান।

৬১

এখনো পতিত তারে করিছে ধারণ,
এখনো যখন আত্মা করে পলায়ন,
পারত্রিক সুখ আশা দিতেছে তাঁহায়,
বলিছে করিতে ভক্তি ঈশ্বরের পায়,
ভজিলেক বীরবর—অস্পষ্ট সে স্বর,
মাসগ্রেভ্ বিমুক্তক্লেশ গেলা যমঘর।

৬২

ক্লান্ত হয়ে বীর হেথা যেন ঘোররণে,
শোচনীয় দৃশ্যে কিম্বা চিন্তি মনে মনে,
নিস্তব্ধ হইয়া জয়ী যোদ্ধা দাঁড়ায়েছে,
বীবর উষ্ণীষ তার মস্তকে রয়েছে,
জয় শব্দে তিনি কভু নহেন চকিত,
বন্ধুকর-মর্দ্দন নহেক অনুমিত।

৬৩

দেখহ আবার ওই কি শব্দ উঠিল,
কেন বা সহসা সবে আশ্চর্য্য মানিল,
স্কট্‌গণ মধ্যে কেন হোলো কোলাহল ?
দলবদ্ধ হয়ে স্কট ছিল যে সকল,

সত্বর হইয়া তারা মুখ ফিরাইল,
অর্দ্ধোলঙ্গ বিভীষণ জনেকে দেখিল।

৬৪

প্রাসাদ হইতে সেই ত্বরায় আসিছে,
মুখে আটক দেখি দন্তেতে লম্পিছে,
ক্ষিপ্ত তথা ম্লান তারে তখন দেখাল,
অস্থির তাঁহার কষ্ট বিষম বিশাল,
অবশেষে চিনিলেক যত স্কটগণ,
আসিতেছে ডিলোরেন বীর মহাজন।

৬৫

দেখিয়া কামিনী সবে উঠিলা আসনে,
দেখিয়া উঠিলা শীঘ্র নেতৃবৃন্দরণে,
জিজ্ঞাসিলা—"কেবা তুমি কহ সবাকারে,
কে তুমি জিনিলা যুদ্ধে এরূপ প্রকারে?"
তৎক্ষণে বীরবর মুকুট খুলিলা,
"ক্রানষ্টন বীর আমি" বলি উত্তরিলা!

৬৬

"উদ্ধারিতে বালকেরে করিয়াছি রণ;"
বলিয়া মাতারে পুত্র করিল অর্পণ,
উদ্ধারিত-পুত্রে মাতা করিল চুম্বন,
করিল সতত তারে বক্ষেতে রক্ষণ,
যদিও উপরে তিনি না ছিলেন ভীত,
অন্তর তাঁহার কিন্তু সর্ব্বদা কম্পিত।

৬৭

তথাপিও ক্রানষ্টনে না করি সম্মান,
যদিও পদেতে বীর হইলা শয়ান,
চাহিলা বলিতে তবে কি কথা হইল,
হাউয়ার্ড ডোগ্লাস কিম্বা হোম্ কি বলিল,
কেননা হাউয়ার্ড ছিল মহান্ সজ্জন,
বংশের সকলে মিলি করিল ভজন,

৬৮

মহতী-কাশ্মীর কর্ত্রী কলহ ত্যজিবে,
ক্রানষ্টনে মার্গারেটে পরিণয় দিবে,
চাহি তবে বামা নদীপ্রতি গিরিপ্রতি,
ভাবিলেন তাহাদের ভবিষ্যৎ-বাণী,
অবশেষে হইলেন মহা ক্রোধবতী,
"নারিস্ করিতে বশ তোরা ক্ষুদ্রপ্রাণি।

৬৯

"এখন সে তারারাজি হইয়া সদয়,
টিভিয়ট কাশ্মীরেতে হউক উদয়,
হইয়াছে দর্পচূর্ণ প্রেমের কারণে।"
ধরিলেন মার্গারেটে সাদরে তৎক্ষণে,
শ্বাসবদ্ধা সুকম্পিতা নহে ব্যবস্থিতা,
করিলেন ক্রানষ্টন বীরেরে অর্পিতা।

৭০

"অবিশ্বাস কিছু মোর নাহিক তোমায়,
তুমিও বিশ্বাস কর এখন আমায়,
ইহাই হউক আমাদের পত্র স্থির,
সম্বন্ধ হইল আজি, যত সব বীর,
যতেক মহৎ জন ভদ্রের সন্তান,
করুন তোমার বীর বিবাহ-সম্মান।"

৭১

রঙ্গভূমি যবে বীর সকলে ত্যজিল,
অজ্ঞাত বিষয় কত কামিনী শুনিল,
ক্রানষ্টন্ ডিলোরেনে হয়েছে যে রণ,
দৈত্যকথা গ্রন্থকথা করিল শ্রবণ,
আহত নাইট-প্রাপ্ত সেই গ্রন্থকথা,
কেমনে সে দৈত্য গেল প্রাসাদেতে তথা।

৭২

প্রভাত সমীরে পুন মায়ার কৌশলে,
কেমনে সে ছদ্মবেশে, ডিলোরেন্ বলে,
(ভূতেতে তাঁহার বেশ করেছে হরণ),
মল্লযুদ্ধ ভার বীর করিলা গ্রহণ;
বহু অংশ তবু তার না হোলো কথিত,
ব্যস্ত বীর বধূ সনে হইলা মিলিত।

৭৩

কাশ্মীর-গৃহিণী কিন্তু নারিলা কহিতে,
তাঁহার সে মন্ত্রবিদ্যা বিনা রজনীতে,
রজনী আসিল বৃদ্ধা ভাবিল নিশ্চয়,
দৈত্য অহঙ্কার তিনি করিবেন ক্ষয়,
লবেন কাড়িয়া গ্রন্থ আপনার করে,
পাঠাবেন মেলরোজে প্রোথিবার তরে,

৭৪

প্রণয়ের কথা আর কাজ কি বর্ণনে,
হইল যে সব যুব-যুবতীর মনে,
মার্গারেট নিজ দুঃখ তখনি বর্ণিল,
দুই বীরে রঙ্গে যবে সমর হইল,
কেমনে তাহার বক্ষ কাঁদিল হাসিল,
কাজ কি বর্ণিয়া—হর্ষে তাহারা ভাসিল।

৭৫

হইবেক যবে দেবি তদীয় মিলন,
অনুভবে জানিবেক এসুখ কেমন।
কোন এক ঘটনাতে ডিলোরেন বীর,
সাংঘাতিক ক্ষত হতে হয়েছে সুস্থির,
শুনিয়াছে স্বপনেতে রঙ্গভূমে হায়,
সাজিয়াছে এক জন তার সাঁজোয়ায়,

৭৬

মাস্‌গ্রেভের সনে পুন করিয়াছে রণ,
ডিলোরেন নাম তার করিয়া গ্রহণ,
তাই সেই রঙ্গভূমে আসিছে নিরন্ত,
তাই সবে দেখি তারে হইয়াছে ত্রস্ত,
ডিলোরেন্-প্রেত তারে করিছে বিশ্বাস,
নহেক মানব নহে রুধির, নিশ্বাস।

৭৭

প্রতিদ্বন্দী পরে তাঁর হয়েছিল ক্রোধ,
যুদ্ধের বৃত্তান্ত শুনি ত্যজিলা বিরোধ,
সম্ভাষিলা বীরবরে অত্যন্ত আদরে,
কাজ কি কলহ দ্বার উদ্ঘাটন করে ?
দ্বেষেতে দূষিত তার নহেক স্বভাব,
যদিও ছিল না সদ্ভাব ভদ্র ভাব।

৭৮

ক'রেনি কখন বীর লুঠে রক্তপাত,
যদি না সশস্ত্র সৈন্য করয়ে আপাত,
অথবা যখন হয় অতি আবশ্যক,
শত্রুরে আঘাত তার অক্লেশজনক,
যদি কোন সাহসিক করয়ে প্রহার,
এখানেও সেই ভাব হইল প্রচার।

৭৯

মাস্‌গ্রেভের বীর যবে দেখিতে লাগিল,
দুঃখেতে হৃদয় তার আচ্ছন্ন হইল,
তথাপি এদুঃখ বীর অনেক চাপিল,
চাপিয়াও পরিশেষে কহিতে লাগিল,—
"থাক তুমি হেথা ওহে মাস্‌গ্রেভ ধীর,
থাক তুমি হেথা মোর বিপক্ষ-প্রবীর !

৮০

আমি যদি মেরে থাকি তব ভ্রাতৃজনে,
শোধিয়াছ তাহা তুমি বন্ধুর নিধনে,
জানি আমি বীর যবে ছিনু কারাগারে,
নওয়ার্থ প্রাসাদেতে তিন মাস কাল,
পারিতাম মুক্ত হতে যে কোন প্রকারে,
কেবল তুমিই বীর ঘটালে জঞ্জাল।

৮১

"এখন মাস্‌গ্রেভ্ যদি যুঝিতাম রণে,
তোমার সঙ্গেতে, যদি থাকিতে জীবিত,
কেই বা সমর্থ বল মোদের লঙ্ঘনে,
কেই বা ছাড়িবে কারে নাহি হোলে মৃত
সুখে থাক এবে তুমি ঈশ্বর-কৃপায়,
জানি তোমা যোদ্ধবর জানি গো তোমায়।

৮২

"উত্তর প্রদেশে নাহি তব সম বীর,
খলীন বরষা কাঁটা লইয়া সুধীর,

তুমিই নিশ্চয় হও যুদ্ধেতে প্রবর,
হৃষ্ট আমি দেখি যবে পশ্চাতে সত্বর,
এস তুমি লুঠকারী মোদের ধরিতে,
বিপথে কুকুর লয়ে দলের সহিতে।

৮৩

বাজাও ভেরীরে, যাহা অভ্যস্ত তোমার,
এখন যদ্যপি কোন বান্ধব আমার,
বিগত মাস্‌গ্রেভ্‌ বীরে বাঁচাইতে পারে,
ডিলোরেন দেবে তাঁর ভূমি সব তারে,
কাঁদিলা এরূপে ;চলে ডেকারের দল,
কাম্বার্লাণ্ডে নিজ দেশে করি কোলাহল।

৮৪

ক্ষেত্র হতে মাস্‌গ্রেভেরে তাহারা তুলিল,
অঙ্গত্রাণ'পরে তারে রক্তাক্ত রাখিল,
চারি চারি বর্ষা'পরে পর্য্যায়ে থুইয়া,
চলিল বীরের দেহ তাহারা লইয়া,
সময়ে সময়ে তবে পবন-ভরেতে,
শুনা গেল দুঃখগান কবির গানেতে।

৮৫

চারি জন পুরোহিত ভূষিত অসিতে,
বীরের আত্মার তরে লাগিল গাইতে,
চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী চলিল চড়িয়া,
বর্ষাধারী চলিল রে বর্ষা লুটাইয়া,
সাহসী নাইটে তারা এরূপে লইল,
লিডেস্‌ডেল উত্তরিয়া লিভেনে চলিল।

৮৬

হল্ম কল্টরেম্‌ স্থানে গীর্জাতে পৌছিল,
পিতার কবরে তারে প্রোথিত করিল,
থামিয়াছে গান তবু বীণার নিক্বণ,
তাদের গতির করে ভাবানুকরণ,
ক্ষণেক দূরেতে, শুনে ক্ষণে সন্নিহিতে,
ক্ষণে সবে শুনে, নারে ক্ষণেকে শুনিতে।

৮৭

পর্ব্বতে ভ্রময়ে ক্ষণে হয় অনুমান,
উপত্যকা মধ্যে কভু হয় ম্রিয়মাণ,
ক্ষণে বোধ হয় পুন গায়ক সুমতি,
পূরিতেছে শূন্য দুঃখ-গানে দুঃখে অতি,
পরিশেষে বোধ হোলো বুজাতে কবর,
গাইল সকলে গান হয়ে উচ্চস্বর।

৮৮

পরে গান শুনি যত রমণী সকল,
জিজ্ঞাসিলা তাঁরে যিনি গীতেতে কুশল
কেন বা বেড়ান দেশে হায় গো যথায়,
না করে আদর মান এহেন তাঁহায়,
কেন না করেন তিনি ইংলণ্ডে গমন,
যথায় সুকবি তিনি পান বহুধন।

৮৯

বীণা-গান প্রশংসায় বৃদ্ধ সুখী ছিল,
(বীণাই তাঁহার এবে সম্বল আছিল),
তবু এ প্রশংসা তাঁর বেশী বোধ হল,
অল্প প্রশংসাই তাঁর বাঞ্ছিত কেবল,
তাহাতে শুনিলা পুন কুৎসিত বচন,
যাহাতে স্বদেশ-নিন্দা হোলো প্রকটন।

৯০

হইল বিরক্ত বৃদ্ধ হইল ক্রোধিত,
উচ্চৈঃস্বরে আরম্ভিল পুনরায় গীত।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

১

আছে কি মানব কেহ হেন মূঢ়মতি,
আপনারে নিজে যেই বলেনি কখন,
এই দেশ, এই মোর দেশ, হর্ষমতি,
অন্তরে হৃদয় যার জ্বলেনি কখন,
গৃহমুখে পদ যবে করে সঞ্চালন,
দূরস্থিত বহুদেশ করিয়া ভ্রমণ ?

২

থাকে যদি কেহ যাও দেখ তারে তথা,
গাবে না কখন গান তার কবিজনে,
হউক সে মহামানী সর্ব্বদা সর্ব্বথা,
হউক সৌভাগ্য-শালী ইচ্ছামত ধনে,
কে গণে তাহার সেই খ্যাতি মান ধন,
স্বার্থপর যদি সেই হয় মূঢ় জন ?

৩

কে দিবে তাহায় বল ঐহিক গৌরব,
অযশেতে মৃত যার — দ্বিমৃত্যু সম্ভব,
প্রকৃত মরণে হবে ধূলাতেই লীন,
অরোদিত অনাদৃত সেই অর্ব্বাচীন।

৪

হে কালিডোনিয়া মাতঃ প্রশস্ত কাননে,
সদয়া কবির প্রতি, পাল কবিজনে,
আছে তব দীর্ঘ মাঠ আছে বহু বন,
আছে তব কত নগ কত প্রস্রবণ,
পৈতৃক স্থানের স্নেহ-বন্ধনে কাটিতে,
কখন কি কেহ পারে এই অবনীতে,

৫

বাঁধে যাহা মাতঃ তব বন্ধুর ভূমিতে,
এখনো যখন দেশে যাই গো ভ্রমিতে,
ভাবি কিবা ছিল আগে আছে বা এখন,
ভাবি আমি হারাইয়া যত বন্ধু ধন,
পাইয়াছি বন্ধু তব স্রোতস্বতী বন,
তাহাদের প্রেমে হই এখন মগন।

৬

এখনো যখন বহু দুঃখেতে পতিত,
এয়ারো নদীর তীরে হই উপস্থিত,
যদিও নাহিক সঙ্গী হায় মোর সনে,
যদিও ক্লেশিত হব শীতল সেবনে,
যদিও হইবে সিক্ত গণ্ডদেশ মোর,
টিভিয়ট্ প্রস্থে শোব এখনো কাতর,

৭

যদিও তথায় হয়ে একাকী বিস্মৃত,
পৃথিবী ত্যজিতে পারি হতে পারি মৃত।
কাশ্মীর-সভায়, নহে মোসম ঘৃণিত,
কবিগণ সকলেতে হোলো উপস্থিত,
সুদূর, নিকট হতে সত্বর হইয়া,
আসিল সকলে তারা হরষে মাতিয়া।

৮

ভোজনে সমরে তারা সমান তৎপর,
ভোজনের অংশী, নহে রণেতে কাতর,
আগে যারা এইমাত্র লয়ে সৈন্যগণে,
রণবাদ্য বাজায়েছে ভয়ঙ্কর স্বনে,

এখন তাহারা সবে আনন্দে মগন,
প্রবেশিল হর্ম্ম্যদ্বারে লোহেতে গঠন।

৯

বাজাইছে বাঁশী বীণা মরি কি সুতান,
নাচিতেছে সকলে করিছে মিষ্ট গান,
মাতিতেছে তারা আর করিছে কুর্দ্দন,
সভয়ে প্রাসাদ ওই হতেছে কম্পন।
কাজ কি বর্ণিয়া মোর সময়ে এমন,
বিবাহের সমারোহ আশ্চর্য্য কেমন।

১০

উপাসনালয়ে এল নাগরিক জন,
সধবা কুমারী কত নাইট সুজন,
রত্নের আধার ভুষা আর কত শত,
হরিত বসন কত কেশরাশি কত,
লম্বমান পরিধেয় আর্মিনে ভূষিত,
বেদী-পার্শ্বে কত শত পালক উড়িত।

১১

অশ্বের শৃঙ্খল কাঁটা কত যে বাজিত;
কবিগণ পারে কি হে করিতে বর্ণিত,
মার্গারেট গণ্ড কত রাগেতে রঞ্জিত,
সময়ে সময়ে ভিন্ন বর্ণ প্রকটিত,
কেমন সুন্দর ইহা কর দরশন,
বিস্ময়ে লজ্জাতে বামা হয়েছে মগন!

১২

কবিগণ গেয়ে থাকে শুনিতে যে পাই,
গীর্জাতে বেদীতে বামা কভু যায় নাই,
এখনো বিবাহ-কাজ সুন্দর শোভিতে,
পবিত্র সে স্থানে এবে পারেনি যাইতে,
মিথ্যা এ প্রবাদ আমি জানি সুনিশ্চয়,
নিষিদ্ধ বিদ্যার কাজ বামার এ নয়।

১৩

বাক্যের নক্ষত্রযোগে অদ্ভুত ক্ষমতা,
ভূতের উপরে ক্ষণে করয়ে বশ্যতা,
তথাপি প্রশংসা আমি করি না তাহায়,
ভয়ানক হেন বিদ্যা যে শিখে ধরায়,
এই কথা কিন্তু আমি কহিব নিশ্চিত,
বেদী'পরে বামা হয়েছিল উপস্থিত,

১৪

অসিত মখমলে করি অঙ্গ আবরণ,
লোহিত উষ্ণীষ করি মস্তকে ধারণ,
মুকুতা-খচিত যাহা মুকুতা জড়িত,
সুবর্ণে মণ্ডিত হয়ে আবৃত চর্ম্মেতে,
মার্লিন হাতেতে তাঁর একটা স্থাপিত,
ধরা যাহা ছিল রেশমের বীতংসেতে।

১৫

হইল বিবাহ-বিধি সমাপ্ত এখন,
এদিকে মধ্যাহ্ন সূর্য্য জ্বালিল গগন,
সুপ্রশস্ত সভা যাহা খিলান বেষ্টিত,
উৎসব-সামগ্রী তাতে হইল বিছান,
দাওয়ান অপর সবে ত্বরাতে প্রেরিত,
প্রত্যেক জনেরে স্থান করিল প্রদান।

১৬

মাংস-কাটা উপযুক্ত ছুরিকা লইয়া,
রহিল অনেক ভৃত্য অপেক্ষা করিয়া,
মোরগ সে খাসী করা বলাকা, সারস,
ময়ূর সুন্দর দেহ পুচ্ছেতে শোভিত,
বরাহের মুণ্ড যাহা সজ্জিত সরস,
মেরী হ্রদে শোভন এ হংস বেড়াইত,

১৭

জাঙ্গল-কুক্কুট মিষ্ট মৃগ উপরেতে,
আশীর্ব্বাদ পুরোহিত করিল ভজনে,
গোলমাল হুড়াহুড়ি বাজিল কর্ণেতে,
উপরেতে নিম্নে বাহে নিকটে তৎক্ষণে
কেন না বারাণ্ডা হতে উচ্চে শুনা যায়,
ভেরী বাঁশী বীণা-রব অতিমিষ্ট হায়।

১৮

আছা সে মধুর স্বর মদিরা আধার,
করিল সকলে পান হাসিল আবার,
বলে মৃদু মৃদু যত যুবতী-রতনে
নাইটেরা ; তাহারাও হাসিল তৎক্ষণে,
সুমুণ্ড বাজেরা কত কড়িতে বসিছে,
তাদের চীৎকারে অন্য শবদ মিশিছে,

১৯

পাকশাট মারি কেহ ঘণ্টা বাজাইছে,
হরিণ কুকুর শব্দ তাহাতে মিলিছে,
মদ্যপাত্র চারিদিকে চালান হতেছে,
বোর্ডো হতে যেই পাত্র আনীত হয়েছে,
স্বকার্য্য সাধিছে যত খেজমতগার,
চলিছে সানন্দ মনে বিবিধ প্রকার।

২০

এদিকে দুরাত্মা ভূত অতি দুরাচার,
খুঁজিছে সুযোগ দেখ সকল প্রকার,
সকল নরের উষ্ণ হয়েছে শোণিত।
দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিল তাদের সহিত॥
কনরাড্ যে হয় উল্ফষ্টেন্ অধিপতি,
স্বভাব উদ্ধত তার—মদ্যেতে দুর্ম্মতি।

২১

এখন স্বভাব আরো হয়েছে বিকৃত,
অশ্বগণ তার প্রায় হইয়াছে হৃত,
কহিতে কহিতে কথা উপজিল ক্রোধ,
হান্টহিলে মারিলেক করিয়া বিরোধ,
রাদার্ফোর্ড বংশে জাত এই শত্রুজন,
নহেক সামান্য—নাম বীরেশ ডিকন।

২২

কন্‌রাড ক্রোধী শুনি ভৃত্যের বচন,
হান্টহিল খেদায়েছে তার অশ্বগণ,
হাউয়ার্ড, হোম আর ডোগ্লাস্ আসিল,
প্রজ্বলিত ক্রোধানল সান্ত্বনা করিল,
রাদার্ফোর্ড ক্রুদ্ধ, অল্প বচন কহিল,
আপন দস্তানা কাটি ঘৃণা প্রকাশিল।

২৩

একপক্ষ পরে হোথা ঈগল উড়েতে,
কনরাড্ বলী মৃত আপ্লুত রক্তেতে,
আঘাত নিঃসৃত রক্ত বক্ষেতে নিহিত,
ব্যাধের কুকুর কাছে রয়েছে পতিত,
কে জানে কেমনে তার হয়েছে মরণ,
তরবারি অসি কোষ না হয় দর্শন।

২৪

নিশ্চয় আছে গো কিন্তু সকলের জ্ঞান,
ডিকন তাহার অসি করে পরিধান,
হেথায় বামন হয়ে মহা ভীত প্রাণে,
দুষ্ট অভিসন্ধি তার পাছে প্রভু জানে,
চলিল খুঁজিয়া সেই প্রাসাদ-ভাণ্ডারে,
সাহসী স্বাধীন যুবা থাকে যে আগারে

২৫

থাকিয়া আনন্দে সবে প্রফুল্লিত মন,
আনন্দে সভায় যথা অন্য নরগণ,
টিন্‌লিন্ ওয়াট করিল মদ্যপান,
আর্থারের স্বাস্থ্য তথা করিল প্রমাণ,
সভ্যতায় সুশিক্ষিত তিনিও তখন,
হাউয়ার্ডের দলে মদ্য করিলা প্রেরণ।

২৬

ইংরেজপক্ষেতে তবে এধার শোধিতে,
ফর্ষ্টার উন্নত-স্বরে লাগিল কহিতে,
"বামাগণ-স্বাস্থ্য হেথা করিলাম পান"
প্রত্যেক জনেরে ভাণ্ড করিলেক দান,
সুরা গুয়াবর্ণ তথা শুভ্রফেণময়,
সেইক্ষণে সাদী-কোলাহল শ্রুত হয়।

২৭

এরূপ আনন্দ কভু নাহি দেখা যায়,
সে দিন হইতে যবে বক্লু নাম পায়,

প্রাসাদে হরিণ জিনি মাতে বক্সগণ।—
হেথায় সে দুষ্ট দৈত্য অতি ক্রুদ্ধমন,
করিলা স্মরণ সেই টিন্‌লিনের শর,
করিলা শপথ কোপে দেখাবে সত্বর,

২৮

কেমন টিন্‌লিন্‌ তারে করেছে প্রহার,
করিলা যুবার প্রতি অন্যায় আচার,
উপহাস করি আরো করিলা ভর্ৎসনা,
বলিলা সলোয়ে হতে এড়ায় লাঞ্ছনা,
তাহাতে পালয়ে হব তাহার পত্নীরে,
সম্মুখ ত্যজিলা তবু আসিলেক ধীরে,

২৯

তাহার অজ্ঞাতে তারে আঘাত করিলা,
কাষ্ঠ-পাত্র হতে খাদ্যসামগ্রী হরিলা,
কাঁড়িলা বদন হতে মদ্যের আধার,
জানুর উপরি পুনঃ যাইয়া আবার,
বিঁধিল আল্‌পিন দিয়া অস্থি যত তার,
বিষাক্ত আঘাত পোচে উঠিল আবার।

৩০

পাইল বিষম কষ্ট যুবার শরীর,
চমকিল যুব শেষে হইয়া অস্থির,
কাষ্ঠফলকেরে দূরে ফেলিলা তখন,
অতিশয় গোলমাল হোলো আরম্ভণ,
সহসা হেথায় দৈত্য ফিরিল সভায়,
অন্ধকারে বসিলেক কোণেতে তথায়।

৩১

বসিয়া করিল তথা দন্ত বহিষ্কৃত,
বলিল চীৎকার করি "হুত হুত হুত,"
এরূপ দেখিয়া দেবী দ্বন্দ্ব নিবারিতে,
(সহসা পারেও তারা কলহ করিতে)
গায়কগণেরে গীত তরে আজ্ঞা দিল,
আল্‌বার্ট অগ্রসর তখন হইল।

৩২

প্রাচীন গায়ক এই বিখ্যাত ভূমিতে,
কে আছে ইহার সম বীণা বাজাইতে,
উভয়রাজ্য বিবাদী এ স্থানের মধ্যেতে,
সমর্থ সকলে হয় ইহার বংশেতে,
অন্যে হারে,—ইহাদের কে পারে আঁটিতে?
গরু যারা খোঁজে সদা খাদ্য আহরিতে,
স্কটলণ্ড, ইঙ্গলণ্ড উভয় দেশেতে ;
গাইল গায়ক অতিশয় বিনয়েতে।

৩৩

আল্‌ব টগ্রীম—

ইংরেজ-নন্দিনী এক সুন্দরী যুবতী,
(কার্লাইল-সূর্য্য শোভে সমুজ্জ্বল-কর,)
বরিবেন স্কট একে এই তাঁর মতি,
কেন না নিশ্চয় প্রেম রহে সর্ব্বোপর।
আনন্দে দেখিল তারা সূর্য্যের উদয়,
যখন শোভয়ে সূর্য্য সমুজ্জ্বল-কর,
দিবসের শেষে তারা সুদুঃখিত হয়,
যদিও নিশ্চয় প্রেম রহে সর্ব্বোপর।
দিলেন ভূষণ পিতা মণিমুক্তা হার,
এদিকে কার্লাইল্‌-সূর্য্য সমুজ্জ্বল-কর,
ভ্রাতা তারে দিল এক মদ্যের আধার,
দেখিয়া কোপেতে প্রেম রহে সর্ব্বোপর,
আছে গো বামার সেই বহু জমীদারী,
হেথায় কার্লাইল্‌ সূর্য্য সমুজ্জ্বল-কর,
মরিতে দেখিবে তারে, নহে স্কট নারী,
আক্রোশ এরূপ তার স্কটের উপর।

৩৪

খাইল সে মদ্য বামা অল্প পরিমাণে,
কার্লাইল সূর্য্য শোভে সমুজ্জ্বল-কর,
তাতেই মরিলা প্রিয়-ক্রোড়ে বামাপ্রাণে;
কেন না নিশ্চয় প্রেম রহে সর্ব্বোপর।

শ্যালকে মারিল স্কট্ বিঁধি এক শরে,
কার্লাইল সূর্য্য শোভে সমুজ্জ্বল-কর,
প্রণয়-কণ্টক লোক এইরূপে মরে,
তাহলে প্রেমের রাজ্য রবে সর্ব্বোপর।
পরেতে লইল ক্রুশ সুপবিত্র মনে,
কার্লাইল-সূর্য্য শোভে সমুজ্জ্বল-কর,
পালেষ্টানে মরিল সে তাহার কারণে,
পবিত্র প্রেমের রাজ্য তুলি সর্ব্বোপর।
এক্ষণে প্রেমিক সবে প্রেম প্রমাণিতে,
কার্লাইল-সূর্য্য শোভে সমুজ্জ্বল-কর,
ভজ তার তরে পারে প্রেমে যে মরিতে,
কেন না নিশ্চয় প্রেম রহে সর্ব্বোপর।

৩৫

আল্‌বার্টের এই গান শেষ হোলে পরে,
উঠিল গায়ক অন্য এ হতে উন্নত,
মিত্রাক্ষর পদ্য, গান, কীর্ত্তনের তরে,
হেন্‌রির সভাতে যেই বহু মান গত,
সুমিষ্ট গায়ক ওহে ফিট্‌জ্‌ট্রাভার্ !
আহা ! কি সুন্দর গায় তব বীণা তার,
শুনেছে বিনম্র সারে আদরে তদ্‌গান,
কে না জানে এসারেরে বিখ্যাত জগতে,
মহাবীর তিনি তাঁর বীরত্ব সম্মান,
তিনিই অমর সত্য গীত খ্যাতি হতে,
প্রকৃত প্রেমিক তিনি উন্নতও তিনি,
প্রেমভাবে বীরভাব যুড়েছেন যিনি !

৩৬

উভয়ে গায়ক শ্রোতা চলিল বিদেশে,
কোন জল্‌পাই কুঞ্জে সচ্ছন্দে বসিয়া,
আসিল প্রদোষ যবে তারারাজি-বেশে
সারের বিরহগান গাইল মাতিয়া,
ইটালীর চাসা এক এগান শুনিল,
ভাবিল অপ্সরা বুঝি নামি পৃথিবীতে,
সন্ন্যাসী নিকটে—যেই কবরস্থ ছিল,
তুষিছে তাহারে সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে।
উভয়ের এইরূপ ছিল মিষ্ট স্বর,
জিরাল্‌ডিনে প্রশংসিতে এতই তৎপর!

৩৭

হা ! ফিট্‌জ্‌ট্রাভার ! বল কে পারে বর্ণিতে
সেই মর্ম্মদুঃখ, তব অনুভূত যাহা,
নির্দ্দয় টিউডর্ যবে আদেশে বধিতে,
প্রভু তব সারে ভদ্রে বহু কষ্টে আহা !
নিদারুণ মহারাজে না করিলা ভয়,
ক্রোধ প্রতিশোধ বাঞ্ছা তার উপজয়,
উইণ্ড্‌সোর রাজভোগ ত্যজিয়া তখন,
নওয়ার্থে করিল ত্বরায় আগমন,
সারে হাউয়ার্ড তার ছিল পরিজন,—
উলিয়াম্ প্রিয় বীর ছিল অতিশয়,
তাহার গায়ক মধ্যে শ্রেষ্ঠ মান্য হয়।

৩৮

ফিট্‌জ্‌ট্রাভার্—
দেখ অল্‌শোল্ উৎসবে সারে চকিত হইল
শুনি প্রহরের ধ্বনি মনে নাচিতে লাগিল,
ধ্বনি বলিল তাঁহারে শীঘ্র আসিছে সময়,
জ্ঞানী কর্নিলিও যবে করি মন্ত্রের আশ্রয়,
তাঁরে দেখাইবে তাঁর প্রিয় রমণী-রতনে,
মাঝে থাকুক্ সমুদ্র মাতে মাতুক্ গর্জ্জনে,
জ্ঞানী নিপুণ এমন সেই মন্ত্রের প্রসঙ্গে,
তাঁরে দেখাইবে যথা যথা যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে,
সারে দেখিবেন সেই তার প্রিয়ারে এখন,
ভালবাসে কি তাঁহারে করে কভু কি স্মরণ!

৩৯

ছিল মায়ার সে গৃহ অন্ধকারময় হায় !
লয়ে গেল মন্ত্রবিদ্ বীর নাইটে তথায়,
তমঃপরিপূর্ণ গৃহে বড় দর্পণের পাশে,
জ্বলে পবিত্র বর্ত্তিকা অল্প আলোকপ্রকাশে;

গূঢ় যন্ত্রের উপরে—যন্ত্রমায়ার সকল—,
ক্রুশ, লিখন উপরে কিম্বা খোদিত কৌশল,
কিম্বা জ্যামিতি শাস্ত্রের কিম্বা বেদীর উপরে,
নহে সুদৃষ্ট এ সব এই ক্ষুদ্র দীপ্তি করে,
এই আলোক এখন জ্বলে অল্প অল্প করে,
জ্বলে দুঃখেতে যেমন হায় মুমূর্ষুর তরে!

৪০

শীঘ্র প্রকাণ্ড উন্নত এই দর্পণ ভিতরে,
হল উত্থিত আলোক স্বাভাবিক নিজকরে,
সারে দেখিল ইহাতে বহু অদ্ভুত আকার,
স্বপ্নে দেখা যায় যেন কিছু অস্পষ্টপ্রকার,
পরে ক্রমে ক্রমে সব ওই হইল দর্শন,
কিবা দেখিয়া বিস্ময় অতি জন্মিল তখন!
দেখা গেল মহোন্নত এক সুন্দর প্রদীপে,
যাহাছিল আগ্রা বেশমের পালঙ্ক সমীপে,
অল্প উজ্জ্বলিত তেজোহীন চন্দ্রের কিরণে'
অল্প অন্ধকারময় তথা তমঃ প্রসারণে।

৪১

দেখ সুন্দর সকল, কিন্তু অধিক সুন্দর
দেখ, তন্বী এক ভারতের পল্যঙ্ক উপর,
তাঁর উরস উপরে শোভে গুবাকের কেশ,
যার নীরস সুগণ্ড দেশ বিরহে বিশেষ,
তিনি প্রশস্ত সে শয্যাবেশে আছেন শয়িত,
গজদন্তে বিনির্ম্মিত এই ফলকে লিখিত,
গান পড়িছেন সমাদরে হইয়া মোহিত,
মিষ্ট সুধাসম গান এই সারের রচিত,
প্রিয় নাথের রচিত—তাই এতে স্পৃহাবতী,
রহে জিরাণ্ডিন্ শয্যা'পরে রূপ-গুণবতী।

৪২

প্রিয় সুন্দর সে দৃশ্য'পরে মেঘ আবরিল,
তথা অদ্ভুত এস্বপ্ন একেবারে উড়াইল,
পরসুখেতে কাতর রাজা হিংসা প্রকাশিল,
সম পরিজনে প্রভুজনে সহসা নাশিল,
ওরে নিষ্ঠুর হিংস্রক ওরে নৃপতি অধম,
তব প্রতি দেবদর্পহারী হইবে বিষম,
ক্লেশ দিয়াছ অনেকে তুমি অতি দুরাচার,
রক্তেআপ্লুত করেছে শয্যা নৃপতিঅসার,
লুঠে করেছ ভিকারী সেই সারে মহাজনে,
হায় জিরাল্ডিনে কাঁদায়েছে মারিপতিধনে।

৪৩

স্কট্‌লণ্ড ইংলণ্ডবাসী যত বীরগণ,
ফিটজ ট্রভারে প্রশংসিল বহুক্ষণ,
অনেকে এদের মধ্যে হেনরীরে ঘৃণিল,
অনেকে হেন্‌রীর পক্ষ দুঃখিত হইল,
উঠিল আসন ত্যজি উন্নত-বদন,
হারল্‌ড সেণ্টক্লেয়ার সাহসিক-মন,
সেণ্টক্লেয়ার মত্ত যেই হোমেতে উৎসবে,
মেতেছিল তাঁর সনে দুর্দম আহবে।
সমুদ্র তটেতে জন্মে হারল্‌ড সুবীর,
অর্কডিসে গর্জ্জে যথা আলোড়িত নীর,
ক্লেয়ারের বংশ রাজ্য করিত হেথায়,
দ্বীপ, উপদ্বীপ, উপসাগর তাহায়,
এখন রয়েছে রাজাদের সে ভবন,
কার্কোয়াল্‌-অহঙ্কার-দুঃখের কারণ,
পেণ্টলাণ্ড উর্ম্মি তথা দেখিত বীরেশ,
ভাবিত ওডিন্ তথা করেছে আবেশ,
দেখিত তখন শুষ্ক বিবর্ণ বদনে
বিপন্ন অর্ণবযানে প্রকম্পিত মনে,
যা কিছু প্রশস্ত কিম্বা বিস্ময়-ঘটিত,
একাকী বালকে বড় সানন্দ করিত।

৪৪

প্রশস্ত বিস্ময়যুত ভাব কত শত,
কল্পনা বাহনে তার হোতো সমাগত,
আসিত হেথায় আগে কত শত জন,
লকলিন্-সন্তান সব করিত ভ্রমণ,

নর্সমান্ যাহারা লুঠে সমরেতে রত,
কাকভক্ষ্য করে যারা নরে করি হত,
নেতারা তাদের যত সাগরের পতি,
সাগর সর্পেতে তারা করে গতাগতি,
উপত্যকা মধ্যে হয়ে বায়ুতে তাড়িত,
স্কল্‌ড কবি অদ্ভুত গল্প বিবরিত,
রিউন্ বর্ণেতে স্তম্ভ রহে অক্ষরিত,
পৌত্তলিক ধর্ম্ম সাক্ষী, পূর্ব্বহতে স্থিত।
শিখেছিল হারল্‌ড যুবক যখন,
পুরাকালে ব্যবহৃত হত যে বচন—
সাগর সর্পের কথা ভয়ানক অতি,
পৃথিবী ব্যাপিয়া যার ফণার আয়তি,
সে সকল মায়াবিনী স্ত্রীলোকের কথা,
যুদ্ধেতে জন্মায়ে দেয় যারা উন্মত্ততা.
সে সব বীরের কথা যারা অন্ধকারে,
আলো লয়ে যাইত গো কবরের ধারে,
হত বৃদ্ধ বীরদের কবর লুণ্ঠিত,
গোর হতে অসি সব কাড়িয়া লইত,
বধির কবরে তারা শব্দে জাগাইত,
জাগাইয়া তাহাদের যুদ্ধেতে ডাকিত,
যুদ্ধেতে চকিত হয়ে বিস্ময়ে বিস্মিত,
রস্‌লিন্ কুঞ্জে বীর হারল্‌ড আসিত,
যেখানে কন্দরে আর কাননে শিক্ষিত,
জেনেছিল গায়কের সুন্দর সঙ্গীত,
উত্তরের এই গীত শুনা ছিল তাঁর,
এগানে সে গান তাই মিশিল আবার।

৪৫

হারল্‌ড—

শুন সীমন্তিনী সবে হয়ে অবহিত,
বর্ণিতে না চাই আমি সমর বিষয়,
করুন সে রস যাহে এগান রচিত,
রোজাবেল্ দুঃখে যাহা সুদুঃখিত হয়।

"লাগাও এখানে নৌকা হে নাবিকচয়,
হে সুন্দরি চারুনেত্রে থামহ হেথায়,
রেভেন্স্ প্রাসাদ দেবি নিরাপদ রয়,
কাজ নাই ফোর্ত্তে গিয়া কাজনাই হায়!

"অসিত তরঙ্গ শ্বেত ধারেতে আপ্লুত,
দ্বীপেতে পর্ব্বতে ওই মক্ষিকা উড়িছে,
জেলেদের জলধ্বনি হইতেছে শ্রুত,
ডুবিবে জাহাজ ইহা পূর্ব্বে প্রকাশিছে।

"শক্তিমান্ জ্যোতির্বিদ্ করেছে দর্শন,
মৃত-আবরণ এক সম্মুখে তাঁহার,
রেভেন্স্ প্রাসাদে তাই থাকহ এখন,
এ উপসাগর নাহি হও তুমি পার।

"লিণ্ডিসে দায়াদ তরে যাই না তথায়,
যাই না নাচের তরে তাঁহার সেখানে,
আর্য্যা মাতা তরে তথা যাইতেছি হায়!
একাকিনী চিন্তান্বিতা হর্ম্ম্যসভাস্থানে।

"নাচিবে সকলে মাতি নহে তার তরে,
নাচিবে লিণ্ডিসে ভাল নহে সে কারণ,
যাই, নহিলে যে পিতা নাহি লবে করে,
রোজাবেল্-অনর্পিত সুরার বাসন"—

নিশীথ সময়ে সেই রস্‌লিন্ উপর,
অদ্ভুত আলোক দূরে জ্বলিতে যেছিল;
প্রহরীর আলো হতে সমুজ্জ্বলতর,
চন্দ্রমা কিরণ হতে গাঢ় প্রকাশিল।

"রস্‌লিন্ উপরে রহে প্রাসাদ যথায়,
জ্বলিছে আলোক জ্বালি নিকটস্থ বন,
ড্রেডেন চন্দনকুঞ্জবন হতে তায়,
কিম্বা হথ্‌ওর্ন্ হতে হতেছে দর্শন।

দৃষ্ট হোলো তথাকার গীর্জা দহ্যমান,
রস্‌লিন বীরেরা যথা কবরে শুয়েছে,
অনাবৃত নাহি অঙ্গে কোন পরিধান,
পরিধান-স্থলে লৌহবর্ম্মই সেজেছে।

ভিতরে বাহিরে যেন সকলি জ্বলিছে,
গীর্জার সংস্থান গৃহ বেদীপার্শ্ব তার,
কারিগরি-বিনির্ম্মিত স্তম্ভাদি শোভিছে,
মৃতের কবচ সব জ্বলিছে আবার।

জ্বলিছে প্রাসাদচূড়া জ্বলিছে প্রাচীর,
জ্বলিছে সে ফুলকাটা পোস্তা চমৎকার,
দুর্ভাগ্যসূচক এই জানিবেক স্থির,
সেণ্ট ক্লেয়ারের আর নাহিক নিস্তার।

রস্‌লিনের বীর বিংশ সাহসী সমরে,
গীর্জায় প্রাঙ্গণে থাকে এরূপে নিহিত,
পবিত্র সে স্থানে এরা সুখে শয্যা করে,
রোজাবেল কিন্তু এবে সমুদ্রে পতিত!

প্রোথিত ক্লেয়ারবংশ গীর্জাতে সকলে,
তথায় সে গ্রন্থ ঘণ্টা বাতি জ্বলিতেছে,
হেথায় সমুদ্র ঊর্ম্মি মহা কোলাহলে,
সীমন্তিনী রোজাবেল-দুঃখ গাইতেছে।

৪৬

দুঃখগানে হারল্ডের মোহিত সকলে,
দালান তমিস্রপূর্ণ লক্ষ্য না করিল,
দিবসে—বিগত কোথা? তাহা নাও হলে,
তমোরাশি আসি ভীম সবে আবরিল।
জলা-সোতা-ভূমি হতে সূর্য্য-নিষ্পীড়িত,
কুয়াসা কোহাড়া কিম্বা নহে আবর্ত্তিত,
গ্রহণের কথা কোন গণকে বলেনি,
তথাপি তমিস্র যবে হোলো উপস্থিত,
সন্নিহিত মুখ কেহ দেখিতে পারেনি,
দেখিতে পারেনি নিজ বাহু প্রসারিত,
গুপ্তভয় সকলের ভোজে বাধা দিল,
আগন্তুক সকলের আত্মা শীতলিল,
মহা-অনুভবা বামা, সেও অর্দ্ধ ভীতা,
জানিলা ইহারে শুদ্ধ বায়ুতে উত্থিতা,
ভূত সে বালক ভৃত্য ভূমিতে পড়িল,
দন্ত কড়মড়ি "প্রাপ্ত প্রাপ্ত" চীৎকারিল।

৪৭

তখন, সহসা সেই শূন্যে তমোময়,
বিদ্যুত্‌-কিরণ এক সুদৃষ্ট হইল,
প্রশস্ত, উজ্জ্বল আর অতি রক্তময়,
উদ্ভূত আলোকে হর্ম্ম্য বুঝি বা পুড়িল,
আলোকে বরগা যত সব দেখা দিল,
দেউলে লম্বিত যত ঢাল প্রকাশিল।
জয়চিহ্ন কড়িকাট প্রস্তর-খোদিত,
ক্ষণে ক্ষণে দেখা গেল ক্ষণে আবরিত,
আগন্তুক সকলেরে বিমূঢ় করিয়া,
বিদ্যুত্‌ দুর্ব্বাররূপে তখন জ্বলিয়া,
অন্তর-অগ্নি সে ধূমে দালান পূরিল,
বালক সে ভূত পরে যেমন উঠিল,
গভীর সুদীর্ঘ বজ্র মহী প্রকাশিল,
চমকিল সাহসীরে ত্রাসিত করিল,
বাজিল বজ্রের শব্দ সাগরে সাগরে,
বারিক দেউলে আর কার্‌লাইলেতে,
গেল সে রক্ষক সবে সশঙ্ক সত্বরে,
ভীষণ নিনাদ এই যখন থামিল,
ভূত সে বামন ভৃত্য অদৃশ্য হইল।

৪৮

কেহ বা শুনিল শব্দ কাশ্মীর দালানে,
কেহ বা দেখিল দৃশ্য সকলে না জানে,
কাহার বা শ্রুত হোলো সে ভীষণ স্বর,
উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত "এস জিন্‌বিন্‌ সত্বর,"

বাহিরিয়াছিল যথা বিদ্যুত্-আলোক,
আপনে বালক ভৃত্য যথা রেখেছিল,
কেহ বা দেখিল বাহু, কর কোন লোক,
কেহ বা দেখিল এক গাউন কাঁপিল,
নিস্তব্ধ অতিথি সবে ভজিল নমিল,
প্রত্যেক উন্নত মুখে ভয় দেখা দিল,
বিস্মিতদিগের মধ্যে বিস্মিত এখন,
কে হইল হেক-ডিলোরেন্ সে যেমন,
জ্বলিল রুধির তার মস্তিষ্ক জ্বলিল,
না ফিরিবে মন তার সকলে ভাবিল,
কেন না বিবর্ণ বাক্‌রুদ্ধ হোলো বীর,
হয়েছিলা যেইরূপ ম্যানেতে সে ধীর,
হাউণ্ড ভূতের কথা কহিয়া অস্থির—
বিবর্ণ হইয়া বীর কহিলা বচন ;—
দেখেছেন সুনিশ্চিত তিনি ভালমতে,
আকার সে চতুর্দ্দিকে বসনে জড়িত,
খোদিত স্কেনের কটিবন্ধেতে বাঁধিত,
যেন যাত্রী এক সমুদ্রের ধার হতে,
জেনেছেন আরো বীর না বলি এখন,
মাইকেল্ স্কট ভিন্ন ইহা অন্য জন।

৪৯

ব্যস্ত সে সমুহ নর ভয়েতে বিবর্ণ,
কাঁপিয়া বিস্ময়কর গল্পে দিল কর্ণ,
নিঃশব্দ রহিল সবে কথা নাহি মুখে,
পরেতে আঙ্গাস যিনি কহিলা সম্মুখে,
করিলা তখনি এক গুরু অঙ্গীকার,
ডোগ্লাসের সেণ্ট ব্রাইড্ তাহার কাছেতে,
যে তিনি প্রস্তুত এক যাত্রার তরেতে,
মাইকেলের সে অশান্ত আত্মার জন্যেতে,
মেলরোজ আবিতে পুন যাবেন তখনি,
প্রত্যেকে ক্লেশিত তাঁর আত্মার নিমিত্ত,
ভজিল স্ব ইষ্টদেবে হয়ে ভীতচিত্ত,
সেণ্ট মোডানেরে ডাকি কেহ বা কহিল,
কেহ লাউসের সেণ্ট্ মেরীরে ডাকিল,
লাইলের ক্রুশযন্ত্রে কেহ বা স্মরিল,
কেহ বা পবিত্রা সেই দেবীরে ডাকিল,
ইষ্টদেবে সাক্ষ্য রাখি কহিল বচন,
প্রত্যেকে করিবে যাত্রা করি দৃঢ় পণ,
গাইবে মহান্ত সবে ঘণ্টাও বাজিবে,
মাইকেল মায়াবীর মঙ্গল হইবে।
ব্রত লওয়া আরাধনা হোলো যে সময়,
কথিত—রমণী বৃদ্ধা, ভীতা অতিশয়,
তেয়াগিল একেবারে বিদ্যা মন্ত্রময়।

৫০

বলিব না এবে আমি বিবাহের কথা,
শীঘ্রই ঘটিয়াছিল যে বিবাহ তথা,
সুন্দর সে সুত সুতা লইয়া কেমন,
বলিব না ক্রানৃষ্টন কিবা হৃষ্ট মন,
টিভিয়ট গর্ব্ব বামা তথা, এ ভীষণ
দৃশ্য'পরে বৃথা পুন হর্ষ উদ্দীপন,
দেখিতে উচিত বটে সে দিনে শোভিত,
প্রায়শ্চিত্ত নিজ নিজ স্বর্গীয় ভজনে,
প্রধান নেতারা যবে দুঃখ-বস্ত্রাবৃত
মেলরোজ আবিতে গেল পবিত্রিত মনে

৫১

উলঙ্গ পদেতে আর ব্যাগের বসনে,
বক্ষের উপরে ন্যস্ত রাখি হস্তগণে,
চলিল যাত্রীর দল;
নিকটে দণ্ডায়মান সকলে ভূমিতে
পদক্ষেপ কিম্বা শব্দ নিশ্বাস শুনিতে,
নারিল এদের মধ্যে—নিস্তব্ধ সকল,
উন্নত ও নত এবে, বীর মন্দগতি,
গিয়াছে গৌরব তার এর গর্ব্ব অতি,
বিস্মৃত তাদের খ্যাতি লভে রসাতল,
নিস্তব্ধে ও মৃদু মৃদু ভূতাকার সবে,
উন্নত বেদীর পূত পার্শ্বেতে উৎসবে,
জানু পাতি তথা তারা বসিল নিশ্চল,
প্রার্থী যত নেতাদের মাথার উপর,
মৃত বীর সকলের পতাকা নিকর,
অক্ষরিত শিলা সব কেমন রক্ষিত,
তার নীচে ভস্ম যত মৃতের নিহিত,
চতুর্দ্দিকস্থিত বহু কুলঙ্গী হইতে
ধর্ম্মদত্ত প্রাণে দৃষ্ট হইল কুপিতে।

৫২

আস্তে গীর্জা-পার্শ্বে উঠে গেল যাত্রিগণ,
অসিত উষ্ণীষ আর বিচিত্র ভূষণ।
তুষার-ধবল অঙ্গরক্ষী পরিসর,
দুই দুই করি যত পূত মঠধর,

দীর্ঘ শ্রেণীতে হইল চলিত,
ত্তিকা প্রসাদরুচি পুস্তক আনিল,
পবিত্র পতাকা সুন্দর শোভিল,
ত্রাণকর্ত্তা নাম তাহাতে অঙ্কিত,
সম্মুখে পতিত যাত্রী দলের উপর,
মুকুটিত মঠাধ্যক্ষ প্রসারিয়া কর,
আশীষিল তাহাদের জানু উপবিষ্ট,
পবিত্র ক্রুশেতে, সিদ্ধ সকলে চিহ্নিলা,
সভাতে হইবে সভ্য এরূপ ভজিলা,
রণে সৌভাগ্য-বিশিষ্ট।
আরাধনা গীত হোলো ভজনা কথিত,
মৃতের উচিত গান হইলেক গীত,
ঘণ্টাও বাজিল হেথা অতি উচ্চস্বরে,
বিগত যে আত্মা তার মঙ্গলের তরে,
বারে বারে প্রত্যেকের ভজনের পরে,
একত্রিত সবে গান করিলেক নরে,
প্রতিশব্দকারী গীর্জা বর্দ্ধিল আবার,
গানের গম্ভীর ধুয়া,-পবিত্র-আকার—
ক্রোধস্য বাসরে খ্যাতে,
প্রাপ্নোতি বিনয়ং বিশ্বঃ,
যখন শ্রবণ-ভেদী বাজিল বাজনা,
অযোগ্য না হয় যদি সুপবিত্র গানে
সমাপ্ত করিত লঘু সামান্য আখ্যানে,
এইরূপে হয়েছিল তাদের গাওনা :—

৫৩

সে ক্রোধের দিনে হায় ভীষণ যে দিন,
আকাশ পৃথিবী যবে হইবেক লীন,
কি ক্ষমতা হইবে গো পাপীর আশ্রয়,
সাক্ষাতিবে কেমনে যে দিনে ভয়ময়?
যবে সঙ্কুচিত—দগ্ধ কাগজের মত,
ধূমিয়া গড়াবে যত অখিল জগত্,
যবে উচ্চতর আরো ভীমতর রবে,
বাজিবে যে তুরী জাগাইয়া মৃত সবে।

হায়! সেই দিনে, সেই দিনে ভয়ঙ্কর,
বিচারে মৃত্তিকা হতে উঠে যবে নর,
কম্পিত পাপীর হও তুমিই আশ্রয়,
যদিও আকাশ পৃথ্বী হউক বিলয়।

থামিল হেথায় বীণা—গায়ক বিগত,
একাকী ভ্রমণ তিনি করেন সে মত?
একাকী দারিদ্রে আর বার্দ্ধক্যে ক্লেশিত,
সকষ্টে জীবন যাত্রা করিত যাপিত?
না, নিউয়ার্ক তার হর্ম্ম্য সন্নিধান,
হইল সে গায়কের আবাস নির্ম্মাণ—
সামান্য কুটীর এক; কিন্তু বিদ্যমান
তথায় হরিতবর্ণ শোভন উদ্যান,
অগ্নিকুণ্ড, গবাক্ষ সে লৌহেতে নির্ম্মাণ।
তথায় আশ্রয় প্রাপ্ত পান্থ অগ্নিপাশে,
শুনিত প্রাচীন কাল মিষ্ট ইতিহাসে,
কেন না বাসিত ভাল গায়ক খুলিতে
দরজা, যাচিত পূর্ব্বে সাহায্য লভিতে।
কাটিল শীতের দিন; তথাপি গ্রীষ্মেতে
সে গ্রীষ্ম শোভিত যবে রোহিল নগেতে
জুলায়ের সন্ধ্যা, যবে সৌগন্ধে পূরিত,
নিউয়ার্ক-প্রসূনে করিবে দোলায়িত,
হেয়ার্-হেড্ গুল্মে যবে পক্ষীরা গাইতে
কার্টারহার্কে শস্য যবে হরিত হইবে,
ব্ল্যাকেণ্ড্রো চন্দন যবে প্রশস্ত বর্দ্ধিত,
বৃদ্ধ গায়কেরে করিত গো জাগরিত,
গাইতেন উচ্চ গান গায়ক তখন,
জাঁকজমকের সহ করিয়া বর্ণন,
আনন্দিত পান্থ যাতে আসিত তথায়,
ভুলিয়া যে দিনমান অবসান প্রায়,
যুবক সকলে আরো শুনিতে সে গান,
ত্যজিত মৃগয়া, তথা মৃগের সন্ধান,
আবার ইয়ারো নদ নিজ স্রোতে তার,
গায়কগানের ধুয়া করিতে প্রচার॥

সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১	৯	অনুরক্তা	অনুরক্ত।
ঐ	২	৬	প্রতিহাত	প্রতিহত।
৯	২	২১	কেন বা	কেন না।
১৫	১	১৫	দেখিনি	দেখেনি
ঐ	ঐ	১৮	মমাধি	সমাধি,।
ঐ	ঐ	২৩	দিবসে	দিবসো।
১৬	২	২০	কুশ	কুল।
২২	১	২৩	শষেতে	শেষেতে।
ঐ	ঐ	২৪	"মস্তক তার করি বিধূমিত"	মস্তক তায় করি বিধূলিত।
২৪	১	১	কার্ম্মুখ	কার্ম্মুক।
ঐ	ঐ	৯	তববারি	তরবারি।
২৯	১	২৯	অংশ	অংস।
৩১	ঐ	ঐ	স্বর্ণ দিয়া	স্বর্ণতরে।
ঐ	২	৫	মর্টন	মর্টনে।
৩৩	১	১৭	অংশ	অংস।
ঐ	২	১৩	রক্ষিত	রক্ষিতে।
৩৭	১	১৭	শুন বন্ধু	বলে শুন।
৪২	২	২১	রেন	রেল।
৪৪	ঐ	১	দেখান	দেখাল।
৪৫	১	২১	বায়ুস্থখ	বায়ুমুখ।
৪৭	ঐ	৫	লম্পিছে	লম্ফিছে।
৪৮	২	১১	মাস্‌গ্রেভের	মাস্‌গ্রেভে।